আত-তাফসীর বিল মা'ছূর ঃ বিশেষতঃ ইমাম বাগাভী রচিত মা'আলিমুত-তানযীল ও ইমাম সুয়ূতী রচিত আদ-দুররুল-মানছূর এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

384662

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Phone : Off. 506757
Res. 8011927

DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH

Dated, the 6.12.2000

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম. ফিল. গবেষক মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "আত-তাফসীর বিল মা'ছূর ঃ বিশেষতঃ ইমাম বাগাভী রচিত মা'আলিমুত-তানযীল ও ইমাম সুয়ূতী রচিত আদ-দুররুল-মানছূর এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এরূপ গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আদ্যান্ত পাঠ করেছি এবং এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

384662

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মুছলেহ 6/12/2000
(আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন)
সহযোগী অধ্যাপক (সুপার নিউমারারী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

আত-তাফসীর বিল মা'ছূর ঃ বিশেষতঃইমাম বাগাভী রচিত মা'আলিমুত-তানযীল ও ইমাম সুয়ূতী রচিত আদ-দুররুল-মানছূর এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

(এম. ফিল. ২য় বর্ষের পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক,
জনাব আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক (সুপার নিউমারারী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

384662

গবেষক,
মোঃ কামরুল হাসান
এম. ফিল. গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
384662

রমযান, ১৪২১ হিজরী।
অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
ডিসেম্বর, ২০০০ খৃষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে আমি ঘোষণা করছি যে, " আত-তাফসীর বিল- মাছূর ঃ বিশেষতঃইমাম বাগাভী রচিত মা'আলিমুত-তানযীল ও ইমাম সুয়ূতী রচিত আদ-দুররুল মানছূর এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা " শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

(মোঃ কামরুল হাসান

(মোঃ কামরুল হাসান) ৫/১২/২০০০
এম. ফিল. গবেষক,
রেজিঃ নং - ১৫২/ ১৯৯৫-৯৬ ইং
যোগদান ঃ- ৬ - ৮ - ১৯৯৭ ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসূলিহী সায়্যিদিল-মুরসালীন খাতামিন-নাবিয়্যিন ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহিত-তাহিরীন ওয়া আলা 'উলামাই উম্মাতিহি আজমা'ঈন, আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে অত্র গবেষণা সন্দর্ভটি সুসম্পন্ন হয়েছে।

আসাতিযাই কিরাম হতে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। খ্যাতিমান নিরলস জ্ঞান সাধক শ্রদ্ধেয় উস্তায, জনাব আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এর যথাযথ তত্ত্বাবধায়নে আমি এটিকে গ্রন্থরূপে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর এ শ্রমের প্রকৃত বিনিময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণরূপে প্রদান করুন।

আমার সম্মানিত সকল শিক্ষক মহোদয় হতে কম-বেশী সহযোগিতা লাভ করেছি। বিশেষত, আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান, ডঃ আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ডঃ আবূ বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক নাজির আহমদ, ডঃ সাহেরা খাতুন, ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল হক-এর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

ডঃ মুহাম্মাদ ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যার এ ব্যাপারে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছেন এবং মূল্যবান উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন, এছাড়া এ. টি. এম. ফাখরুদ্দীন, মোঃ আব্দুল কাদের ও সতীর্থ মোঃ ইউসুফ সহ সকলের থেকে উপকৃত হয়েছি ও তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার হতে আমি এর উপাত্ত সংগ্রহ করেছি ও বই পেয়ে উপকৃত হয়েছি। তন্মধ্যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা গ্রন্থাগার এসব উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার সমূহের সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছেন ও এব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এ পান্ডুলিপি তৈরী করার ব্যাপারেও আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা আম্মা দু'আ ও পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের নিকট আমি চিরঋণী। সম্মানিত আত্মীয়-স্বজনবৃন্দ বহুভাবে সহযোগিতা করেছেন , তজ্জন্য তাঁদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া আমার সহধর্মিনী, বন্ধুবর্গ ও ছাত্রদের থেকেও যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের এ অবদান ভুলবার নয়।

সর্বোপরি, এ গবেষণার সুযোগ দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ এবং পাশাপাশি যেসকল কর্মকর্তা এ ব্যাপারে সহানুভূতি করেছেন, তাদের সকলকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুদ্রণের বিষয়টিও কম জটিল নয়, পান্ডুলিপিটির কম্পোজ, অনুলিপি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীর অবদানও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে ইহ-পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

এ অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং আল্লাহর রহমতে উপস্থাপন করছি। তবে, এ বিষয়টি হল আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কিত, এতে আমার এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিশ্রম বিশাল সাগরের এক ফোটা পানির মতও নয়। তাই এর ব্যাপকতার কিঞ্চিত উপলব্ধি করে এ কথা বলা যায় যে, তাফসীর হল আল-কুরআন ও আল-হাদীছ এর আলোচনা সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডার যা অত্যন্ত ঐশ্বর্যপূর্ণ, এর কোন শেষ নেই। আমার সীমিত প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক । অপরাধ মার্জনাপূর্বক আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের পথ "আস-সিরাতুল-মুসতাকীম" এ আমাকে ও সকলকে দৃঢ়পদ রাখুন - আমীন ।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা 'আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ -ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া মুত্তাবি'ঈহী আজমা'ঈন, ওয়া সাল্লামা তাসলীমান কাছীরান ইলা ইয়াওমিদ্দীন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

নিবেদক,

মোঃ কামরুল হাসান

Dhaka University Institutional Repository

সংকেতসূচী

সা./ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম	ঃ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
রা.	ঃ রাদিআল্লাহু তা'আলা 'আনহু ।
র.	ঃ রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি।
হি.	ঃ হিজরী সন।
খৃ.	ঃ খৃষ্টাব্দ।
জ.	ঃ জন্ম।
মৃ.	ঃ মৃত্যু।
পৃ.	ঃ পৃষ্ঠা।
ই. ফা.	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
তা. বি.	ঃ তারিখ বিহীন।
আবূ হানীফা	ঃ আবূ হানীফা নু'মান ইবন ছাবিত আল-ইমাম।
মালিক	ঃ মালিক ইবন আনাস আল-ইমাম।
আহমাদ	ঃ আহমাদ ইবন হামবাল আল-ইমাম।
আল-জামি'	ঃ আল-জামি' আল-মুসনাদ আস-সাহীহ আল-মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি
আবূ দাউদ	ঃ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিসতানী।
শাফি'ঈ	ঃ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আল-ইমাম।
ইবন আয়াস	ঃ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আয়াস।
ইবন খালদূন	ঃ 'আবদুর রাহমান ইবন খালদূন।
ইবন মাজাহ	ঃ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনী।
ইবনুল 'ইমাদ	ঃ আবুল ফালাহ 'আবদুল হাইয়্য আল-হামবালী।

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইতকান	ঃ আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন।
আল-বুরহান	ঃ আল-বুরহান ফী 'উলূমিল-কুরআন।
আদ-দাওউল-লামি'	ঃ আদ-দাওউল-লামি' লি আহলিল কারনিত-তাসি' ।
গুয্যী	ঃ শায়খ নাজমুদ্দীন আল-গুয্যী।
বুখারী	ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী।
বুগয়াতুল উ'আত	ঃ বুগয়াতুল উ'আত ফী তাবাকাতিল-লুঘাবিয়ীন ওয়ান্নুহাত।
মুসলিম	ঃ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী।
মানাহিলুল 'ইরফান	ঃ মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন।
নাসাঈ	ঃ আবূ 'আব্দির রাহমান আহমাদ আন-নাসাঈ।
সাখাবী	ঃ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রাহমান।
সুবকী	ঃ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস-সুবকী।
শাযারাতুয-যাহাব	ঃ শাযারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব।
যাহাবী (ক)	ঃ শামসুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ আয-যাহাবী।
যাহাবী (খ)	ঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন আয্-যাহাবী।
হারীরী	ঃ গোলাম আহমাদ হারীরী।
তারীখে তাফসীর	ঃ তারীখে তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরীন । (উদূ)
তিরমিযী	ঃ আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন মূসা আত-তিরমিযী।
হুজ্জাতী	ঃ ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বাকির আল-হুজ্জাতী।
শাওকানী	ঃ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

أ	- আ/া	ط	- ত
إ	- ই/ি	ظ	- য/জ
أُ	-উ/ু	ع	- ‘
ب	- ব	غ	- গ/ঘ
ت	- ত	ف	- ফ/প
ث	-ছ	ق	-ক
ج	-জ	ك	- ক
ح	- হ	ل	- ল
خ	-খ	م	-ম
د	- দ	ن	-ন
ذ	- য	و	- ও/ভ
ر	- র	ه	- হ
ز	- য	ة	- ঃ
س	- স	ء	- ’
ش	- শ	ي	- য়
ص	- স	اَ	- া
ض	- য/দ	ىِٕ	- ী
		ـُوْ	- ূ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়সূচী	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	I
সংকেতসূচী	III
প্রতিবর্ণায়ন	V
ভূমিকা	ক - ঘ

প্রথম অধ্যায়
আত-তাফসীর

তাফসীর	১
তা'বীল	৭
তাফসীর ও তা'বীল-এর পার্থক্য	৮
তাফসীরের প্রকারভেদ	১১
তাফসীরের উৎপত্তি	১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর

মা'ছূর	১৭
আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর	১৯
আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর এর প্রক্রিয়া	২১
আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর	২২
আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীরের উদাহরণ	২৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর	৩১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীরের উদাহরণ	৩৫
সাহাবী গণের (রা.) তাফসীর	৩৬
তাফসীর বিশারদ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ (রা.)	৩৯
সাহাবী গণের (রা.) তাফসীরের উদাহরণ	৪৬
তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীর	৫১
তাফসীর বিশারদ প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ (র.)	৫৩
তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীরের উদাহরণ	৫৫
আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর এর ক্রমবিকাশ	৫৮
আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর সম্পর্কিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ও প্রণেতাবৃন্দ	৬১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
ইমাম বাগাভী (র.) : মা'আলিমুত-তানযীল

ইমাম বাগাভী (র.) : জীবনী ও কর্ম
পরিচয় ৬৫
জন্ম ৬৬
বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন ৬৬
প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ ৬৭
কর্মজীবন ৬৯
রচনাবলী ৭৫
গুণাবলী ৭৫
পারিবারিক জীবন ৭৬
ইমাম বাগাভী (র.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ 'উলামায়ে কিরামের অভিমত ৭৭
মৃত্যু ৭৯
মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র ৮০-ক
মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা ৮০-খ
মা'আলিমুত-তানযীল এর পরিচয় ৮০-গ
তাফসীরের অনুসৃত পদ্ধতি ৮১
মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের সনদ সম্পর্কিত আলোচনা ৮৩
ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র ৮৩
মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি সম্পর্কে বিদগ্ধজনদের অভিমত ৮৭

চতুর্থ অধ্যায়
ইমাম সুয়ূতী (র.) : আদ-দুররুল মানছূর

ইমাম সুয়ূতী (র.) : জীবনী ও কর্ম
পরিচয় ৮৯
জন্ম ৯০
বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন ৯০
প্রসিদ্ধ উস্তাদবৃন্দ ৯২
কর্মজীবন ৯৪
প্রসিদ্ধ শিষ্যবৃন্দ ৯৫
রচনাকর্ম ৯৫
রচনাসংখ্যা ৯৬
প্রসিদ্ধ রচনাবলী ৯৭
পরকালীন জগতের জন্য প্রস্তুতি ১০৪
পারিবারিক অবস্থা ১০৫
মৃত্যু ১০৫
আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র ..... ১০৬ - ক

Dhaka University Institutional Repository

আদ-দুররুল মানছুর গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা ..... ১০৬ - খ
আদ-দুররুল মানছুর ..... ১০৬ - গ
আদ-দুররুল মানছুর তাফসীর গ্রন্থে অনুসৃত নীতিমালা ১১১
আদ-দুররুল মানছুর তাফসীর গ্রন্থটি সম্পর্কে বিদগ্ধজনদের অভিমত ১১৪

পঞ্চম অধ্যায়

তুলনামূলক আলোচনা

তুলনামূলক আলোচনার বিষয়সমূহ ১১৬
উপস্থাপনা সম্পর্কিত তুলনা ১১৭
আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর ১১৯
আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১২০
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর ১২৫
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১২৬
সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর ১৩২
সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৩৩
তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীর ১৩৯
তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৪০
কিরাআত ১৪৫
কিরাআত সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৪৬
ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র (সনদ) ১৪৯
সনদ সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৫০
প্রাপ্ত মূল বক্তব্য ১৫৪
প্রাপ্ত মূল বক্তব্য সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৫৫
মাসআলা ও সমাধান (ফিক্‌হী প্রেক্ষিতে) ১৫৯
মাসআলা ও সমাধান (ফিক্‌হী প্রেক্ষিতে) এর তুলনার উদাহরণ ১৬০
শাব্দিক বিশ্লেষণ ১৬৯
শাব্দিক বিশ্লেষণ সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৭০
কবিতার উদ্ধৃতি ১৭৩
কবিতার উদ্ধৃতি সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৭৪
পূর্ববর্তী জাতির ঘটনা ১৮১
পূর্ববর্তী জাতির ঘটনা সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৮২
ইসলামী যুগের ঘটনা ১৮৬
ইসলামী যুগের ঘটনা সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৮৭
ইসরাঈলী রিওয়ায়াত ১৯৩
ইসরাঈলী রিওয়ায়াত সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ ১৯৪
উভয়ের সামঞ্জস্যতা ১৯৯
উভয়ের সামঞ্জস্যতা সম্পর্কিত আলোচনার উদাহরণ ২০০
উপসংহার ২০২
গ্রন্থপঞ্জী ..... ২০৫ক - চ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রূপে একমাত্র ইসলামকে মনোনীত করেছেন । বিধানকে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি বিবৃত হয়েছে। আবার আল-কুরআনকে উপলব্ধি করার সুবিধার্থে এর তাফসীরও অবতীর্ণ করেছেন। আল-কুরআন অনুধাবন ও চর্চাকে আল্লাহ তা'আলা সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। যেমন, আল-কুরআনের ভাষা,

ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر

অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের জন্য আল-কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং উপদেশ গ্রহণ কারী কেউ আছে কি ? [১]

শত-কোটি সালাত ও সালাম অহরহ বর্ষিত হোক, প্রাণপ্রিয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, যাঁর প্রতি আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁরই উসিলায় সমগ্র সৃষ্টি বাস্তবতা লাভ করেছে এবং করুণাপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين [২]

অর্থাৎ আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। [২]

তাঁর শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। যেমন, আল-কুরআনের ভাষায়,

وعلمك ما لم تكن تعلم [৩]

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। [৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পবিত্র বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে পূর্ণ আল-কুরআনকে পূর্ণাঙ্গরূপে তাফসীর করেছেন। যাঁর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ আল-কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন। যেমন ,

---

(১) সূরা আল-কামার , আয়াত ৪০ ।

(২) সূরা আল-আম্বিয়া , আয়াত ১০৭।

(৩) সূরা আন-নিসা,আয়াত ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

كان خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم القرآن[১] অর্থাৎ (নিশ্চয়ই) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। আল-কুরআনকে অবতীর্ণ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এর তাফসীরও অবতীর্ণ করেছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন,

ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا[২] অর্থাৎ, হে রাসূল! সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তারা আপনার নিকট (আল-কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে) এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে নাই, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করি নাই।[২] সুতরাং, বুঝা যায়, আল-কুরআনের কিছু অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি বাণী আল্লাহ তা'আলার বাণী। কেননা, তিনি ওহী বা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত কথা ব্যতীত কিছুই বলেন না। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى[৩]

অর্থাৎ তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মনগড়া কথা বলেন না, এ তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। সুতরাং, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর হল আল-কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর, যা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলারই বাণী।

তাফসীর শাস্ত্রে আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীরকে সর্বাগ্রে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় শিষ্য গণ তথা সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর ও সাহাবী গণের শিষ্য তথা তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীরকেও বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সকল তাফসীরকে তাফসীর শাস্ত্রের পরিভাষায় التفسير بالمأثور বলা হয়।[৪] আল-কুরআনের তাফসীরে

(১) মুসলিম, আস-সাহীহ, মুসাফিরীন, হাদীছ নং - ১৩৯।

(২) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত, ৩৩।

(৩) সূরা আন-নাজম, আয়াত, ৩ ও ৪।

(৪) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, ১ম খ, পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ হতে ধারাবাহিকভাবে এ তাফসীর উল্লেখ করা হয়। তাই এরূপ তাফসীর পূর্ববর্তী সকল যুগে প্রথমে গৃহীত হয়েছে।

মুসলিম মনীষীগণ যুগ যুগ ধরে এরূপ তাফসীর রিওয়ায়াত ও উদ্ধৃতির উল্লেখসহ প্রণয়ন করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী সনের শেষভাগে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে এরূপ তাফসীর প্রণীত হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে আত্-তাফসীর বিল মা'ছূর এর প্রসার ঘটে এবং পরবর্তী হিজরী শতক হতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এ তাফসীর সংকলিত হয়। বিশেষত, বৃহত্তর আরব দেশগুলোতে আত্-তাফসীর বিল মা'ছূর এর গ্রন্থ ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।[১] এতদ্ব্যতীত আরব দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশেও এরূপ তাফসীর চর্চা অব্যাহত থাকে এবং প্রখ্যাত মনীষীগণ কর্তৃক সংকলিত হতে থাকে।

আরবের পার্শ্ববর্তী হিরাত অঞ্চলের অধিবাসী প্রসিদ্ধ 'আলিম ইমাম বাগাভী (র.) তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি "معالم التنزيل" নামে পূর্ণাঙ্গ একটি তাফসীর বিল মা'ছূর গ্রন্থ সংকলন ও রচনা করেন। তারপর আরো বহু তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত 'আলিম ইমাম সুয়ূতী (র.) ও "الدر المنثور فى التفسير بالمأثور" নামে একটি বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সংকলন ও রচনা করেন।[২]

অত্র গবেষণা সন্দর্ভে আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর এর সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার পরপর উল্লিখিত বিশ্ববরেণ্য দু'জন 'আলিমের দু'টি তাফসীর গ্রন্থকে তুলনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। উভয় গ্রন্থই রিওয়ায়াত ভিত্তিক বিশুদ্ধ তাফসীর সমৃদ্ধ হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত। তবে গবেষণার আলোকে কয়েকটি দিকে উভয় গ্রন্থের প্রভেদ এবং কিছু ক্ষেত্রে এতুদভয়ের সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, কয়েক শতক পরের ব্যবধানেও তাফসীর শাস্ত্রের বিশুদ্ধতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় এবং উভয়ের বর্ণনা, রিওয়ায়াত, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ের প্রভেদ নিরূপণ করা যায়। তদুপরি, এ তুলনার মাধ্যমে তাফসীর শাস্ত্রের সুপ্ত ও স্বল্প ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোও উল্লেখ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

---

(১) অধ্যাপক হারীরী, তারীখে তাফসীর, পৃ.১৪৭।

(২) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১ম খ., পৃ.১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা সন্দর্ভকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে । এর প্রথম অধ্যায়ে তাফসীর শাস্ত্রের পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্-তাফসীর বিল-মা'ছূর এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তৃতীয় অধ্যায়ে মা'আলিমুত-তানযীল প্রণেতা ইমাম বাগাভী (র.) এর জীবনী ও গ্রন্থ পরিচিতি, চতুর্থ অধ্যায়ে আদ-দুররুল মানছূর রচয়িতা ইমাম সুয়ূতী (র.) এর জীবনী ও গ্রন্থ পরিচিতি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে উদাহরণসহ উপস্থাপিত হয়েছে এবং সর্বশেষে একটি উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে।

এতে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হয়েছে । আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় এরূপ গবেষণা হয়নি। এক্ষেত্রে এটি সর্বপ্রথম গ্রন্থ। আশা করি গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে এ সম্পর্কে আরো ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আশা করি উত্তরসূরী গবেষকগণ এ ক্ষেত্রে আরো তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করবেন। আমি তাদের জন্য শুধুমাত্র একটি নতুন পথের দিশা দিয়েছি। আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর (التفسير)

তাফসীর আরবী শব্দ। এর শব্দমূল ফাসরুন[১] (فسر)। এটি বাবে তাফ'ঈল [২] (تفعيل) অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়ার মাসদার। [৩] মূলবর্ণ (ف س ر) । ক্রিয়াপদ রূপ ফাস্‌সারা (فسّر)[৪], তাফসীর একবচন, বহুবচনে তাফাসী'র(تفاسير)।[৫] এর বহু আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমনঃ বর্ণনা করা, [৬] ব্যাখ্যা করা, [৭] খোলা, [৮] সহজ করা, [৯] আবরণ উঠানো, [১০] উন্মোচন করা, [১১] যবনিকা অপসারণ করা, [১২] বিস্তারিত আলোচনা করা, [১৩] প্রকাশ করা, [১৪] দুর্বোধ্যতা নিরসন করা, [১৫] স্পষ্ট করা, [১৬]

---

(১) সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খ. পৃ. ১৭৩।

(২) আরবী শব্দ প্রকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ওযন সমূহের একটি সকর্মক ক্রিয়া বিশেষ্যের রূপ।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খ. পৃ. ১৮৩।

(৪) যারকাশী, আল-বুরহান, ২য় খ. পৃ. ১৪৭।

(৫) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন ১ম খ. পৃ. ১৩।

(৬) ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব, ৫ম খ. পৃ. ৩৪১২।

(৭) Gibb & Kramers. S. Encyclopaedia of Islam. 1st Vol. P. 558

(৮) অধ্যাপক হারীরী, তারীখে তাফসীর, পৃ. ২।

(৯) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাহ মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৪৯০।

(১০) ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব, ৫ম খ. পৃ. ৩৪১২।

(১১) যারকাশী, আল-বুরহান, ২য় খ. পৃ. ১৪৭।

(১২) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খ. পৃ. ১৮৩।

(১৩) বাকির হুজ্জাতী, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১ম খ. পৃ. ৬৮৮।

(১৪) 'আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ৩৩৩।

(১৫) বুতরুস বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ. পৃ. ১৭০।

(১৬) Lane. Lexicon. VI Vol. P. 2397.

Dhaka University Institutional Repository

নিরীক্ষণ করা, [১] চেষ্টা করে অতিক্রম করা, [২] প্রত্যাবর্তন করা,[৩]বের হওয়ার চেষ্টা করা,[৪] অর্থ করা,[৫] তথ্য প্রদান করা,[৬] ইত্যাদি। তবে ব্যাখ্যা করা অর্থে তাফসীর শব্দটি অধিকতর ব্যবহৃত হয়। যেমন, মহান আল্লাহর পবিত্র বাণীঃ

ولايأتونك بمثل الاجئناك بالحق واحسن تفسيرا ـ [৭]

তারা আপনার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।

এখানে তাফসীর দ্বারা ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য।

---

(১) নু'মানী, লুগাতুল কুরআন, ১ম খ, পৃ. ১৫৪।

(২) যারকাশী, আল বুরহান, ২য় খ, পৃ. ১৪৭।

এ ক্ষেত্রে যারকাশী (র.) (বদরুদ্দীন মুহম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বাহাদুর আয যারকাশী, জ. ৭৪৫, মৃ. ৭৯৪ হিঃ) ইবনুল আনবারী (র.) (আবুল বারাকাত আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আবূ সা'ঈদ কামাল উদ্দীন, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ভাষাবিদ। জ. ৫১৩/১১১৯, মৃ. ৫৭৭/১১৮১) এর উক্তি উদাহরণ স্বরূপ পেশ করেছেন, ـ فسرت الدابة ففسرتها অর্থাৎ প্রাণীটি আমি আরোহণ করার চেষ্টা করেছি অতঃপর আমি তাতে আরোহণ করতে পেরেছি। এখানে আরোহণের বিষয়টি অতিক্রম করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) জুবরান মাস'উদ, আর-রাইদ, ১ম খ. পৃ. ৪২৪।

(৪) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাহ মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ১৯০।

(৫) Editors, The Encyclopedie of Religion, XIV vol. P. 236.

(৬) যারকাশী, আল বুরহান ২য় খ, পৃ. ১৪৭।

শব্দমূল فسر দ্বারাও ব্যাপক তথ্য প্রদান বুঝানো হয়, আবুল ফুতুহ জিন্নী (র.) (ইরানী মুফাস্সির, বহু গ্রন্থ প্রণেতা। 'রাওদুল জিনান' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। জ. ৪৮০/১০৮৭, মৃ. ৫২৫/১১৩১) একটি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন, فسر । ইমাম যারকাশী (র.) তা উদ্ধৃতিস্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

(৭) সূরা আল-ফুরকান ঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

'তাফসীর' এর বহু পারিভাষিক অর্থ পাওয়া যায়, ইমাম বাগভী [১] (র.)এর মতে, তাফসীর এমন কতিপয় বিশেষ জ্ঞানের নাম, যেগুলোর মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীমের সূক্ষ্ম বিষয়াদি জানা যায়, অর্থসমূহ অবহিত হওয়া যায়, বিশ্লেষিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়, বিধান সমূহ নির্ণয় করা যায়, আয়াত-সমূহের নিগুঢ়তত্ব উদঘাটন করা যায়, যে সব কারণে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়েছে সে সব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, সর্বোপরি নির্ধারিত যে অর্থে নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করা যায়। [২]

আল্লামা তাফতাযানী [৩] (র.)-এর মতে তাফসীর হল গবেষণামূলক জ্ঞান, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ও শব্দমালার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সম্ভবমত সঠিক মর্ম অনুধাবন করা যায়। [৪]

ইমাম যারকাশী [৫] (র.) এর মতে তাফসীর হল এরূপ বিশেষ জ্ঞান, যা বিশুদ্ধতম বর্ণনার মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়; বিশুদ্ধ বর্ণনাধারা এর গ্রহণ যোগ্যতার পূর্বশর্ত রূপে চিহ্নিত। অবতীর্ণ হওয়ার কারণ(شان نزول)রহিত বিধান (منسوخ)সম্পর্কিত নীতিমালা, অস্পষ্ট (متشابه) ও সুস্পষ্ট (محكم) সম্পর্কিত নিয়ম, সংক্ষিপ্ত (مجمل) ও বিস্তারিত বর্ণনা (مفصل) প্রসঙ্গ, ইত্যাদি বিষয়সমূহ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাধারায় এতে বর্ণিত হয়। [৬]

---

(১) *আবূ মুহাম্মাদ আল হুসায়ন ইবন মাস'উদ আল ফাররা আল বাগভী। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, সাহিত্যিক। জ. ৪৩৫, মৃ. ৫১৬ হি.। অত্র গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামে উল্লিখিত ইমাম, তার বর্ণনা পরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে।*

(২) *বাগভী, মা' আলিমুত তানযীল, ১ম খ. পৃ. ৭।*

(৩) *সা'দুদ্দীন মাস'উদ ইবন 'উমর, প্রসিদ্ধ তাফসীর বিশারদ, জ. ৭২২, মৃ. ৭৮৯হি.।*

(৪) *বুতরুস, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ. পৃ. ১৭০।*

(৫) *বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রসিদ্ধ 'উলূমুল কুরআন বিশারদ, জ.৭৪৫, মৃ.৭৯৪ হি।*

(৬) *সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খ. পৃ. ৫১৮।*

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আর্ রাযী [১] (র.)-এর মতে, তাফসীর এমন বিশেষ জ্ঞান, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ উদঘাটন করা যায়।[২]

অন্যমতে, তাফসীর হল এমন গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমৃদ্ধ জ্ঞান যার মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এঁর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর পবিত্র কিতাব 'আল-কুরআনুল কারীম' সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করা যায়, এর অর্থসমূহের বিবরণ দেয়া যায়, বিধান সমূহ উদঘাটন করার সামর্থ লাভ করা যায় এবং এর প্রজ্ঞাপূর্ণ তথ্যাদি জানা যায়।[৩]

ইমাম সুয়ূতী [৪] (র.)-এর অভিমত হল, আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ (شان نزول), এগুলোর তত্ত্ব (حقيقة), আনুসঙ্গিক ঘটনাবলী (واقعات), মক্কী ও মাদানী ধারাবাহিকতা, সুস্পষ্ট (محكم) ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান(متشابه) রহিতকৃত منسوخ ও রহিতকারী (ناسخ) সম্পর্কিত জ্ঞান, তৎসঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থবোধক (خاص) ও ব্যাপক অর্থ বোধক (عام) বিষয়, সাধারন বিধান (مطلق),সংশ্লিষ্ট বিধান (مقيد), সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা (مجمل) ও ব্যাখ্যামূলক নির্দেশিকা (مفصل) হালাল ও হারাম সম্পর্কিত বিধান, নির্দেশ (امر) নিষেধ (نهى)সম্পর্কিত আলোচনা, ঘটনাবলী (وقائع) ও উপমাসমূহ (امثال), ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনাসমৃদ্ধ জ্ঞানের নাম তাফসীর।[৫]

---

(১) *ফাখরুদ্দীন আহমাদ ইবন আলী, প্রসিদ্ধ তাফসীর শাস্ত্রবিদ, জ. ৩০৫ হি., মৃ. ৩৭০হি.।*

(২) *বুতরুস, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ. পৃ. ১৭০।*

(৩) *যারকাশী, আল-বুরহান, ১ম খ. পৃ. ১৩।*

(৪) *জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান, প্রসিদ্ধ হাফিজ, মুফাস্সির, মুহাদ্দিছ পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা, অত্র গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামে উল্লিখিত ইমাম, মৃ. ৯১১ হি., তার জীবনী পরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।*

(৫) *সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খ. পৃ. ১৭৪।*

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর এমন বিশেষ জ্ঞান যার সাহায্যে আল-কুরআনুল কারীমের ভাবসমূহ (مظاهم) ও অর্থসমূহ (معانى) অনুধাবন করা যায়। এতে বিধানসমূহ (احكام), জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ (مسائل) ও রহস্যসমূহ (عجائب) এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ নিদর্শনাদি (غرائب)সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১]

আল-কুরআনুল কারীমকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করাকে তাফসীর বলে।[২]

অন্যমতে, তাফসীর বিশেষত আল কুরআনের ভাষ্য এবং এ পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের এ শাখাটি যা (علوم القران ولغته) কুরআন ও এর ভাষা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান নামে অভিহিত।[৩]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম-এর ভাষা সম্পর্কে, আল-কুরআনুল কারীমের যথাযথ নির্দেশিকাসহ অবহিত হওয়া এবং পবিত্র বিধানের মর্মার্থ উদ্ধার করার প্রচেষ্টার নাম তাফসীর।[৪]

তাফসীর দীনী জ্ঞানসমূহের অন্যতম। এতে আল-কুরআনুল কারীমের অর্থসমূহের আলোচনা করা হয় এবং এর শব্দসমূহ ও বাক্যমালার মাধ্যমে গ্রহণীয় সঠিক মতামত ও বিধান অবহিত হওয়া যায়।[৫]

---

(১) *অধ্যাপক হারীরী, তারিখে তাফসীর, পৃ. ৩।*

(২) *Editors, The Encyclopedie of Religion, XIV Vol. P. 237.*

(৩) *সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খ. পৃ. ১৮২।*

(৪) *ফযল, মাজমা'উল বয়ান, ১ম খ. পৃ. ৫৯।*

(৫) *বুতরুস, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ. পৃ. ১৭০।*

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর এমন বিশেষ জ্ঞান, যাতে আল কুরআনুল কারীমের ভাষা প্রয়োগের পদ্ধতি, শব্দ সমূহের বিন্যাস, ব্যবহারের নিয়ম, অর্থসমূহ এবং যথাযথভাবে বাক্য বিশ্লেষণের সকল নীতিমালা আলোচনা করা হয়।[১]

আল কুরআনুল কারীমের বিধান সমূহ ও আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণসমূহ বিশুদ্ধ বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে যথাযথভাবে অবহিত হওয়ার জ্ঞানকে তাফসীর বলে।[২]

আল-কুরআনুল কারীমকে আল-কুরআনের বর্ণনার মাধ্যমে অথবা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী, কর্ম, অনুমোদনের মাধ্যমে অথবা সাহাবীগণ[৩](রা.) কিংবা তাবিঈগণ[৪](র.)-এর উক্তি অনুযায়ী বিশুদ্ধপন্থায় বিশ্লেষণ করাকে তাফসীর বলে।[৫]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাফসীর হল, আল-কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ জ্ঞান তা সর্বাধিক উজ্জ্বলতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ জ্ঞান। কেননা এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণীর মর্ম এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত মর্মার্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। তাছাড়া বান্দার অত্যাবশ্যকীয় করণীয় বিষয়াদি সহজে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায় এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা সহজতর হয়।

---

(১) *সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাহ মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪৮৯।*

(২) *যাহাবী, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খ., পৃ. ১৩।*

(৩) *যারা ঈমানের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছেন এবং ঈমান থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন, তাঁদেরকে সাহাবী বলা হয়।*

(৪) *যারা ঈমানের সাথে সাহাবী গণের (রা.) একজনকে অথবা কয়েকজনকে দেখেছেন এবং ঈমান থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন, তাঁদেরকে তাবি'ঈ বলা হয়।*

(৫) *যুরকানী, মানাহিলুল ইরফান, ১ম খ., পৃ. ৩০৫।*

Dhaka University Institutional Repository

তা' বীল (التاويل)

তা'বীল আরবী শব্দ। এর ক্রিয়ামূল আওলুন (اول)। তা باب تفعيل এর মাসদার রূপে ব্যবহৃত হয়। মূল ধাতু (ا-و-ل) এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, [১] ব্যাখ্যা করা, [২] ধারণা করা, [৩] পর্যবেক্ষণ করা, [৪] উন্মোচন করা, [৫] প্রাধান্য দেয়া,[৬] তথ্য প্রকাশ করা [৭] ইত্যাদি।

তবে বিশ্লেষণ করা অর্থে তা অত্যাধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন আল-কুরআনের বাণী, وما يعلم تأويله الا الله [৮] অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এখানে তা'বীল ব্যাখ্যা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর পারিভাষিক অর্থে বহু সংজ্ঞা বিদ্যমান। তন্মধ্যে কয়েকটি হল,

ইমাম সুয়ূতী (র.) এর অভিমত হল, তা'বীল সম্ভাবনাময় অনেকগুলো বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করা। তবে আল-কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যায় সম্ভাবনাময় বিষয়কে নিশ্চয়তাসহ গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তা'বীল এর মূল ভিত্তি নেই। বরং 'আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত' ব্যাখ্যা শেষে এধরনের ইঙ্গিত করা উচিৎ। [৯]

---

(১) *জুবরান মাসউদ, আর-রাইদ, ১ম খ., পৃ. ২৯১।*

(২) *মালূফ, আল মুনজাদ, পৃ. ১৪।*

(৩) *Lane, Arabic English Lexicon, 1st Vol., P. 125।*

(৪) *যারকাশী, আল বুরহান, ২য় খ., পৃ. ১৪৬।*

(৫) *বুতরুস, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১ম খ., পৃ. ২০।*

(৬) *বাগাভী, মা' আলিমুত্ তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৭ ।*

(৭) *হুজ্জাতী, আলমু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৩৩।*

(৮) *সূরা আ ল ইমরান ঃ ৭।*

(৯) *সুয়ূতী, আলইতকান, ২য় খ., পৃ. ১৭৩।*

Dhaka University Institutional Repository

যারকাশী (র.) এর মতে তা'বীল হল আল কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ কে কয়েকটি অভিমতের কোন একটির প্রতি প্রত্যাবর্তন করানো। যাতে এর মাধ্যমে স্পষ্ট ভাবে মর্ম উদঘাটন করা যায়।[১]

ইমাম বাগাভীর (র.) মতে, বহু মতামত থেকে একটি মতকে প্রাধান্য দিয়ে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা করাকে তা'বীল বলে।[২]

তা'বীল হল আল-কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা করা। তার পদ্ধতি হল, মূল ভাবার্থ থেকে ফিরিয়ে মর্মার্থের দিকে এর ব্যাখ্যা ধাবিত করা।[৩]

তাবীল দ্বারা আল-কুরআনুল কারীমের গবেষণা প্রসূত বিশ্লেষণকে বুঝানো হয। তবে তা সূত্র ভিত্তিক বর্ণনার মাধ্যমে হয় না বরং উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।[৪]

সুতরাং বুঝা যায় তা'বীল আল-কুরআনের ব্যাখ্যা।

তাফসীর ও তা'বীল-এর পার্থক্য

তাফসীর ও তা'বীল এর মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও উভয়টির লক্ষ্য হল আল-কুরআনুল কারীমের বিশ্লেষণ করা। এ প্রসঙ্গে কিছু বর্ণনা দেওয়া হলঃ

তাফসীর প্রকাশ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় পক্ষান্তরে তা'বীল অপ্রকাশ্য বিষয়াদিতে করা হয়, যার সুস্পষ্ট তাফসীর পাওয়া যায়নি।[৫]

---

(১) *যারকাশী, আল বুরহান, ২য় খ. পৃ. ১৪৬।*

(২) *বাগাভী, মা' আলিমুত্ তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৭।*

(৩) *সুয়ূতী, আল ইতকান, ২য় খ. পৃ. ১৭৩।*

(৪) *যারকাশী, আল বুরহান, ২য় খ. পৃ. ৪৮৯।*

(৫) *যারকাশী, আল-বুরহান, ২য় খ. পৃ. ১৫০।*

Dhaka University Institutional Repository

যেমন মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী,

تخرج الحى من الميت [১]

"আপনি (আল্লাহ) ই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান"।

এখানে বাহির হওয়ার ব্যাখ্যা যদি ডিম হতে পাখী বের হওয়া দ্বারা করা হয়, তাহলে তা তাফসীর। আর যদি মু'মিনকে কুফুর থেকে বের করার অর্থে গৃহীত হয়, তাহলে তা তা'বীল হিসেবে স্বীকৃত। [২]

রাগিব ইস্পাহানী [৩] (র.) -এর মতে তাফসীরটি ব্যাপক, আর তা'বীল নির্দিষ্ট ও সীমিতভাবে অর্থ করে, তাফসীরের ক্ষেত্র বিশেষত ভাষা ও ভাষার প্রয়োগ আর তা'বীলের ব্যবহার অর্থসমূহে সীমিত। [৪]

তাফসীর হল বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে আল-কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা, কেননা এতে কোনরূপ গবেষণামূলক অভিমত পোষণের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে, তা'বীল হল সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদনকারী প্রকৃত 'আলিমগন কর্তৃক উদঘাটিত অর্থসমূহ, যা আল-কুরআনুল কারীম অনুধাবনের জন্য প্রকাশ করা হয়। [৫]

মূল নির্দেশিকার আলোকে যা বুঝা যায় তার বর্ণনা, তাফসীর। পক্ষান্তরে ইঙ্গিতের মাধ্যমে যা বুঝা যায় এর বিশ্লেষণ, তা'বীল। [৬]

---

(১) *সূরা আল ইমরান, ঃ ২৬.*

(২) *বাগভী, মা'আলিমুত্ তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৭।*

(৩) *আলী ইবন হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল কুরাশী। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, অভিধান রচয়িতা, ইরানের ইস্পাহানে জ. ২৮৪/৮৯৭, বাগদাদে মৃ. ৩৫৬/৯৬৭।*

(৪) *সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাহ মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪৯১।*

(৫) *সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খ. , পৃ. ৪৯০।*

(৬) *আলুসী বাগদাদী, মুকাদ্দিমা, রূহুল মা'আনী, ১ম খ. পৃ. ৫।*

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মাতুরিদী [১] (র.)-এর মতে তাফসীর সাহাবীগণ (রা.) থেকে গৃহীত, পক্ষান্তরে তা'বীল ইসলামী আইন শাস্ত্র (فقه)বিদগণ থেকে প্রাপ্ত । অর্থাৎ সাহাবীগন (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে তাফসীর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, আল-কুরআনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এর অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জেনেছেন। তা'বীল দ্বারা সম্ভাবনাময় বহু অর্থ থেকে কোন একটিকে প্রাধাণ্য দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহনীয় অর্থ সম্পর্কে তাবীল দ্বারা কোনরূপ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং তাফসীরের নির্দিষ্ট একটি ব্যাখ্যা থাকে, আর তা'বীলের অনির্দিষ্ট বহু ব্যাখ্যা থাকে। [২]

তা'বীল হল এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা যাতে তদনুরূপ ব্যাখ্যা হওয়ার অবকাশ থাকে। তাতে আয়াতের পূর্বের ও পরের অংশের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে, কোনভাবে কুরআন ও সুন্নাহ-এর বিরোধী তথ্য থাকবে না। পক্ষান্তরে তাফসীর হলো রিওয়ায়াত ভিত্তিক বর্ণনার আলোকে আয়াত অবতরণের উপলক্ষ, ঘটনাবলী এবং সংশ্লিষ্ট বিধানের বিশ্লেষণ। [৩]

তা'বীল-এর মাধ্যমে মূল তাফসীর লাভ হয় না এবং মূল নিশ্চিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন তথ্যও এতে পাওয়া যায় না। বরং বলা হবে এ বিষয়টি এরূপ-ঐরূপ পদ্ধতি সমূহের প্রতি ইঙ্গিত বাহক, তন্মধ্যে যে কোন একটি অথবা অনির্দিষ্টভাবে সবক'টি গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তরে তাফসীর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি অর্থ বা ব্যাখ্যাই প্রদান করে। [৪]

---

(১) *আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ আল মাতুরিদী, প্রসিদ্ধ ইমাম তাফসীর বিশারদ, হাদীছ বেত্তা, বহু গ্রন্থ প্রণেতা। মৃ. ৩৩৩/৯৪৪।*

(২) *ড. মুস্তাফিজ, তা'বীলাতু আহলিস সুন্নাহ লিইমাম আবী মানসূর, ১ম খ. পৃ. ১।*

(৩) *বাগভী, মা'আলিমুত তানযীল, ১ম খ., পৃ. ১৮।*

(৪) *যাহবী, আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সীরূন, ১ম খ. পৃ. ২০।*

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরের প্রকারভেদ

তাফসীর প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ-

ক. আত-তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ বা রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর ।

খ. আত-তাফসীর বিদ্-দিরায়াহ বা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত ধারণা প্রসূত তাফসীর।[১]

বর্ণনাঃ-

ক. আত-তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ ঃ- সূত্র পরম্পরা ভিত্তিক বিশুদ্ধ তাফসীরকে আত-তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ বলে।[২] এরূপ তাফসীরকে মানকূল তাফসীরও বলা হয়।[৩] আত-তাফসীর বির রিওয়ায়াহ, আত-তাফসীর বিল মাছূর হিসেবেও পরিচিত । সর্বপ্রথম লোকসমক্ষে এরূপ তাফসীর প্রকাশিত হয়।[৪]

খ. আত-তাফসীর বিদ্-দিরায়াহ ঃ- সূত্র পরম্পরা বিহীন ধারণা প্রসূত, গবেষণামূলক তাফসীরকে আত-তাফসীর বিদ্-দিরায়াহ বলে ।[৫] এরূপ তাফসীর দুর্বোধ্যতা জড়িত এবং ত্রুটিযুক্ত হয়ে থাকে, তাই এ তাফসীরকে 'আকলী বা জ্ঞানভিত্তিক তাফসীরও বলা হয় ।[৬] আত-তাফসীর বিদ্-দিরায়াতে তা'বীলের প্রাধান্য থাকে ।[৭]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৫০১।

(২) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খ., পৃ.১৮৫।

(৩) অধ্যাপক হারীরী, তারীখে তাফসীর , পৃ. ১৪৬।

(৪) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১ম খ., পৃ. ২৫৫।

(৫) যুরকানী, মানাহিলুল 'ইরফান, ১ম খ., পৃ. ৫১৭।

(৬) তবে এর মাধ্যমে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীরকে সহজে বুঝার প্রচেষ্টা করা হয়। এ তাফসীরের উদ্ভব ঘটেছে যখন ভাষা ও ভাষা বিজ্ঞান একটি পৃথক বিষয়ে পরিণত হয়। পরবর্তী যুগে এরূপ তাফসীরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৭) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খ., পৃ.১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে ধারণা প্রসূত কিছু বলা যায় কিনা, এ প্রসঙ্গে দু'টি অভিমত পাওয়া যায় । যেমনঃ-

প্রথমত, আল-কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে ধারণা প্রসূত কিছু বলার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত, রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর অনুধাবনের সুবিধার্থে শব্দ ও বাক্যগত বিশ্লেষণ সহ গবেষণা মূলক তাফসীর করার অবকাশ রয়েছে ।[১]

প্রথম প্রকার অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ হল , নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী, যে ব্যক্তি আল-কুরআনের ব্যাপারে ধারণা প্রসূত কথা বলল, তাতে সে যদি ঠিকও করে তবুও সে ভুলে নিপতিত হল।[২] এছাড়া হাদীছ শরীফে আরো উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন , আমার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাক। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামকে বানিয়ে রাখে। আর যে আল-কুরআনের ব্যাপারে তার মত অনুসারে কিছু বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামকে বানিয়ে রাখে।[৩]

দ্বিতীয় প্রকার অভিমতের স্বপক্ষের 'আলিম গণের বক্তব্য হল, ধারণা প্রসূত তাফসীর করার নিষেধাজ্ঞা আল-কুরআনের দুর্বোধ্য অংশ এবং বিশেষ সাদৃশ্য পূর্ণ অংশের উপর প্রযোজ্য। কেননা , এরূপ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের (রা.) সুস্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত তাফসীর করা যায় না । তাফসীরের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী রয়েছে, তা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি সত্য নীতি ও বিশুদ্ধ পন্থা জেনেও তা উপেক্ষা করে এবং ধারণা প্রসূত ভ্রান্ত দিককে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রাধান্য দেয় ।[৪]

---

(১) যাহাবী , আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১ম খ., পৃ. ২৫৬ ।

(২) তিরমিযী, আল-জামি' , ২য় খ., পৃ. ১৫৭ ।

(৩) প্রাগুক্ত ।

(৪) অধ্যাপক হারীরী , তারীখে তাফসীর , পৃ., ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণস্বরূপ তারা উল্লেখ করেন, ধারণার মাধ্যমে তাফসীর করা যদি সকল প্রকারেই নিষিদ্ধ হত, তাহলে ইজতিহাদের অবকাশ থাকত না এবং সাহাবীগন (রা.) হতেও নানা প্রকার তাফসীর পাওয়া যেত না। এসবের মধ্যে এমন বহু তাফসীর রয়েছে, যে গুলো একটি অন্যটির সাদৃশ্য নয় ।[১] এছাড়া হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) এর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনী বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করুন এবং তাকে তা'বীল শিক্ষা দিন ।[২] এখানে তা'বীল দ্বারা শুধুমাত্র ধারাবাহিক বর্ণনা উদ্দেশ্য করা হয়নি । বরং এর দ্বারা গবেষণা ও সূক্ষ্মজ্ঞান সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।[৩]

ইমাম গাযালী (র.মৃ. ৫০৫ হি.) এর মতে , তা'বীলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শ্রুতিগত বর্ণনাকে নির্দিষ্ট করা হয় না। বরং প্রত্যেকের জন্য আল-কুরআন থেকে স্বীয় জ্ঞানানুযায়ী ব্যাখ্যা করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

তবে কি তারা আল-কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না ? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ?[৫]

সমাধানঃ- তাফসীরবিদ গণের নিকট ধারণা প্রসূত তাফসীরটি দু' প্রকারের হয়ে থাকে ।

প্রথম প্রকার হল, প্রশংসিত ও বৈধ। এরূপ ধারণা প্রসূত তাফসীর তা'বীল রূপে গৃহীত । এর মাধ্যমে বিশেষত: ভাষাগত বিশ্লেষণ করা হয় এবং মূল তাফসীরকে সহজভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয় ।

দ্বিতীয় প্রকার হল, নিন্দনীয় ও অবৈধ। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক তাফসীর বাদ দিয়ে, ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেয়ায় তা বর্জনীয় । ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ ধারণা প্রসূত তাফসীর করার ব্যাপারে হাদীছ শরীফে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামকে আবাসস্থলরূপে নির্ধারণসহ মত মারাত্মক পাপ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ।[৬]

---

(১) ইবনু খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ., ৩৮৪ ।

(২) গাযালী, ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩য় খ., পৃ. ১৩৬ ।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৫০১ ।

(৪) গাযালী, ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩য় খ., পৃ. ১৩৬ ।

(৫) সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ২৪ ।

(৬) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১ম খ., পৃ. ২৫৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরের উৎপত্তি

আল-কুরআন অবতরণের পর পরই তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। আল-কুরআনের স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাফসীর করেছেন এবং সকল বিষয় পূর্ণরূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন;

ولايأتونك بمثل الاجئناك بالحق واحسن تفسيرا [১]

আপনার নিকট তারা কোন সমস্যা নিয়ে আসে না এছাড়া যে, আমি আপনার নিকট সত্য ও সর্বোত্তম তাফসীর (বিশ্লেষণ) আনয়ন করি ।

এখানে القران এর ব্যাখ্যায় احسن تفسيرঅর্থাৎ সর্বোত্তম বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বুঝানো হয়েছে।[২]

আল-কুরআনের কোথাও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে আবার অন্যত্র এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণও রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে আল-কুরআনের পঠন ও তাফসীর এবং আনুষঙ্গিক সকল জ্ঞান দান করেছেন।[৩] যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه [৪]

দ্রুততার জন্য আপনি এর(ওহীর) সাথে আপনার জিহ্বাকে সঞ্চালন করবেন না । নিশ্চয়ই আমার উপর এর একত্রিতকরণ ও এর পাঠ করানোর দায়িত্ব। সুতরাং , যখন আমি পাঠ করি তখন আপনি এর পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনা করা আমার দায়িত্ব ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পবিত্র বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে আল-কুরআনের পূর্ণরূপে তাফসীর করেছেন। আল-কুরআনের সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান সদা বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন। পূর্ণ আল-কুরআনকে পূর্ণাঙ্গরূপে তাফসীর করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জন্য অত্যন্ত সহজ । কেননা, তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ

---

(১) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত,৩৩।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল ১ম খ. পৃ. ৭।

(৩) সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খ. পৃ. ৪৯৭।

(৪) সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৬-১৯

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং বিশ্লেষণ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث [১]

আর এমনিভাবে আপনার রব আপনাকে মনোনীত করেছেন ও আপনাকে বাণীসমূহের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الا انى اوتيت القران ومثله معه [২]

সাবধান, নিশ্চয়ই আমি আল-কুরআন এবং এর সাথে অনুরূপ (তাফসীর) পেয়েছি ।

আল-কুরআনের পূর্ণ বিশ্লেষণ এবং এর মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রাপ্ত হয়ে, তাঁর নিকট অবতারিত প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীর করেছেন এবং এর উপর আমল করার পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। আল-কুরআনের যেখানেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হত তিনি তা সাহাবীগণ (রা.) কে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিতেন। অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে তাফসীর করে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল-কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়িত করেছেন।[৩]

এ সম্পর্কে সাহাবী হযরত আবূ 'আবদির রাহমান আস্ সুলামী [৪](রা.) বলেন,সাহাবীগণ (রা.) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে দশটি আয়াতে কারীমা শিক্ষা গ্রহণ করতেন তখন এ সম্পর্কিত মূল জ্ঞান ও কর্ম প্রণালী সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত হতেন, যা তাঁরা বাস্তবে পালন করার প্রয়াস পেতেন। সুতরাং আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আল-কুরআন এর সূক্ষ্ম জ্ঞান, কর্ম প্রণালী (বাস্তব প্রয়োগ) সবই হাতে-কলমে শিক্ষাগ্রহণ করতাম। তাই সাহাবীগণ (রা.) একটি সূরা মুখস্থ করতেও দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত 'উসমান (রা.) বলেন, আল-কুরআনের একটি সূরা শিখে ও 'আমল করে আরেকটি সূরা শিখতাম।[৫]

---

(১) সূরা ইউসুফ, আয়াত , ৬।

(২) ইবনু মাজাহ,সুনান, পৃ. ৩।

(৩) আহমাদ মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, ১ম খ. , পৃ. ৫।

(৪) আবূ 'আবদির রাহমান আস-সুলামী (রা.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী । ৭৩ হি. সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

(৫) সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খ., পৃ. ৪৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পদ্ধতি ও সাবলীল বিবরণ থেকে সাহাবীগণ (রা.) আল-কুরআনকে ও এর তাফসীরকে আয়ত্ত করতেন এবং তার পূর্ণ অনুকরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত 'উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে অত্যন্ত অনুগ্রহ করে প্রেরণ করেছেন, আমরা বাড়তি কিছুই জানতাম না। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে যেমনিভাবে করতে দেখতাম আমরা শুধুমাত্র তেমনিভাবে কর্ম সম্পাদন করতাম।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালীন, তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে এ শাস্ত্রটি সাহাবীগণ (রা.) এর মাধ্যমে ক্রমবিকাশ লাভ করে। এ সময়ে ব্যাপকভাবে তাফসীর চর্চা শুরু হয়। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাফসীর শিক্ষা প্রদান করেন এবং শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন, যেমন হযরত ইব্নু 'আব্বাস (রা.) মক্কা শরীফে, উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) মদীনা শরীফে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) কুফায় তাফসীর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাদের নিকট অসংখ্য সাহাবী ও তাবি'ঈ (র.) তাফসীর অধ্যয়ন করেন।[২]

তারপর তাবি'ঈগণ (র.)ও তাফসীর শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন এবং ব্যাপকভাবে এ শিক্ষার প্রসার ঘটান। সাহাবীগণের (রা.) থেকে প্রাপ্ত তাফসীর সমূহকে তাঁরা পরবর্তীতে শিক্ষা দেন। এ সময় সংক্ষিপ্তাকারে তাফসীরশাস্ত্র লিপিবদ্ধও করা হয় এবং আংশিক ভাবে এ সব প্রকাশিত হয়। হাদীছ শাস্ত্রের সাথেও পৃথকভাবে তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হয়, তবে পূর্ণাঙ্গরূপে সে সময় কেহ পৃথকভাবে তাফসীর শাস্ত্র সংকলন করেননি।[৩]

আল-কুরআনের মাধ্যমেই আল-কুরআনের তাফসীরের উৎপত্তি ঘটে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে এ শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে এবং সাহাবীগণ (রা.) ও তাবি'ঈগণ (র.) এর মাধ্যমে তা বিস্তার লাভ করে। তারপর পর্যায়ক্রমে তাফসীর শাস্ত্র গ্রন্থাকারে অধিকহারে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। তাফসীর শাস্ত্রের সর্বপ্রথম পূর্ণ গ্রন্থ, রিওয়ায়াতভিত্তিক তথা আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর হিসেবে প্রকাশিত হয়।[৪]

---

(১) আহমাদ, মুসনাদ, ২য় খ., পৃ. ৬৫।

(২) যাহাবী, আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খ., পৃ. ১২১।

(৩) অধ্যাপক হারীরী, তারীখে তাফসীর, পৃ. ৬৫।

(৪) যাহাবী, আত্-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরূন, ১ম খ., পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মা'ছূর (المأثور)

শব্দটি اثر শব্দ থেকে গঠিত। তা কর্মবাচ্য বিশেষ্য।[১] এর শব্দমূল (ا-ث-ر) আছ্‌রুন। তার বহুবচন (آثار) আ- ছারুন।[২] আভিধানিক অর্থ সংবাদ,[৩] প্রাচীন নিদর্শন,[৪] প্রভাব,[৫] স্পর্শ,[৬] কাঠামোগত রূপ,[৭] পূর্ববর্তী তথ্য,[৮] কোন বস্তুর পরিত্যক্ত অংশ,[৯] অনুলিপি,[১০] ধারাবাহিক বর্ণনা,[১১] পন্থা,[১২] নির্ভরযোগ্য বর্ণনা,[১৩] ইত্যাদি।

---

(১) ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব, ১ম খ, পৃ. ২৫। এ প্রসঙ্গে ইবনুল মানযূর, ইবনু সীদাহ্ -(হাফিয আবুল হাসান 'আলী ইবন ইসমা'ঈল, প্রসিদ্ধ আরবী সাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত, মৃ. ৪৫৮ হি.) এর উক্তি তুলে ধরেন, তিনি বলেছেন, মা'ছূর শব্দটি কর্মবাচ্যের — একটি রূপ।

(২) যেমন আল্লাহ তা' আলার পবিত্র বাণী, ونكتب ماقدموا واثارهم
অর্থাৎ আমিই লিখে রাখি যা তারা পূর্বে প্রেরণ করে এবং তাদের পিছনে অবশিষ্ঠ চিহ্ন সমূহকে।
সূরা- ইয়াসীন, আয়াত, ১২।

(৩) জুবরান মাস'উদ, আর-রাঈদ, ১ম খ, পৃ. ৩১।

(৪) হুজ্জাতী, আল মু' জামুল ওয়াসীত, ১ম খ, পৃ. ৫।

(৫) মা'লূফ, আল- মুনজাদ, পৃ.২।

(৬) ইলইয়াস, আল- কামূসুল আসরী, পৃ. ৯৯।

(৭) বুতরুস বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ২য় খ, পৃ. ৪৯৫।

(৮) ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব, ১ম খ, পৃ. ২৫।

(৯) Lane, Arabic English Lexicon, 1st Vol, P. 18.

(১০) অধ্যাপক হারীরী, তারীখে তাফসীর, পৃ.১৪৬।

(১১) সম্পাদনা পরিষদ, আল- মুনজাদ (আরবী-উর্দূ), পৃ. ৪৮ ।

(১২) আব্দুল হাই, মিরআতুল কুরআন, পৃ. ৪৮ ।

(১৩) Lane, Arabic English Lexicon, 1st Vol, P. 18

Dhaka University Institutional Repository

আছরুন (اثر) এর পারিভাষিক অর্থ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী , কর্ম, অনুমোদন[১] তথা হাদীছ।[২] হাদীছ এবং আছার সমার্থবোধক শব্দ।[৩]

মা'ছূর শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ্যের গুণ বর্ণনা করে । বিশেষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী তা নানা রূপে অর্থ প্রকাশ করে।[৪]

হাদীছুন মা'ছূর হল, বর্ণনা পরম্পরাগত ভাবে পূর্ববর্তীগণ হতে পরবর্তীগণ দ্বারা গৃহীত হাদীছ ।[৫]

---

(১) জুবরান মাসউদ .আর-রাঈদ . ১ম খ.. পৃ. ৩১ ।

(২) হাদীছুন এর আভিধানিক অর্থ বাণী, কথা, নতুন আলোচনা, আবিস্কার, সংবাদ ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী ,কর্ম ও অনুমোদনকে (মারফূ') হাদীছ বলে। ব্যাপকভাবে হাদীছ দ্বারা সাহাবী (রা.) গণের বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে (মাওকূফ হাদীছ) এবং তাবি'ঈ (র.) গণের বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে ও (মাকতূ') হাদীছ বলা হয়। হাদীছ ইসলামী শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি। তাকে সুন্নাহ বা সঠিক রীতি, ঠিক পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয়। তাছাড়া হাদীছকে খবর বা সঠিক সংবাদ এবং আছার বা পূর্ববর্তী সঠিক নিদর্শনও বলে। সুতরাং হাদীছ, সুন্নাহ, খবর, আছার এগুলো সমার্থবোধক শব্দ। (শাহ ওয়ালীউল্লাহ, নুখবাতুল ফিকর, পৃ. ৪ এবং ' আমীনুল ইহসান, মীযানুল আখবার, পৃ. ৩ ।)

(৩) যেমন, ইমাম তাহাভী (আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ জ. ৮৫৩/ ২৩৯ মৃ. ৯৩৩/ ৩২১) হাদীছ শরীফের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন, যার শিরোনাম ' শরহু মা' আনিয়িল আ ছার'। ইবনুল আছীর (র. মৃ. ৬০৬ হি.) এর একটি গ্রন্থ ' আন্-নিহায়াহ ফী গারীবিল- হাদীছ ওয়াল আছার '। ইমাম আবূ ইউসুফ (র. মৃ. ১৮২ হি.) এর পুস্তকের নাম ' কিতাবুল-আছার ' ।

(৪) যেমন সায়ফুন মা'ছূর (سيف مأثور) চিহ্নিত তরবারী। এ প্রসঙ্গে ইবনুল নুকাবিল নামক প্রাচীন কবির শ্লোক, " واقيد راحلتى بسيف مأثور - ولاابالى ولوكنت فى سفر "

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আমার বাহনকে চিহ্নিত তরবারীর মাধ্যমে আবদ্ধ করি এবং আমি পরোয়া করি না যদিও আমি ভ্রমণে রয়েছি। (ইবনুল মানযূর , লিসানুল 'আরব , ১ম খ.. পৃ. ২৫)

(৫) জাওহারী , আস-সিহাহ্ , ২য় খ.. পৃ. ৫৭৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

التفسير بالمأثور

আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর

আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর অর্থ আছার ভিত্তিক তাফসীর । এর দ্বারা আল-কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা অপর আয়াতের তাফসীর , নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর , সাহাবীগণের (রা.) ও তাবি'ঈগণের[১] (র.) তাফসীরকে বুঝানো হয়।[২] এরূপ তাফসীরকে তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ বা রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরও বলে ।[৩]

আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন গ্রন্থ প্রণেতা যাহাবী-র মতে আল- কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর এবং আছার দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীরকে আত-তাফসীর বিল মা'ছূর বলে ।[৪]

মূলত: এরূপ তাফসীর হল পূর্ববর্তী যুগের বিশুদ্ধতম রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর, তাই

---

(১) তাবি'ঈগণের (রা.) তাফসীরকে কেউ কেউ আত-তাফসীর বিল মা'ছূর হিসেবে গণ্য করেন না । যেমন , যুরকানী (র.) এরূপ তাফসীরকে মা'ছূর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেননি । তাঁর মতে এরূপ তাফসীর মা'ছূর এর নিকটবর্তী আবার রায় বা ধারণাপ্রসূত তাফসীর এরও অনুরূপ ।

(যুরকানী, মানাহিলুল ইরফান , ১ম খ., পৃ.) তবে অধিকাংশ তাফসীর বিশারদের মতে , তাবি'ঈগণের তাফসীরও তাফসীর বিল মা'ছূর এর অন্তর্ভুক্ত । যেমন , প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ ইব্নু জারীর আত- তাবারী (র. মৃ. ৩১০ /৯২৩) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ "জামি'উল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন " এ তাবি'ঈগণের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন ।

(২) অধ্যাপক হারীরী , তারীখে তাফসীর , পৃ. ১৪৬-৭ ।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ , ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪৯৪ ।

(৪) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূণ, ১ম খ.,পৃ. ১৫৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর[১] , আত-তাফসীর বিল্ মানকুল [২] হিসেবেও গণ্য । কেননা, এতে পূর্ববর্তীকালের তাফসীরকে উল্লেখ করা হয় ।[৩]

(১) আত-তাফসীর বিল মা'ছূর ও আত-তাফসীরুল্ মা'ছূর উভয় ভাবে পঠন,লিখন ও উচ্চারণ শুদ্ধ। আত-তাফসীর বিল মা'ছূর বললে মধ্যমাংশে " বি " বর্ণ অতিরিক্ত সংযোগ করা হয় । তা জের প্রদানকারী আরবী অব্যয়সমূহের একটি । "বা" বর্ণটির অর্থ , দ্বারা ,সংযুক্ত, ভিত্তিক,মাধ্যম ইত্যাদি । তা বিশেষ্য পদ (ইস্ম) এর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন :- سفرت بالطائرة (আমি বিমানের মাধ্যমে ভ্রমন করেছি)। তদ্রূপ আত-তাফসীর বিল মা'ছূর অর্থ আছার ভিত্তিক তাফসীর বা আছারের মাধ্যমে বর্ণিত তাফসীর ।

পক্ষান্তরে, আত-তাফসীরুল মা'ছূর বলা হলে মা'ছূর তাফসীর অর্থাৎ আছারযুক্ত তাফসীর বুঝানো হয় । সুতরাং উভয় ভাবেই আছারযুক্ত তাফসীর উদ্দেশ্য । ভাষাগত ভাবেও আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর এবং আত-তাফসীরুল্ মা'ছূর উভয়নামের প্রচলন রয়েছে । যেমন 'আল্লামা যুরকানী (র.) মানাহিলুল 'ইরফান গ্রন্থে আত-তাফসীরুল মা'ছূর নামে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন । তদ্রূপ আত-তাফসীর ওয়াল্ মুফাস্সিরূন গ্রন্থেও আত-তাফসীরুল্ মা'ছূর নামে একটি পরিচ্ছদ রয়েছে । আবার , ইমাম সুয়ূতী (র.) আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর তার গ্রন্থের নামের সাথে যুক্ত করেছেন।

(২) আল-মানকুল অর্থাৎ প্রাচীন মতামত গৃহীত হয়েছে এমন । তা দ্বারা সাহাবীগণ (রা.) ও তাবি'ঈগণ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচনাকে বুঝানো হয় । আল-মানকুল ও আল মা'ছূর , এই শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থবোধক শব্দে পরিণত হয়েছে । আত-তাফসীর বির রিওয়ায়াহ ও আত তাফসীর বিল মা'ছূর এর মতই একই শ্রেণীর তাফসীর । যেহেতু রিওয়ায়াহ দ্বারা হাদীছ ও আছারের ধারাবাহিক বর্ণনাকে বুঝানো হয়। ফলে,আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর, আত-তাফসীর বিল্ মানকুল ও আত তাফসীর বির্ রিওয়ায়াহ একই শ্রেণীর তাফসীর বলে গণ্য ।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ , ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর এর প্রক্রিয়া

'আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর' প্রধানত রিওয়ায়াত সম্পর্কিত ও ধারাবাহিক সূত্রভিত্তিক বর্ণনা। চারটি পদ্ধতিতে আত্-তাফসীর বিল্ মাছূর সংকলিত হয়। সেগুলো হলঃ-

১. আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর ।

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে তাফসীর।

৩. সাহাবীগণের (রা.) আলোচনা ভিত্তিক তাফসীর ।

৪. তাবিঈগণের (র.) বর্ণনামূলক তাফসীর।

আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর করা সম্পর্কে ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, মুফাস্সির প্রথমে আল-কুরআনে গভীর বিচক্ষণতার সাথে লক্ষ্য করবেন। তারপর একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আয়াতসমূহ একত্রিত করবেন। অতঃপর এক বর্ণনাংশের সাথে অন্য বর্ণনাংশ মিলিয়ে তার সারবস্তু প্রকাশ করবেন।[১]

আল-কুরআনের তাফসীর আল-কুরআনে সরাসরি যেস্থানে পাওয়া যায়না সেক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত তাফসীর লওয়া হবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে পূর্ণ আল-কুরআন এবং এর সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ তাফসীর ও সকল জ্ঞান শিক্ষালাভ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি বাণী, কর্ম, অনুমোদন আল-কুরআনের তাফসীর স্বরূপ।[২] তিনি স্বয়ং আল-কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যেমন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

অর্থাৎ তাঁর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চরিত্র হল আল-কুরআন।[৩]

সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে আল-কুরআনের তাফসীর করেছেন। ব্যাপক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও তাফসীর করেছেন। পরবর্তীতে তাবি'ঈগণ (র.) পূর্ববর্তী তাফসীর সমূহের আলোকে তাফসীর করতেন এবং কিছু বিশ্লেষণে তাঁরা নিজেদের মতামতও উল্লেখ করেছেন। তবে, পূর্ববর্তী তাফসীরের সাথে বিরোধপূর্ণ কোন তাফসীর তাঁদের থেকে পাওয়া যায় না।

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৮।

(২) সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খ., পৃ. ৪৯৮।

(৩) বুখারী, জামি', ১ম খ, পৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

আল- কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর

তাফসীরের সর্বপ্রথম পন্থা হল আল-কুরআনের কিছু অংশের দ্বারা আল-কুরআনের অপর আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা।[১] আল-কুরআন মানব জীবন সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু সে সব বর্ণনা কোথাও বিস্তারিত ভাবে আবার কোথাও শুধু ইশারা ইঙ্গিতে অবতারিত হওয়ায় তাফসীরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সুতরাং, তাফসীরকে প্রথমে আল-কুরআনে খুঁজতে হয়। যদি এতে পাওয়া না যায়, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতে তথা হাদীছে খুঁজতে হয়। সুতরাং বুঝা যায়, আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর হল, সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ তাফসীর।[২]

তাফসীর করার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের আনুসঙ্গিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গভীর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। একটি মূল বিষয় সম্পর্কিত আয়াত সমূহকে একত্রিত করতে হয়, তারপর এগুলোর কোন্ অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন্ অংশের ব্যাখ্যা বা তাফসীর পাওয়া যায়, তা নির্ণয় করতে হয়।[৩] আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর এর মধ্যে সর্বাধিক উন্নত স্তরের তাফসীর হল, আল-কুরআনকে আল-কুরআন দ্বারা তাফসীর করা।[৪]

আল-কুরআনের ভিত্তিতে আল-কুরআনের তাফসীর করতে যে অনুধাবন শক্তির প্রয়োজন, তা হল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নূর বা আলো। যার ফলে আল-কুরআনকে যথাযথ ভাবে বুঝার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আল-কুরআনের ভিত্তিতে কৃত তাফসীর নিরূপনের মাধ্যমে অন্তরে এক স্বর্গীয় প্রভাব সূচিত হয়।[৫] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রা.) এ পদ্ধতি উত্তম রূপে শিক্ষাদান করেছেন।[৬]

---

(১) সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, ২য় খ., পৃ. ৩৪৮।

(২) যারকাশী, *আল-বুরহান*, ২য় খ., পৃ ১৮১।

(৩) বাগাভী, *মা'আলিমুত - তানযীল*, ১ম খ., পৃ. ৮।

(৪) যুরকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান*, ১ম খ., পৃ. ৪৯১।

(৫) যারকাশী, *আল-বুরহান*, ২য় খ., পৃ ১৮০।

(৬) যুরকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান*, ১ম খ., পৃ. ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআনের মাধ্যমে আল কুরআনের তাফসীরের উদাহরণ ঃ

আল কুরআনের মাধ্যমে আল কুরআনের তাফসীরের বহু উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন- সালাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين [১]

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' কর।

এ আয়াতে সালাতের সময় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন, اقيموا الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا [২]

সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন আধাঁর পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত, ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।

এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হয়েছে و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى [৩]

আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আরও ইরশাদ হয়েছে,

فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون
وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون . [৪]

---

(১) *সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৪৩।*

(২) *সূরা আল-ইসরাঃ ৭৮।*

(৩) *সূরা ত্বহা ঃ ১৩০।*

(৪) *সূরা রূমঃ ১৭ ও ১৮*

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই।

যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون -[১]

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।

এখানে যাকাতের ব্যয় খাত আলোচনা করা হয়নি। যাকাতের ব্যয় খাত সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم -

সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাব গ্রস্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এই আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সাওম পালনের নির্দেশ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে।

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون -

হে মু'মিনগণ ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।

---

(১) *সূরা আন্-নূর ঃ ৫৬*

(২) *সূরা আত্-তাওবা ঃ ৬০।*

(৩) *সূরা আল্-বাকারাহ ঃ ১৮৩।*

Dhaka University Institutional Repository

এতে সাওমের সময় সম্পর্কে নির্দেশ নেই, অন্যত্র বর্ণনা রয়েছে ,

كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من

الخيط الاسودمن الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ـ

তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ রাতের কালরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।

সিয়ামের মাস ও মাসআলা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبيّنت من الهدى

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا اوعلى سفر

فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولايريدبكم العسر ولتكملوا

العدة ولتكبروا الله على ماهدئكم ولعلكم تشكرون

রামাযান মাস, যাতে মানুষের দিশারী এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না, এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

হজ্জ সম্পর্কে নিদের্শনা রয়েছে,

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ـ

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্যআছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।

---

(১) *সূরা আল্-বাকারাহ ঃ ১৮৭।*

(২)*সূরা আল্-বাকারাহ ঃ ১৮৫।*

(৩) *সূরা আ ল ইমরান ঃ ১৯৭।*

Dhaka University Institutional Repository

এতে পালনের পদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি, অন্যত্র ইরশাদ রয়েছে,

الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج [১]

হজ্জ হয় সুবিদিত মাসে। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী- সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয়।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলার ব্যাখ্যামূলক বাণী হল,

وليَطوفوا بالبيت العتيق ۔ [২]

এবং তারা যেন তওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।

সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

ان الصفا والمروة من شعائر اللّٰه فمن حج البيت اواعتمر فلا
جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان اللّٰه شاكر عليم ۔ [৩]

সাফা ও মারওয়া [৪] আল্লাহর নির্দেশ সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কাবাঘরের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে, এ দু'টির মধ্যে যাতায়াত করলে তার কোন পাপ নাই এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করলে আল্লাহ পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ।

মাথা মুন্ডন প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

لقد صدق اللّٰه رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
ان شاء اللّٰه آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين [৫]

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে কেউ কেউ মাথামুন্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কাটবে।

---

(১) সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৯৭।

(২) সূরা আল-হজ্জ ঃ ২৯।

(৩) সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৫৮।

(৪) আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী পাহাড়ের নাম।

(৫) সূরা আল-ফাতহঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায় প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

واذجعلنا البيت مثابة للناس وامنا ـ واتخذوا ،

من مقام ابراهيم مصلى ـ [১]

(এবং) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কা'বা ঘরকে মানবজাতির মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম, (এবং বলেছিলাম) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।

তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রসঙ্গে বহু বর্ণনা রয়েছে, যেসব একটি আরেকটির ব্যাখ্যা করে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল,

والهكم اله واحد لااله الاهو الرحمن الرحيم ـ [২]

এক ইলাহ, তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, দয়াময়, অতি দয়ালু।

এর তাফসীর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে

ومامن اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم . [৩]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহ নেই। শিশ্চয়ই আল্লাহ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে الهكم اله واحد فالذين

لايؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ـ [৪]

এক ইলাহ, তিনিই তোমাদের ইলাহ, সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী।

---

(১) সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১২৫।

(২) সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৬৩।

(৩) সূরা আ ল 'ইমরান ঃ ৬২।

(৪) সূরা আন-নাহল ঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

তদ্রূপ আরো ইরশাদ হয়েছে,

قل اوحى الى انما الهكم اله واحد -[১]

বলুন, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ, সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পনকারী হয়ে যাও।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পরিচয় প্রদান ও নুবুওয়াত প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা আছে এগুলো একটি আরেকটির ব্যাখ্যা প্রদান করে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত হল ঃ

ইরশাদ হয়েছে,

وارسلنك للناس رسولا[২]

(এবং) আপনাকে মানুষের জন্য রাসূল রূপে পাঠিয়েছি।

এর তাফসীর স্বরূপ পাওয়া যায়,

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه
ما عنتم حريص عليكم با لمؤمنين رؤوف رحيم -[৩]

তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জন্য এক রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ালু ও পরম দয়ালু।

---

(১) *সূরা আল্-আম্বিয়া ঃ ১০৮।*

(২) *সূরা আন্-নিসা ঃ ৭৯।*

(৩) *সূরা আত্-তাওবাহ ঃ ১২৮।*

Dhaka University Institutional Repository

আরো বর্ণিত হয়েছে,

ما كان محمد اباا حدمن رجا لكم ولكن رسول الله
وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما ۔

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তদ্রূপ ইরশাদ হয়েছে,

لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كا نوا من قبل لفى ضلال مبين

তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট আবৃত্ত করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেন, তারাতো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।

আল্ কুরআন সম্পর্কে আল্কুরআন স্বয়ং তথ্য প্রকাশ করেছে। যেমন,

ذلك تنزيل من رب العالمين ۞

এটি জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, شهر رمضان الذى انزل فيه القران
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ۔ ۞

রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের

---

(১) সূরা আল-আহযাব ঃ ৪০ ।

(২) সূরা আল 'ইমরান ঃ ১৬৪ ।

(৩) সূরা আল ওয়াকি 'আহ ঃ ৮০ ।

(৪) সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

এর অবতরণ সম্পর্কে আরো তথ্য রয়েছে। যেমন,

انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين [১]

আমিতো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী।

তদ্রূপ ইরশাদ হয়েছে,

انا انزلناه فى ليلة القدر [২]

আমি তা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।

জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক অবতরণ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين [৩]

বলুন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু এজন্য যে আল্লাহর নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌছিয়ে দিয়েছে, যা এর পূর্বেবর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ।

এর অবস্থান সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

انه لقران كريم فى كتاب مكنون لايمسه الا المطهرون - [৪]

নিশ্চয়ই তা সম্মানিত কুরআন যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।

---

(১) *সূরা আদ্-দুখান ঃ ৩।*

(২) *সূরা আল-কদ্‌র ঃ ১।*

(৩) *সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৯৭।*

(৪) *সূরা আল-ওয়াকি'আহ্ ঃ ৭৭-৭৯।*

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু ও সর্বোত্তম রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে সকল নবী রাসূল (আ.) এর সর্বশেষে প্রেরণ করেছেন। তাঁর প্রতি সর্বোত্তম গ্রন্থ আল-কুরআনকে অবতরণ করেছেন এবং কিয়ামতের পূর্বকাল অবধি সকল জাতির সঠিক পথ লাভের একমাত্র ব্যবস্থাও এতে পূর্ণাঙ্গরূপে বিবৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ই আল-কুরআনের বাণী ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক অবহিত। আল-কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানও আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

و علمك ما لم تكن تعلم - [১]

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না।

আল-কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতে কারীমার পূর্ণ তাফসীরও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম কে অবহিত করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا . [২]

অর্থাৎ, তারা আপনার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ আল-কুরআনের সম্পূর্ণ তাফসীর সাহাবীগণ (রা.) কে শিখিয়েছেন । পবিত্র বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল-কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দিয়েছেন;এবং তিনি নিজেও ছিলেন পূর্ণ আল-কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন,

كان خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم القران . [৩] অর্থাৎ , নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন।

---

(১) সূরা আল- নিসা, আয়াত, ১১৩।

(২) সূরা আল- ফুরকান, আয়া, ৩৩।

(৩) মুসলিম, আস-সাহীহ, মুসাফিরীন পর্ব , হাদীছ নং - ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীগণ(রা.)নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে অবস্থান করতেন এবং আল-কুরআনুল মাজীদকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করতেন। তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ সমূহের মাধ্যমে আল-কুরআনের পূর্ণরূপে তাফসীর করতেন।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিজরতের আগে ও পরে অবতীর্ণ সকল আয়াত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, الاانى اوتيت القران ومثله معه -[২]

অর্থাৎ জেনে রাখো আমি আল-কুরআন এবং এর সাথে অনুরূপ বিধান পেয়েছি। অর্থাৎ সুন্নাতকে পেয়েছি।[৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা তাফসীর করতেন, তাও তিনি ওহীর মাধ্যমে জেনেই বলতেন তিনি নিজের ধারণা প্রসূত কিছু বলতেন না। যেমন- এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ومابنطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى[৪]

এবং তিনি মন গড়া কথাও বলেন না, তা তো ওহী ব্যতীত কিছু নয় যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উমর (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অনুগ্রহ করে আমাদের নিকট হযরত মুহাম্মাদ কে প্রেরণ করেছেন। আমরা কিছুই জানতাম না বরং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে যা করতে দেখতাম, তা শিখে নিতাম এবং নির্দেশানুযায়ী কাজে পরিণত করতাম।[৫]

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যুগ ছিল আল-কুরআন অনুধাবনের যুগ। সাহাবীগণ (রা.) প্রয়োজনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করে বিধান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হতেন; এবং তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন তাফসীর সম্পর্কে পারদর্শী, কেউ আল-কুরআন

---

(১) ফযল, মাজমা' উল বয়ান, ১ম খ. পৃ. ৬১।

(২) ইবনু মাজাহ্‌, সুনান, পৃ, ৩।

(৩) সুয়ূতী, আল ইতকান, ২য় খ. পৃ. ৪৯৭।

(৪) সূরা আন-নাজম, ৩ - ৪।

(৫) আহমাদ, মুসনাদ, ২য় খ. পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুখস্ত করতেন, কেউ তা শিক্ষা দিতেন, কেউ তা প্রচারে সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করতেন, এভাবে আল-কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞান, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে শিক্ষা করতেন। এমনকি এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর দীনকে পূর্ণ করেন।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত হালাল বা হারাম সম্পর্কিত বিধান ও মহান আল্লাহর নির্দেশিত বিধানের অনুরূপ,সেগুলোও মানতে হবে। কেননা তাঁর প্রত্যেকটি নির্দেশের মূলে রয়েছে আল কুরআন। তাঁর বাণী হল এরই তাফসীর এবং সে বাণীও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত।[২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দীনকে পূর্ণরূপে শিক্ষাদান করেছেন, আল-কুরআনুল কারীমের পূর্ণ তাফসীর শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

انما بعثت معلما - [৩]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।

আল-কুরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি বিধানকে তিনি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষাদিয়েছেন। যেমন- সালাত আদায় প্রসঙ্গে তিনি সাহাবীগণ (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

صلّوا كما رأيتمونى اصلى [৪]

অর্থাৎ তোমরা আমাকে যে ভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, তোমরা তেমনভাবে সালাত আদায় কর।

তদ্রূপ হজ্জ করা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خذوا عنى مناسككم - [৫]

---

(১) *'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১ম খ. পৃ. ৪৬।*

(২) *আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১১৫।*

(৩) *ইবনু মাজাহ, সুনান, পৃ. ২১।*

(৪) *বুখারী, আল-জামি', ২য় খ. পৃ. ১০৭৬।*

(৫) *মুসলিম, আস-সহীহ ১ম, খ. পৃ ৩৭২।*

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম সমূহ শিখে নাও।

এ হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াভী (র.) লিখেছেন, এখানে হজ্জ সম্পর্কে বিধান-সমূহ ও নিয়মাবলী শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে। শিক্ষার অনুরূপ কর্মসম্পাদন পূর্বক অন্যান্য লোকদেরকেও তা শিক্ষা দেয়ার গুরুত্ব বুঝা যায়। এ হাদীছ শরীফে হজ্জ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো রীতি গ্রহণ করার এবং তদনুযায়ী অন্যান্য বিধানেও তাঁর অনুসরণের গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

তিনি সমগ্র আল কুরআনকে বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন- ইরশাদ হয়েছে,

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم لعلهم يتفكرون [২]

আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল যাতে তারা চিন্তা করে।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশ ও বিধান জারী করেছিলেন, তার সবই আল কুরআনুল কারীমের তাফসীর স্বরূপ করেছিলেন।[৩]

তাঁর প্রতিটি বাণীর মূল হল আল কুরআন। তাঁর কাজের বিশ্লেষণ ছিল আল কুরআনেরই অনুকূলে।[৪] তাঁর নিকট আল কুরআনের যা অবতীর্ণ হত তার শানে নুযুল সাহাবীগণ (রা.) প্রত্যক্ষ করতেন। তিনি তাদেরকে আনুসঙ্গিক তাফসীর জানিয়ে দিতেন। কোনরূপ কঠিন অবস্থার ও দুর্বোধ্যতার সম্মুখীন যাতে না হতে হয়, তজ্জন্য তিনি পূর্ণাঙ্গ রূপে তাফসীর করতেন।[৫]

---

(১) নাওয়াভী, শরহু মুসলিম, ১ম খ. পৃ. ৩৭২।

(২) সূরা আন নাহল ঃ ৪৪।

(৩) সুয়ূতী, আল ইতকান ২য়, খ. পৃ. ৪৯৭।

(৪) যারকাশী, আল বুরহান, ২য়, খ. পৃ. ১২৯।

(৫) মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, ১ম, খ. পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ আল-কুরআনকে সম্পূর্ণরূপে তাফসীর করেছেন। তন্মধ্যে একটি স্থান নিম্নে উল্লেখ করা হল:-

মহান আল্লাহ তা'আলা সালাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সালাতের সময়সীমা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত প্রদানমূলক ইরশাদ করেন, ان الصلوة كانت على المومنين كتابا موقوتا 'নিশ্চয়ই সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা মু'মিনগণের উপর ফরয'।[১]

এর তাফসীর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ রূপে সাহাবীগণ (রা.) কে জানিয়েছেন,

একদিন একজন সাহাবী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সালাতের সময় সম্পর্কে জানার প্রার্থনা করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে পরপর দু'দিন এসে তাঁর কাছে সালাত আদায় করতে বললেন। ফজরের সালাত, প্রথমদিন সুবহ সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং দ্বিতীয় দিন সূর্যোদয়ের কিঞ্চিত পূর্বে আদায় করলেন। যুহরের সালাত, প্রথমদিন সূর্য হেলে যাওয়ার সাথে সাথে এবং দ্বিতীয়দিন কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার সামান্য পূর্বে আদায় করলেন। আসরের সালাত, প্রথমদিন কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর এবং দ্বিতীয়দিন সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে আদায় করলেন। মাগরিবের সালাত, প্রথমদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে এবং দ্বিতীয়দিন প্রায় এক সময়ে সম্পন্ন করলেন। 'ইশার সালাত, প্রথমদিন পশ্চিমাকাশে লালিমা দূর হওয়ার পর, চারদিক আঁধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করলেন এবং দ্বিতীয়দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হওয়ার পর আদায় করলেন। এ দু'দিনের মধ্যবর্তী সময়ে সালাতের ওয়াক্ত রয়েছে, সে শিক্ষা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবী (রা.) কে এভাবে বাস্তবক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে প্রদান করেন।[২]

---

(১) সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩।

(২) বুখারী, জামি', ১ম খ., পৃ. ৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবী গণের (র.) তাফসীর

সাহাবী গণ (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে পূর্ণ আল-কুরআন শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। যখনই কোন আয়াতের বিশ্লেষণে দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়েছে, তখনই সাহাবীগণ (রা.) হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরণাপন্ন হয়েছেন এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা জ্ঞাত হয়েছেন।[১] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জনৈক সাহাবী (রা.) তাফসীর সম্বন্ধে পরিপক্কতা লাভের পূর্বে কিছু তাফসীর করার প্রচেষ্টা চালান। আল্লাহর তা'আলার পবিত্র বাণী,

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر [২]

অর্থাৎ," প্রভাতের সময়ে কালো ও সাদা সূতা সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত তোমরা (রামাদানে) পানাহার কর।" এর তাফসীরে তিনি মনে করলেন, সাদা ও কালো সূতা রেখে যাচাই করা। তাই রাতে বালিশের নিচে সাদা ও কালো সূতা রেখে বারংবার দেখতে লাগলেন, পরবর্তীতে প্রভাতেও অনুরূপ ভাবে দেখলেন কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন না। পরদিন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরনাপন্ন হলেন এবং ঘটনাটি জানালেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিলেন যে, আয়াতে কারীমাতে সাদা ও কালো সূতা দ্বারা সুবহু কাযিব হতে সুবহু সাদিক প্রকাশ হওয়া উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৩]

সাহাবীগণ (রা.) কেহ কেহ নিজে ছিলেন অনেক আয়াতে কারীমা অবতরণের উপলক্ষ্য। তাঁদের নিজেদের বিষয়কেও আল-কুরআন কখনও কখনও বিবৃত করেছে। যেমন, হাদীছ শরীফে রয়েছে, একদা একজন ক্ষুধার্ত সাহাবী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন পূর্বক প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তীব্র ক্ষুধা কাবু করে ফেলেছে। কিছু খাদ্য আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদান করুন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিজনের নিকট খাদ্য খুঁজলেন। কিন্তু তাদের নিকট কোন খাদ্য ছিল না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা

---

(১) যাহাবী, আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, ১ম খ., পৃ. ৫৩।

(২) সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭।

(৩) বুখারী, জামি', ১ম খ., পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

করলেন, এমন কে আছ, এ লোকটিকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবে, যে তাকে আপ্যায়ন করবে স্বয়ং আল্লাহ তাকে দয়া করবেন। তখন এক আনসারী সাহাবী (রা.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি প্রস্তুত আছি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম । তারপর সাহাবী (রা.) স্বীয় পরিজনের নিকট গমন করলেন এবং তার স্ত্রীকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অতিথি সম্পর্কে জানালেন, যাতে কিছু দ্রব্য দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হয় । আনসারী সাহাবী এর স্ত্রী (রা.) বললেন, বাচ্চাদের সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে কোন খাদ্যদ্রব্য নেই। সাহাবী (রা.) বললেন, বাচ্চাদেরকে রাতের খাওয়ার দেয়ার আগে ঘুম পাড়িয়ে দিও, তারপর বাতি নিভিয়ে অপেক্ষা কর, আমরা আজকের রাতে খাদ্য গ্রহণ করব না। এ সাহাবীর স্ত্রী (রা.) স্বামীর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। পরদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জানালেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঐ আনসারী সাহাবী ও তার স্ত্রীর কার্যকলাপে আশ্চর্য হয়ে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হেসেছেন। এরপর আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হল, [১] ويوثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة

" আর তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের চাহিদা থাকে ।" [২]

এভাবে সাহাবীগণের (রা.) নিজেদের উপলক্ষে আল-কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হত।

সাহাবীগণ (রা.) সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শিখে নিতেন । তাঁরা ওহী অবতরণের উপলক্ষ্যগুলো প্রত্যক্ষ করতেন এবং তাঁদের সম্পর্কিত ঘটনাগুলো আদ্যান্ত উপলব্ধি করতেন ।[১] আল-কুরআনের অর্থ অবহিত হওয়ার জন্য পূর্ববর্তীযুগের বিভিন্ন কবিতাও তাঁরা কখনও কখনও পাঠ করে পারিভাষিক অর্থ নির্ণয় করতেন । যেমন , হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন , আল-কুরআনের অর্থ সমূহ তোমরা প্রাচীন কবিতা সমূহে অনুসন্ধান কর । কেননা , কবিতা হল আরবের জীবনালেখ্য ।[৩] সাহাবীগন (রা.) এভাবে আল-কুরআনকে ব্যাপকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট থাকতেন । তাঁরা ছিলেন আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত এবং তাঁদের কারো কারো কাছে তাফসীরের বিশাল জ্ঞানভান্ডার বিদ্যমান ছিল ।

---

(১) সূরা আল-হাশর, আয়াত, ৯।

(২) বুখারী, জামি', ২য় খ. পৃ. ৭২৬।

(৩) আ.ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন , আরবী সাহিত্যের ইতিহাস , ১ম খ., পৃ. ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, হযরত 'আলী (রা.) বলেছেন , ফাতিহাতুল কিতাব অর্থাৎ সূরা ফাতিহার তাফসীর দ্বারা আমি যদি ইচ্ছা করি সত্তরটি উটের বোঝা পূর্ণ করতে পারি ।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সাহাবীগণ (রা.) কে তাফসীর শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাফসীর শাস্ত্র অনুধাবনের জন্য বিশেষ ভাবে দু'আও করেছেন । যেমন , হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর জন্য তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন , " হে আল্লাহ! আপনি তাকে আল-কুরআনের শিক্ষা দান করুন।"[২] সাহাবীগণ (রা.) আল- কুরআনকে পড়ে এর নিগুঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধান করতেন এবং বর্ণিত বিধানকে সূচারুরূপে কার্যে পরিণত করতেন । কোন বিষয়ে কোনরূপ কাঠিন্যতার সম্মুখীন হলে সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে পূর্ণরূপে অবহিত হতেন ।[৩]

বিশেষত: সাহাবীগণ (রা.) হতে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত ও তাফসীর সমূহ পাওয়ার কারণে পরবর্তীকালে ' আত-তাফসীর বিল্ মা'ছূর' রচনা সম্ভবপর হয়েছিল । সাহাবীগণ (রা.) আল-কুরআনের জ্ঞান সম্পর্কে পরবর্তী যুগের সর্বকালের লোকদের চেয়ে অত্যধিক অবহিত ছিলেন । আল-কুরআনের তাফসীরের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ ছিল এবং তাঁরাই এর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ।[৪]

এভাবে সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে তাফসীর শিক্ষাগ্রহণ করে পরবর্তীকালে এ শিক্ষা'র প্রসার করেছিলেন । আত্-তাফসীর বিল্ মাছূর এ তাঁদের তাফসীর অধিক হারে পাওয়া যায় । সুতরাং, বলা যায়, সাহাবীগণের (রা.) তাফসীরের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

(১) গাযালী , ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন , ১ম. খ., পৃ. ২১০।

(২) বুখারী, জামী' , কিতাবুল ঈমান , ১ম খ., পৃ. ১৪ ।

(৩) সুয়ূতী , আল-ইতকান , ২য় খ., পৃ. ২০৫ ।

(৪) যুরকানী , মানাহিলুল 'ইরফান, ১ম খ., পৃ. ৩০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর বিশারদ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ (রা.)

সাহাবী গণের মধ্যে তাফসীর শাস্ত্রে অল্প সংখ্যকই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । তাঁদের সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছি ঃ

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ঃ- তাঁর বংশ পরিক্রমা হল , 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উছমান ইব্ন 'আমির ইব্ন 'আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তামীম ইব্ন মুর্‌রাহ আত-তায়মী আল-কুরায়শী । তাঁর উপনাম আবূ বকর এবং তাঁর পিতার উপনাম আবূ কুহাফাহ্ । তিনি ৫৭২ খৃ. সনে জন্মগ্রহণ করেন । আবূ বকর উপনামে তিনি অত্যধিক প্রসিদ্ধ হন । ইসলাম- পূর্ব জাহিলী যুগে তাঁর উপনাম ছিল 'আবদু-রাব্বিল কা'বা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ এবং তাঁর উপাধি দেন " 'আতীক " বা সম্ভ্রান্ত । ইসলাম প্রকাশের পর বয়স্ক লোকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন । তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর একান্ত সহচর হিসেবে সর্বক্ষণ থাকতেন , হিজরতের সময়কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সহচর ছিলেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, " আমার উম্মতের মধ্যে যদি কাউকে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম , তাহলে নিশ্চয়ই আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম ।[১] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজের সংবাদ প্রথম শুনেই সর্বান্তকরনে বিশ্বাস করার কারণে তাঁকে ' সিদ্দীক ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় । হযরত আবূ বকর (রা.) স্বীয় সকল সম্পদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) মধ্যমাকৃতির, ফর্সা, সুঠাম দেহ বিশিষ্ঠ, অত্যন্ত কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত মুবারকের পর সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ইসলামের প্রথম খলীফা মনোনীত হন । ১৩ হি. সনে জুমাদাল-উলা মাসে ৬৩ বছর বয়সে তিনি মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন । মদীনা শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর রওযা মুবারকের ডান পার্শ্বে তিনি সমাহিত হন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণের (রা.) মধ্যে তিনি অন্যতম।[২]

---

(১) বুখারী, আল-জামি' , ১ম খ. পৃ. ৫৯৮।

(২, মুহাম্মাদ হাসান, হায়াতুররুয়াত লি মুসনাদিল ইমামিল আ'যাম, পৃ, ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন সংকলনে এবং তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে । তাঁর থেকে কিছু তাফসীর পরবর্তী যুগে রিওয়ায়াত করা হয়েছে । যথাস্থানে তা হতে উল্লেখ করা হবে ।

২. হযরত 'উমর (রা.) ঃ- তিনি হলেন, আবূ হাফ্স 'উমর ইব্নুল খাত্তাব ইব্ন নুফায়ল ইব্ন 'আবদিল 'উয্যা আল-[৫]আদাভী. আল-কুরায়শী । ৫৮২ খৃ. সনে তিনি মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে 'আবূ-হাফস্' উপনাম প্রদান করেন । ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ নির্ণয়ে তাঁর দৃঢ়তার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'আল-ফারূক' উপাধি প্রদান করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ইসলামের প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন ।[১]

তিনি ছিলেন স্থূল শরীর বিশিষ্ট, উজ্জ্বল বর্ণের, লম্বাকৃতির, রক্তিম বর্ণের চোখের অধিকারী, অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, "আমার পর যদি কেহ নবী হত, তাহলে 'উমরই হত " ।

হযরত আবূ বকর (রা.) এর ইন্তেকালের পর তিনি খলীফা মনোনীত হন । দীর্ঘ দশ বছর সাত মাস তিনি মুসলিম বিশ্বের খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৩ হি. সনের যিলহাজ্জ মাসে মুগীরা ইবন শু'বার গোলাম আবূ লূ'লূ নামক পাপিষ্ট তাঁকে ফজরের সালাত আদায়কালে শাণিত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে । এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন । তিন দিন প্রচন্ড ব্যাথাভোগের পর তিনি শহীদ হন । তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর । মদীনা শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর রওযা মুবারকের প্রান্তে ডান পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয় ।[২]

আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে তিনি পারদর্শী ও আগ্রহী ছিলেন । তিনি নিজে তাফসীর করতেন এবং অন্যদের থেকে তাফসীর শুনতে পছন্দ করতেন । তাঁর খিলাফতকালে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) কে অনেক সময় তাঁর পার্শ্বে বসাতেন এবং তাফসীর সম্পর্কে জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।

---

(১) *'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, পৃ,৪১২।*

(২) *মুহাম্মাদ হাসান, হায়াতুররুয়াত লি মুসনাদিল ইমামিল আ'যাম, পৃ, ৩৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৩. হযরত 'উছমান ইবন 'আফ্ফান (রা.) ঃ- তাঁর পরিচয় হল 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান ইব্ন আবিল-'আস ইব্ন উমায়্যা আল-উমাভী আল-কুরায়শী (রা.) । তাঁর উপনাম আবূ 'আমর এবং আবূ 'আবদিল্লাহ । ৫৭৭ খৃ. তিনি পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন । ইসলাম প্রথম প্রকাশের পর তিনি সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দুজন মহিয়সী কন্যাকে (একজনের ইন্তেকালের পর অন্যকে) 'উছমান (রা.) এর নিকট বিয়ে দেন । যদ্দরূন তাঁকে 'যুন-নূরায়ন' উপাধি দেয়া হয় ।[১]

তিনি আরবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন । ইসলামের প্রয়োজনে তিনি সর্বদা ধন-সম্পদ দান করতে প্রস্তুত থাকতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা ঘোষনা করলেন, যে ব্যক্তি (মদীনা শরীফের অধিবাসীদের সুবিধার্থে) রূমা কূপ খনন করিয়ে দেবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে । তখন হযরত 'উছমান (রা.) তা খনন করিয়ে দেন । তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ দানবীর। তাবূকের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর একটি অংশের অস্ত্র-শস্ত্র সহ যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেছিলেন ।[২]

হযরত 'উমর (রা.) এর পর তিনি খলীফা হিসেবে মনোনীত হন। সুদীর্ঘ ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর ৩৫ হি. সনের যিলহাজ্জ মাসে, 'ঈদুল-আযহার পর কতিপয় বিদ্রোহীর নিষ্ঠুরতম আক্রমনে আল-কুরআন তিলাওয়াত রত অবস্থায় তিনি শহীদ হন।[৩]

আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন । তাঁর থেকে বহু তাফসীর গ্রহণ করা হয়েছে ।

---

(১) 'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, পৃ.৩৮৫ ।

(২) মুহাম্মাদ হাসান, হায়াতুররুয়াত লি মুসনাদিল ইমামিল আ'যাম, পৃ. ৩৯ ।

(৩) 'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, পৃ.৩৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. হযরত 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) ঃ- তাঁর বংশগত পরিচয় হল, 'আলী ইব্ন আবী তালিব ইব্ন 'আবদিল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরায়শী (রা.)। বালকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাবূকের যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। অনেক যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পতাকা বাহক হিসেবে নিয়োজিত করেন। খায়বরের যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষনা করেন, নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির হাতে যুদ্ধের পতাকা প্রদান করা হবে, যার দু'হাতে বিজয় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে তিনি ভালবাসেন এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে পতাকাটি হযরত 'আলী (রা.) কে প্রদান করেন এবং তাঁর মাধ্যমে শত্রুপক্ষ মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। হযরত 'আলী (রা.) এর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সর্বাধিক স্নেহের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিয়ে দেন।[১]

হযরত 'উছমান (রা.) এর শাহাদাতের পর হযরত 'আলী (রা.) খলীফা মনোনীত হন। তিনি চার বছর নয় মাস মুসলিম বিশ্বের খলীফা হিসেবে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষনতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ৪১ হি. সনের ১৭ ই রমযান, জুম'আর দিন প্রত্যুষে পাপিষ্ঠ 'আবদুর রহমান ইব্ন মুলজিম আল-খারিজী অতর্কিত ভাবে নাঙ্গা তরবারীর আঘাতে তাঁকে জর্জরিত করে। এতে মারাত্মকভাবে তিনি আহত হন এবং তিনদিন পর শহীদ হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর সম্মানিত দু'পুত্র জান্নাতের যুবকগণের সর্দার হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা.) তাঁকে শেষ গোসল প্রদান করেন এবং হযরত হাসান (রা.) তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতি করেন। রাতের শেষ প্রহরে কুফার 'ইয্যী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত 'আলী (রা.) আল-কুরআন সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞানে এবং তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেছেন, " আল্লাহর শপথ! আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াত কোথায়, কখন এবং কি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি অবহিত রয়েছি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে জ্ঞানপূর্ণ অন্তর এবং (গ্রহণীয়) প্রার্থনার ভাষা দান করেছেন। "[২]

---

(১) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ৪র্থ খ., পৃ, ৩৪।

(২) মুহাম্মাদ হাসান, হায়াতুররুয়াত লি মুসনাদিল ইমামিল আ'যাম, পৃ, ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)ঃ- তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস ইব্ন 'আবদিল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরায়শী (রা.)। হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা শরীফে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দাঁত মুবারক দ্বারা চিবিয়ে নবজাত শিশু ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর মুখে সর্বপ্রথম খাদ্য প্রদান করেন এবং তার জন্য বিশেষ ভাবে দু'আ করেন। পরবর্তীকালে বাল্যকাল হতে তিনি নিয়মিতভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করেন ।

বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইব্ন 'আব্বাস (রা.) কে স্বীয় বক্ষ মুবারকের সাথে জড়িয়ে ধরেন এবং তার জন্য দু'আ করেন , " হে আল্লাহ ! আপনি তাকে আল-কিতাব (আল-কুরআন) এর শিক্ষা দান করুন " । হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) দু'বার সরাসরি হযরত জিবরাঈল (আ.) কে দেখেছিলেন। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) কে উদ্দেশ্য করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা বললেন, " তুমি অতি উত্তম তারজুমানুল- কুরআন " (আল-কুরআনের তাফসীরবিদ) ।[১]

তাঁর সম্পর্কে হযরত ইবন 'উমর (রা.মৃ. ৭৩ হি.) বলেন, ইবন 'আব্বাস হলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের মধ্যে আল-কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত । হযরত মাসরূক (র. মৃ. ৬২ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, ' আমি যখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) কে দেখতাম, তখন আমি বলতাম, ইনি হলেন সবচেয়ে সুন্দর মানুষ । যখন তিনি কথা বলতেন, তখন আমি বলতাম, ইনি হলেন সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, যখন তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন আমি বলতাম, ইনি সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি ।' হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) এর বিশিষ্ট শিষ্য হযরত মুজাহিদ (র.মৃ. ১০০ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) কে তাঁর অগাধ জ্ঞানের জন্য সাগরের সাথে তুলনা করা হত।

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) ছিলেন ফর্সা, দীর্ঘদেহী, সদা প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী। ৬৮ হি. সনে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন ।[২]

---

(১) *আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৫ম খ., পৃ. ২৪৩ ।*

(২) *যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খ, পৃ. ৮১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর শাস্ত্রে আরো অনেক সাহাবী (রা.) হতেও রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ-

 # হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) ঃ-তিনি আরবের প্রসিদ্ধ মুদার গোত্রীয় প্রসিদ্ধ বীর সাহাবী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সান্নিধ্যে আসার পর থেকে তিনি আল-কুরআনের তাফসীর আহরণে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং পরবর্তীকালে কূফায় তিনি একটি তাফসীর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ৩২ হিজরী সনে তিনি মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।[১]

 # হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)ঃ- তাঁর বংশগত পরিচিতি হল, উবায় ইব্ন কা'ব ইব্ন কায়স আল-আনসারী (রা.)। তিনি মদীনা শরীফের আনসার সাহাবীগণের (রা.) নেতা ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ কারী হিসেবেও সুবিদিত।[২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে তিনি মদীনা শরীফে প্রথম ওহী লিখেন এবং পরবর্তীতে এখানেই তিনি তাফসীর শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত 'উমর (রা.) এর খিলাফতকালে ১৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩]

 # হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) ঃ- তাঁর পরিচিতি হল, যায়দ ইব্ন ছাবিত ইব্ন দিহাক আল-আনসারী (রা.)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মদীনা শরীফ আগমনকালে তিনি ১১ বছরের কিশোর ছিলেন। ইসলামী জ্ঞান আহরণে তিনি তখন থেকেই মনোনিবেশ করেন। তিনি আল-কুরআনের ফারাইদ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তিনিও ওহী লেখকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি হযরত আবূ বকর (রা.) এর নির্দেশে তাঁর খিলাফত কালে পূর্ণ আল-কুরআনকে সংকলন করেন । ৪৫ হিজরী সনে ৫৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪]

 # হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) ঃ- তাঁর পূর্ণ পরিচয় হল, 'আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স ইব্ন সালীম আল-আনসারী (রা.) । তিনি মক্কা শরীফে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। ৭ম হিজরী সনে পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর

---

(১) 'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযাব, পৃ. ৩২৩।

(২) 'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, পৃ. ৯৬।

(৩) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরূন, ১ম খ, পৃ. ৯১।

(৪) মুহাম্মাদ হাসান, হায়াতুররুয়াত লি মুসনাদিল ইমামিল আ'যাম, পৃ, ২০।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাত লাভ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণীসমূহ এবং বিশেষত, তাফসীর সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশেষভাবে তিনি আয়ত্ত করেন। ৫২ হিজরী সনে তিনি মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করেন।[১]

 # হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) ঃ- উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা.) ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.) এর কন্যা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম স্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ আহকামের পূর্ণাঙ্গ বহু তথ্য তাঁর মাধ্যমে পরবর্তীকালে বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনের তাফসীরেও তাঁর অসংখ্য রিওয়ায়াত বিদ্যমান। তিনি ৫৭ হিজরী সনে মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।[২]

 # হযরত জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) ঃ- তাঁর বংশগত পরিচয় হল, জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হারাম আল-আনসারী (রা.)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের পর তিনি একান্তভাবে আল-কুরআন অনুধাবনে ব্রতী হন। তাঁর থেকে তাফসীর সংক্রান্ত অনেক রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ৭৪ হিজরী সনে মদীনা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩]

 # হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) ঃ- তিনি হযরত 'উমর (রা.) ও রাবিতা বিনতু মায'উন এর পুত্র ছিলেন। স্বীয় পিতার সাথে বাল্যকালে মক্কা শরীফে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে তিনি একান্তভাবে আঁকড়ে থাকতেন। আল-কুরআনের তাফসীরে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ৭৩ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪]

 # হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ঃ- তাঁর নাম হল, 'আবদুর রহমান ইব্ন সাখর। ৭ম হিজরী সনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, এর পূর্বে তিনি 'আব্দ শামস নামে পরিচিত ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর নিকট বিড়াল ছানা দেখতে পেয়ে আবূ হুরায়রা বা বিড়াল ছানার পিতা বলে ডাকলেন। পরবর্তীতে এ উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ হন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণীকে আয়ত্ত করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাফসীর সংক্রান্ত প্রচুর রিওয়ায়াত তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

(১) 'আলী আল-কারী, আল-মিরকাত, ১ম খ. পৃ. ৭৮।

(২) 'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, পৃ.৭৫।

(৩) 'আলী আল-কারী, আল-মিরকাত, ১ম খ. পৃ. ১১০।

(৪) 'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, পৃ.২৮।

(৫) মুহাম্মাদ হাসান, হায়াতুররুয়াত লি মুসনাদিল ইমামিল আ'যাম, পৃ, ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবী গণের (রা.) তাফসীরের উদাহরণ

হযরত আবূ বকর (রা.) হতে প্রাপ্ত তাফসীরের সামান্য অংশ হল, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত মুবারকের পর যখন সাহাবীগণ (রা.) শোকে মুহ্যমান এবং কেহ কেহ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি হযরত 'উমর (রা.) নাঙ্গা তরবারী হাতে ঘোষনা করলেন, যে বলবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু হয়েছে, তার শির উড়িয়ে দেয়া হবে। এমন ভয়াবহ সংকটময় পরিস্থিতিতে আবূ বকর (রা.) আল্লাহর পবিত্র বাণী,

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم؟ [১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাসূল ব্যতীত কিছু নন । তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুলাভ করেন অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের পিছনের অবস্থায় ফিরে যাবে ?-- তিলাওয়াত করলেন এবং এর তাফসীরের মাধ্যমে সবাইকে শান্ত করলেন। এমনকি 'উমর (রা.) বললেন, আমার মনে হল এ আয়াতটি ঐ মুহূর্তে সবেমাত্র অবতীর্ণ হল ।[২]

হযরত 'উমর (রা.) হতে বহু তাফসীর পাওয়া যায় , তন্মধ্যে কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ- আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ,

واذاخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم

قالوا بلى شهدنا — [৩]

হযরত 'উমর (রা.) এর তাফসীর সম্পর্কে একদা জিজ্ঞাসিত হন। তখন তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ তাফসীর সম্পর্কে জানতে প্রার্থনা জানান হয়। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করার পর তাঁর কুদরতী ডান হাতকে আদম (আ.) এর পিঠে বুলালেন। তখন তাঁর বংশধরগণ বের হলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, এসব জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জান্নাতবাসীদের কাজ তারা করবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় আদম (আ.) এর পিঠকে মুছলেন। তখন তার অন্য বংশধর বের হলেন । তখন তিনি বললেন, এসব জাহান্নামের জন্য সৃজিত এবং

---

(১) *সূরা আল-ইমরান, আয়াত, ১৪৪ ।*

(২) *ইবনু মাজাহ, সুনান, কিতাবুল জানাইয, হাদীছ নং- ৬৫ এবং আহমাদ, মুসনাদ, ৬/ ২১৮ ।*

(৩) *সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত, ১৭২।*

Dhaka University Institutional Repository

জাহান্নামবাসীদের কাজ তারা করবে। তখন এক লোক বললেন, কিরূপ কাজ? হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দা (দাস) কে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা আল্লাহ জান্নাতবাসীর কাজ করান। এমনকি জীবন সায়াহ্নে সে জান্নাতবাসীদের কাজসমূহের কোন একটি কাজ করে মৃত্যুলাভ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তাকে জাহান্নামবাসীর কাজে নিয়োজিত রাখেন। এমনকি সে জাহান্নামবাসীদের কাজসমূহের কোনটিতে মগ্নাবস্থায় মৃত্যুলাভ করে। তারপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।[১]

হযরত 'উছমান (রা.) বহুসংখ্যক তাফসীর করেছেন। তিনি সূরা তাওবার প্রথমাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর এমন সময় ছিল, যখন তাঁর প্রতি অনেক সূরা অবতীর্ণ হত। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ওহী লেখক গণের কাউকে বলতেন, এসকল আয়াতকে তোমরা এরূপ এরূপ সূরাতে অন্তর্ভুক্ত কর। অতপর যখন তাঁর নিকট কোন আয়াত অবতীর্ণ হত, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, তোমরা এ আয়াতকে এরূপ সূরার অন্তর্ভুক্ত কর, যেটিতে এই এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সূরা আল-আনফাল হল, মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম অবতারিত সূরা সমূহের একটি এবং বারাআহ (সূরা আত-তাওবা) হল আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা।[২]

হযরত 'আলী (রা.) হতেও অনেকসংখ্যক তাফসীর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিছু অংশ হল, মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী,[৩] فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون - নিশ্চয়ই তারা আপনাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেনা, বরং অত্যাচারীরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালায়। এর তাফসীরে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে পাপিষ্ঠ আবূ জাহ্‌ল (তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত) একদা বলল, আমরা (কাফিরদল)

---

(১) তিরমিযী, জামি', ২য় খ., পৃ. ১৩৭।

(২) তিরমিযী, জামি', ২য় খ., পৃ. ১৩৮।

(৩) সূরা আন'আম, আয়াত, ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আপনাকে অস্বীকার করি না , বরং আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তাকে অস্বীকার করি। তখন সে কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করেন।[১]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) হতে প্রাপ্ত অসংখ্য তাফসীর থেকে কাঙ্ক্ষিত হল, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [২] - مااتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছেন, তোমরা তা হতে বিরত থাক। এর তাফসীরে তিনি একদা বললেন আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন তাদেরকে যারা আকৃতি বিকৃতিকারী, সৌন্দর্য প্রদর্শন কারী মহিলা সম্প্রদায়। তখন এ বর্ণনা আসাদ গোত্রের এক মহিলার নিকট (তাকে উম্মু ইয়া'কূব বলা হত) পৌছলে, তিনি ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) এর নিকট আগমন করেন এবং বলতে লাগলেন, আপনি এরূপ এরূপ বিষয়ে অভিসম্পাতের কথা বলেছেন, কি ব্যাপার? তখন তিনি উত্তরে বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যার কথা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে, আমি কেন তাদের কথা বলবনা? মহিলা বললেন, আপনি কি এসব আল-কুরআনে প্রমাণ স্বরূপ দেখাতে পারবেন ? আমি তো আল-কুরআনের প্রথম হতে শেষ অবধি তিলাওয়াত করেছি, আপনি যা বলছেন এসবের কিছুই তো আমি সেখানে পাইনি। তখন হযরত ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বললেন, আপনি যদি পর্যবেক্ষণ সহকারে তিলাওয়াত করতেন, তাহলে অবশ্যই আল-কুরআনে এর প্রমাণ পেতেন। আপনি কি আল-কুরআনের এ অংশ পড়েননি?

مااتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا - [৩]

" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাদের জন্য যা (বিধান) নিয়ে এসেছেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" মহিলাটি বললেন, হাঁ পড়েছি। হযরত ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ সব বিষয়ের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। মহিলাটি বললেন, আমি আপনার পরিবারের লোকজনকে এরূপ সাজতে দেখেছি যেরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তখন ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বললেন,

---

(১) *তিরমিযী, আল-জামি', ২য় খ., পৃ. ১৫৭।*

(২) *সূরা হাশর, আয়াত, ৭।*

(৩) *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

আপনি গমন করুন এবং ভালভাবে লক্ষ্য করুন, তারা আসলেই কি এরূপ করেছে? তারপর মহিলাটি তাঁর পরিজনের নিকট গেলেন এবং সেখানে তাঁর দাবীকৃত বিষয়ের কিছুই দেখতে পেলেন না। এরপর ইব্ন মাস'উদ (রা.) বললেন, তারা যদি বাস্তবেই এরূপ নিষিদ্ধ কাজ করত, তাহলে আমি তাদের সাথে মেলামেশা করতাম না বরং আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করতাম।[১]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتى احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتنى الي اجل قريب فاصدق واكن من الصّلحين[২]

" আর আমি তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে যা প্রদান করি তোমরা তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসার আগে। তখন (মৃত্যু দেখে) বলবে, হে আমার প্রভু, আমাকে আপনি যদি আমাকে কিছুকালের জন্য সুযোগ দিতেন, আমি তাহলে দান করতাম এবং আমি সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গী হতাম।

এর তাফসীরে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, মু'মিনগণের কারো কাছে নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ থাকলে, তার উপর এর যাকাত প্রদান করা অত্যাবশ্যক। আবার হজ্জ পালনের সামর্থ থাকলেও হজ্জ করা কর্তব্য। তার লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন তার মৃত্যু আসার আগেই সে তা সম্পন্ন করতে পারে। মৃত্যু উপস্থিত হলে আল্লাহর নিকট কোনরূপ আপত্তি গৃহীত হবে না। তখন একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি কোনরূপ আপত্তি গ্রহণ করবেন না ? এর জবাবে ইবন 'আব্বাস (রা.) বললেন, তুমি কি আল-কুরআন তিলাওয়াত কর না? লোকটি বললেন, হাঁ। তখন ইবন 'আব্বাস (রা.) তিলাওয়াত করলেন,

يايها الذين امنوا لاتلهكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله[৩]

অর্থাৎ, ওহে! যারা ঈমান এনেছ, তোমাদেরকে যেন তোমাদের ধনসম্পদ ও মালসম্পদ আল্লাহর

(১) বুখারী, আল-জামি', ২য় খ, পৃ, ৭২৫।

(২) সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত, ১০ ।

(৩) সূরা আল মুনাফিকূন, আয়াত, ৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

যিকর হতে অমনোযোগী না করে।- তখন জিজ্ঞাসাকারী লোকটি বললেন, আমার উপরতো হজ্জ ফরয হয়েছে, আমি তাহলে কি এখনই তা আদায় করব? হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বললেন, তুমি এমন বাহন লও যা তোমাকে বহন করবে এবং এমন পাথেয় গ্রহণ কর, যা তোমাকে সেখানে পৌছাবে।[১] আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وفى اموالهم حق للسائل والمحروم - [২] - অর্থাৎ তাদের (ধনীদের) সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। - এর তাফসীরে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) উল্লেখ করেছেন, এখানে আস-সাইল বা ভিক্ষুক দ্বারা তাকে বুঝানো হয়েছে, যে মানুষের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে , আর আল-মাহরূম বা বঞ্চিত দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্বেষণ করে কিন্তু জীবিকা প্রাপ্ত হয় না।[৩]

আল-কুরআনের পবিত্র বাণী, [৪] لايمسه الا المطهرون - -অর্থাৎ পবিত্রতা অবলম্বনকারী দের ব্যতীত কেহ তাকে (আল-কুরআনকে) স্পর্শ করবে না। - এর তাফসীরে ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, এখানে পবিত্রতা দ্বারা শিরক বা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন হতে পবিত্রতা অবলম্বনকারী দেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৫] আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,[৬] -- وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم অর্থাৎ, আর সুসংবাদ প্রদান করুন তাদেরকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সত্য অবস্থান রয়েছে। এখানকার কাদামা সিদকিন এর তাফসীরে হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা পৃথিবীতে যে কাজগুলো তারা করেছে এর বিনিময়ে তাদের জন্য পরকালে উত্তম প্রতিদান রয়েছে, তা বুঝানো হয়েছে।[৭]

---

(১) ইবনু জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১২ তম খন্ড, পৃ. ৭৬।

(২) সূরা আল-যারিয়্যাত , আয়াত , ১৯।

(৩) আবূ 'আলী আল-ফযল, মাজমা'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৯ম খ, পৃ. ২৩৪।

(৪) সূরা আল-ওয়াকি'আহ, আয়াত, ৭৯।

(৫) আবূ 'আলী আল-ফযল, মাজমা'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৯ম খ, পৃ. ৩৪১।

(৬) সূরা ইউনুস, আয়াত, ২৫।

(৭) ইবনু জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাবি'ঈগণের তাফসীর

তাবি'ঈগণ (র.) সরাসরি সাহাবীগণ (রা.) হতে শিক্ষালাভ করতেন। ইসলামী বিধি-বিধান এবং আল-কুরআন ও এর তাফসীর সম্পর্কিত জ্ঞানও তাঁরা সাহাবীগণ (রা.) থেকে আহরণ করতেন। সাহাবীগণের (রা.) মধ্যে যাঁরা তাফসীর বিশারদরূপে তাবি'ঈগণের মাঝে ও পরবর্তীকালে সুবিদিত ছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই নানাভাবে আল-কুরআন-এর তাফসীর সংক্রান্ত জ্ঞানকে বিতরণ করেছিলেন।[১]

তাবি'ঈগণের (রা.) উদ্দেশ্যে সাহাবীগণের অনেকে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এসব শিক্ষালয়ে তাবি'ঈগণ নিয়মিতভাবে গমন করতেন এবং তাফসীর সংক্রান্ত জ্ঞানলাভ করতেন। যেমন,

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) নিয়মিতভাবে তাফসীর শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ হলেন, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, মুজাহিদ ইব্ন জাবর, 'ইকরামা, তাউস, 'আতা (র.) প্রমুখ।[২]

হযরত উবায় ইবন্ কা'ব (রা.) তাফসীর শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রের প্রসিদ্ধ শিক্ষার্থিগণ হলেন, যায়দ ইবন আসলাম, আবুল-'আলিয়াহ, মুহাম্মাদ ইবন্ কা'ব (র.) প্রমুখ।[৩]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) তাফসীর শিক্ষা দিতেন। এ শিক্ষালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ হলেন, 'আলকামাহ, আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, মুররাহ আল-হামাদানী, 'আমির আশ-শা'বী, হাসান আল-বাসরী, কাতাদাহ (র.) প্রমুখ।[৪]

---

(১) হারীরী, তারীখে তাফসীর, পৃ.১২০।

(২)যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খ, পৃ.১০০।

(৩) প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

(৪) প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাবি'ঈগণ (র.) সাহাবীগণের (রা.) থেকে আহরিত জ্ঞানকে পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিলেন। তাঁদের তাফসীর ছিল বিশেষতঃ রিওয়ায়াত ভিত্তিক। তাঁরা শানে নুযূল, নাসিখ-মানসূখ, মুবহাম-মুজমালের প্রভেদ, শাব্দিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে তাফসীর অধিক হারে করেছেন।[১]

তাবি'ঈগণের যুগে অধিক হারে তাফসীর সংকলনও হতে থাকে। যেমন, উমায়্যা খলীফা মারওয়ান ইব্নুল হাকাম (মৃ. ৮৬ হি.) সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র.) কে তাফসীর শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করার জন্য বললে তিনি বহু আয়াতের তাফসীর সংকলন করেছিলেন। হাসান আল-বাসরী (র.) ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাফসীর সংগ্রহ করেছিলেন। আবার ইব্ন জুরায়য (র. মৃ, ১৫০ হি.) তিনখন্ডে সংকলিত রিওয়ায়াত সমূহ সংরক্ষণ করেছিলেন।[২]

তাবি'ঈগণ (র.) যেহেতু সাহাবীগণের (রা.) থেকে তাফসীর রিওয়ায়াত করতেন, তাই তাঁদের তাফসীরও গুরুত্বের সাথে গ্রহণীয় হয়েছে। এছাড়া তাঁরা নিজেদের যে সব উক্তি করেছেন, সেগুলোও সাহাবীগণের (রা.) থেকে অর্জিত জ্ঞানের আলোকেই উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ মুফাসসির হযরত মুজাহিদ (র.) উল্লেখ করেছেন عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة الى خاتمة اوقفه عنه كل اية منه واسأله منها -

"আমি ইবন 'আব্বাস (রা.) এর নিকট পূর্ণ আল-কুরআনকে তিনবার সূরা আল-ফাতিহা হতে শেষ অবধি উপস্থাপন করেছি। প্রত্যেকটি আয়াতের পর আমি থেমেছি এবং তাঁর নিকট এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি।"[৩]

তাবি'ঈগনের (রা.) ব্যাপক ত্যাগ ও অদম্য স্পৃহার কারণে তাফসীর শাস্ত্রকে পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়েছিল। বিশুদ্ধ পন্থায় সংগৃহীত এ তাফসীর সমূহই আত-তাফসীর বিল মা'ছূর হিসেবে রচিত হয়।[৪]

---

(১) যারকাশী, আল-বুরহান, ২য় খ, পৃ. ১৭১।

(২) হারীরী, তারীখে তাফসীর, পৃ. ১৩৮।

(৩) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খ, পৃ.১২৮।

(৪) প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর বিশারদ প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ (র.)

সাহাবী মুফাস্‌সিরগণের কয়েকজন নিয়মিত ভাবে তাবি'ঈ শিক্ষার্থিগণকে তাফসীর শিক্ষা দিতেনএবং নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে তাফসীর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন ।[১] যেমন ,

ক . হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) মক্কা শরীফে একটি তাফসীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন ।

খ. হযরত উবায় ইবন কা'ব (রা.) মদীনা শরীফে একটি তাফসীর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।

গ. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.)কুফায় একটি তাফসীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন করেন ।

তাঁদের প্রত্যেকের নিকট বিভিন্ন স্থান হতে বহু শিক্ষার্থী আসতেন এবং তাফসীরের জ্ঞানার্জন করতেন । পরবর্তীতে এসব শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থিগণ তাফসীর শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ তাবি'ঈ (র.) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন । তাঁরা হলেন ,

ক . হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) এর শিষ্যবর্গ ঃ-

১. সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র.শাহাদাত ৯৫হি.)

২. মুজাহিদ ইবন জাবর (র.মৃ. ১০০ হি.)

৩. 'ইকরামা (র.মৃ.১০৪ হি.)

৪. 'আতা ইবন আবী রিবাহ (র. মৃ. ১১৪হি.)

প্রমুখ ।

---

(১) অধ্যাপক হারীরী , তারীখে তাফসীর , পৃ. ১২০ ।

(২) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন , ১ম খ., পৃ. ১০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) এর প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ শিক্ষার্থিগণ হলেন,

১. যায়দ ইবন আসলাম (র. মৃ. ১৩৬ হি.)

২.আবুল 'আলিয়াহ্ (র. মৃ. ৯০ হি.)

৩. মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরযী (র. মৃ. ১১৮ হি.)

প্রমুখ ।

গ. হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) এর বিখ্যাত ছাত্রবর্গ হলেন ,

১. আলকামাহ্ (র., মৃ. ৬১ হি.)

২. মাসরুক (র., মৃ. ৬২ হি.)

৩. আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র., মৃ. ৭৪ হি.)

৪. মুররা আল-হামাদানী (র., মৃ. ৭৬ হি.)

৫. কাতাদাহ্ ইব্ন দিমা'আহ্ (র., মৃ. ৮০ হি.)

৬. 'আমির আশ্-শা'বী (র., মৃ. ১০৯ হি.)

৭. হাসান আল-বাসরী (র., মৃ. ১১০ হি.)

প্রমুখ ।[১]

উল্লিখিত তাবি'ঈগণ (র.) ছাড়াও প্রসিদ্ধ আরো কয়েকজন তাফসীর বিশারদ তাবি'ঈ ছিলেন । যাঁরা অন্যান্য সাহাবীগণের (রা.) নিকট অধিক জ্ঞানার্জন করেছেন । যেমন, নাফি'ঈ (র. মৃ. ১১৭ হি.) থেকেও অনেক আয়াতের তাফসীর পাওয়া যায় , তিনি হযরত ইব্নু 'উমর (রা.) এর নিকট একান্তভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন ।[২]

---

(১) অধ্যাপক হারীরী, তারীখে তাফসীর , পৃ. ১২০ ।

(২) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্সিরুন, ১ম খ., পৃ. ১০১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাবি'ঈগণের তাফসীরের উদাহরণ

*আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [১] اقيموا الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل "তোমরা সালাত কায়েম কর, সূর্য হেলে যাওয়ারকালে আবার রাতের আঁধার ঘনীভূত হওয়া অবধি"

এর তাফসীরে কাতাদাহ (র.) বলেন, সূর্য হেলে যাওয়া অর্থাৎ আকাশের মধ্যভাগ হতে সূর্য ঢলে পড়া।

মুজাহিদ (র.) বলেন, যখন সূর্য হেলে যায়, তখনকার সময়কে এখানে বুঝানো হয়েছে ।

হাসান আল-বসরী (র.) এর মতে, দুলূকিশ্ শামস্ দ্বারা যুহরের সালাতের কথা বুঝানো হয়েছে । এর দ্বারা মধ্যাকাশ হতে সূর্যের পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া এবং যমীনে ছায়া দৃষ্টিগোচর হওয়াকে বুঝানো হয়েছে ।[২]

সাহাবীগণ (রা.) হতে জিজ্ঞাসা করে তাবি'ঈগণ (র.) আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে অবহিত হতেন। যেমন, সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) কে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ যদি ইচছাকৃত ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে কি তার তাওবার অবকাশ রয়েছে? আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [৩] ولايقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق "

" আর আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কোন প্রাণকে তারা হক ব্যতীত হত্যা করে না।" এর দ্বারা কিরূপ বিধান সাব্যস্ত হয় ? - তখন সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) বললেন, এ অংশটি হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর নিকট আমি তদ্রূপ তিলাওয়াত করেছি, যেমনি ভাবে

---

(১) সূরা আল-ইসরা, আয়াত, ১১০।

(২) তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৮ম খ., পৃ. ৯২।

(৩) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত,৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) আমাকে উত্তর দিলেন, এ আয়াতটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সূরা নিসা-এর আয়াত তার হুকুমকে মানসূখ (রহিত) করেছে। সে আয়াত হল, [১] ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم -

"আর যে কোন মু'মিনকে ইচছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার প্রতিফল রয়েছে জাহান্নাম।"

তাবি'ঈগণ আংশিকভাবে শাব্দিক বিশ্লেষণও প্রচুর করেছেন। যেমন, সূরা আর-রাহমান এর মধ্যে পুন পুন অবতারিত আয়াত, [২] فبای الاء ربکما تکذبان -

" সুতরাং, হে সম্প্রদায়দ্বয়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ", এখানকার 'রাব্বিকুমা'-এর তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এর দ্বারা জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তিনি হযরত আবূদ-দারদা' [৩] (রা.) এর থেকে রিওয়ায়াত উল্লেখপূর্বক আল-কুরআনের, [৪] كل يوم هو فی شأن -

" প্রতিদিন তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত " আয়াতের তাফসীর করেছেন, তিনি পাপ ক্ষমা করেন, বিপদ উত্তোলন করেন, এক সম্প্রদায়কে উন্নতি দেন অন্য সম্প্রদায়কে অবনত করেন।[৫]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [৬] واوحی الی هذا القران لانذرکم به ومن بلغ -

" আর আমার কাছে এ আল-কুরআনকে ওহী হিসেবে পাঠানো হয়,যাতে আমি এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শণ কতে পারি তোমাদেরকে এবং যার কাছে তা পৌছেছে তাদেরকে ।" এর তাফসীরে মুজাহিদ (র.) বলেন, 'ওয়ামাম্ বালাগা' দ্বারা অনারব এবং অন্যান্যদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে ।[৭]

---

(১) সূরা আল-নিসা', আয়াত, ৯৩।

(২) সূরা আর-রাহমান, আয়াত, ১৩ ।

(৩) তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, ছিলেন। মৃ.৩২হি. ।

(৪) সূরা আর-রাহমান, আয়াত, ২৯।

(৫) বুখারী, আল-জামি', ২য় খ. পৃ. ৭২৩।

(৬) সূরা আল-আন'আম, আয়াত, ১৯।

(৭) আবুল হাজ্জাজ, তাফসীরু মুজাহিদ, ২য় খ. পৃ. ৭৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [১] - والعصر ان الانسان لفى خسر

"যুগের শপথ ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিতে নিমজ্জিত রয়েছে।

এর তাফসীরে মুজাহিদ (র.) উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ আদম (আ.) এবং তাঁর বংশধর নিশ্চয়ই পথভ্রষ্টতায় রয়েছে , তবে এরপর কয়েক প্রকারের গুণাবলী সম্পন্ন লোকদেরকে পথভ্রষ্টতার গন্ডির বহির্ভূত হিসেবে পৃথক করা হয়েছে। বিশেষত যারা ঈমান এনেছে এবং অন্যান্য গুণাবলী অর্জন করেছে। যেমন পরবর্তী অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الاالذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوابالحق وتواصوابالصبر - [২]

" তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে , সৎকর্ম করে , একে অন্যকে সত্যের পরামর্শ দেয় এবং একে অন্যকে ধৈর্যের পরামর্শ দেয়।" আল- হাক্ক হল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিষয় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ফরয কাজ সমূহ পালনে এবং তাঁর বিধান পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা । [৩]

সূরা আল-ইখলাস [৪] قل هوالله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوااحد

"বলুন, (হে মুহাম্মাদ) আল্লাহ তিনি একক। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই ।" -এর তাফসীর প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র.) বলেন, কুরায়শ সম্প্রদায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বলল, আপনি আমাদেরকে আপনার প্রভুর পরিচিতি প্রদান করুন,তাঁর বংশ সম্পর্কে জানিয়ে দিন। এর জবাবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।-এছাড়া শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেন, 'আস-সামাদ' হল, এমন সত্তা . -যাঁর কর্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে বিদ্যমান, এতে কোনভাবে অন্য কোন সত্তার স্থান নেই এবং কখনও কেউই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। 'কুফুওয়ান' অর্থ সাথী, সঙ্গী। [৫]

এমনিভাবে তাবি'ঈগণ (র.) হতে অসংখ্য তাফসীর পাওয়া যায়।

---

(১) সূরা আল- 'আসর, আয়াত, ১ ও ২।

(২) সূরা আল-আসর, আয়াত, ৩।

(৩) আবূল- হাজ্জাজ, তাফসীর-মুজাহিদ, ২য় খ. পৃ. ৭৮০।

(৪) সূরা আল-ইখলাস, আয়াত, ১, ২, ৩।

(৫) আবূল- হাজ্জাজ, তাফসীর-মুজাহিদ, ২য় খ. পৃ. ৭৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আত্-তাফসীর বিল্ মা'ছূর এর ক্রমবিকাশ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে পূর্ণরূপে তাফসীর বিল মা'ছূর রচনা শুরু হয়। এ যুগে সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ গণের তাফসীর সমূহ একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।[১] বিশুদ্ধ পন্থায় বর্ণিত ধারাবাহিক সূত্র সম্বলিত হাদীছ সমূহ দ্বারা তাফসীর লিখিত হতে থাকে। তারপর হাদীছের ব্যাপক প্রসার ঘটে হাদীছ সংকলনের মাধ্যমে।[২] হাদীছ একটি আলাদা শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয় এবংএর একটি অংশে তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। যাতে আল-কুরআনের আয়াত সমূহের বিন্যাস, বিধান সমূহ, সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হতে থাকে।[৩]

প্রথম অবস্থায় এ তাফসীর ছিল হাদীছ শাস্ত্রের পরিচ্ছেদ-গুলোর মধ্যে একটি পরিচ্ছেদ। তাফসীরকে পৃথক শাস্ত্র হিসেবে রচনা করা হত না। আল-কুরআনের সূরা, সূরা এবং আয়াত আয়াত করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাফসীর লিখা হত না, বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে প্রাপ্ত তাফসীরগুলো একস্থানে লিপিবদ্ধ করা হত।[৪] তাবি'ঈগণের যুগের শেষভাগে

---

(১) সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খ., পৃ. ৫৩৮।

(২) অধ্যাপক হারীরী, তারীখে তাফসীর, পৃ. ৫।

(৩) উমাইয়া খলিফা 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র. মৃ. ১০১ হি.) ৯৯ হি. সনে খলিফা মনোনীত হন। তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের সুপন্ডিত ও বিজ্ঞ 'আলিম তাবি'ঈ। তিনি হাদীছ শাস্ত্র সুবিন্যাস করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং সংকলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনায় 'মদীনা শরীফের' গভর্ণর ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আবূ বকর ইব্ন হাযম (র., মৃ. ১২০ হি.) এবং বিখ্যাত হাদীছ শাস্ত্রবিদ ইব্ন শিহাব আয-যুহরী (র, মৃ. ১২৪ হি.) উভয়ে ব্যাপক পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীছ সংকলন করেন। (ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল বারী মুকাদ্দিমা, ১ম খ., পৃ. ৪।)

(৪) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, ১ম খ., পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে তাফসীর সংকলনের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। সে যুগে মাসআলা অনুধাবন ও সমাধান প্রদানে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমামগণ (র.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং আল-কুরআনের তাফসীর সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালান। এ যুগে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন তাফসীর সমূহকে পূর্ণরূপে লিখার প্রচলন ঘটে।[১] ইমাম সুয়ূতী (র.) এর মতে , তাবি'ঈগণের যুগের পর তাফসীর সংকলন প্রক্রিয়া ব্যাপকতা লাভ করে । এতে সাহাবীগণ (রা.) ও তাবি'ঈগণ (র.)এর উদ্ধৃতি সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।[২] সংকলন প্রক্রিয়ায় সর্বাগ্রে যিনি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে তাফসীর লিপিবদ্ধ করেন, তিনি হলেন সুফ্‌ইয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়নাহ (র., মৃ. ১৯৮ হি.) ।[৩]

সাহাবীগণ (রা.) থেকে প্রাপ্ত তাফসীরগুলোকে ও পৃথক পৃথক নামে লিখা হত । যেমন, সাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক তাফসীর বর্ণনাকারী হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত অধিকাংশ তাফসীর তাঁর শিষ্যদের থেকে পাওয়া যায় এবং পরবর্তী সময়ে পৃথকভাবে সংকলন করা হয় । তদ্রূপ তাবি'ঈগণের কারো কারো নামেও পৃথক তাফসীর লিখা হয়। যেমন : হযরত মুজাহিদ (র.) হতে প্রাপ্ত অধিকাংশ তাফসীর পৃথকভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[৪] **ইবনু জারীর আত-তাবারী (র.) এর মতে, সাহাবীগণের (রা.) ও তাবি'ঈগণের(র.) তাফসীর সংগ্রহের ফলে তাফসীর শাস্ত্র ব্যাপক ভাবে সংকলিত হওয়া সম্ভবপর হয়। এভাবে তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটে।**[৫]

---

(১) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন , ১ম খ., পৃ. ১৪৯ ।

(২) সুয়ূতী , আল-ইতকান , ২য় খ., পৃ. ৫৩৮ ।

(৩) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন-১ম খ., পৃ. ১৫৩।

যেমন-সুফইয়ান ইবন উয়ায়নাহ (র.) এর তাফসীর গ্রন্থ। ঐতিহাসিকগণের মতে এটিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ যা লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর হিসেবে প্রসিদ্ধ।

(৪) যুরকানী, মানাহিলুল ইরফান, ১ম খ., পৃ. ৪৮১।

*(৫) **ইবনু জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১৫ তম খন্ড, পৃ. ৮৮।***

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর বিশারদগণের মতে, তাফসীর সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামগণের অবদানও ছিল ব্যাপক। তাঁরা তাফসীর শাস্ত্রের পৃথক অধ্যায়ও গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে সংকলন করেন।[১] যেমন, ইমাম বুখারী (র.) এর প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ আল-জামি' এবং ইমাম তিরমিযী (র.) এর সুনান গ্রন্থে তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় রয়েছে।

এছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থসমূহে ব্যাপক তাফসীর বিদ্যমান। যেহেতু প্রত্যেকটি হাদীছই কোন না কোন আয়াতে কারীমারই ব্যাখ্যা, তাই হাদীছ গ্রন্থে আয়াতে কারীমা দ্বারা বিশ্লেষণ ও প্রমাণস্বরূপ আয়াতে কারীমার ব্যাপক উল্লেখ বিদ্যমান।[২]

এরপর, পৃথকভাবেও তাফসীর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাফসীরের অংশবিশেষকেও অনেকে সংকলন করতেন। সাধারণত, কোন আয়াতে কারীমার অংশবিশেষের তাফসীর, পৃথক শব্দার্থ ও ভাষাগত আলোচনাও তাঁদের গ্রন্থে স্থান পেত । তবে বিশেষত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীরকে সর্বাগ্রে সংগ্রহ করা হত, তারপর সাহাবীগণের (রা.) ও তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীর সংকলনে অগ্রাধিকার দেয়া হত। ক্রমান্বয়ে এরূপ সংকলিত তাফসীরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩]

ইসলামী শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চার সাথে সাথে তাফসীর শাস্ত্র রচনাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এমনকি আরবী ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় পরবর্তীকালে তাফসীর রচনা শুরু হয়। তবে আত-তাফসীর বিল মা'ছূরকেই সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়। এভাবে আত-তাফসীর সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন যুগে গ্রন্থ রচনা হতে থাকে এবং বিশ্বের নানা স্থানের প্রসিদ্ধ 'আলিম গণ এরূপ তাফসীর গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অনেকে এ বিষয়ে সুখ্যাতি লাভ করেন।

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ৬৯২।

(২) 'আবদুর রহীম , হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১১৫।

(৩) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খ, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

আত্-তাফসীর বিল্ মা'ছূর সম্পর্কিত

কয়েকটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ও প্রণেতাবৃন্দ :-

আত্-তাফসীর বিল্ মা'ছূর সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলঃ-

(১) **জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন** ঃ- এ প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কাছীর ইব্ন গালিব আত-তাবারী (র.)।[১] তিনি তাবারিস্তানে[২] ২২৪/ ৮৩৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] প্রথমত তিনি অভিভাবকের সান্নিধ্যে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। তারপর ১২ বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। মিসর, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি শিক্ষাসফর করেন এবং সমসাময়িক যুগের বিশিষ্ট জ্ঞানীগণের সাহচর্য লাভ করেন।[৪] পরবর্তীতে ইব্নু জারীর আত-তাবারী (র.) একজন বিজ্ঞ 'আলিম হিসেবে সুপরিচিত হন। তিনি একাধারে হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ ও ইতিহাস শাস্ত্রবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৫]

ইমাম সুয়ূতী (র.) এর মতে , ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) প্রথম যুগে ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর মাযহাব-অনুসারী ছিলেন। তারপর তিনি পৃথকভাবে আহকাম গবেষণা করেন।[৬] ক্রমান্বয়ে তিনি ইসলামের অন্যতম 'আলিম হিসেবে পরিচিত হন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন[৭]।

---

(১) ড. আবদুল ওয়াহাব ইব্রাহীম, কিতাবুল বাহছ ওয়াদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭৯।

(২) কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিন পার্শ্বস্থ এলাকা তাবারিস্তান নামে পরিচিত।

P.K Hitti, History of the Arabs, P. 390.

(৩) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খ., পৃ. ১৮৭।

(৪) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, ১ম খ., পৃ. ২০৮।

(৫) সুবকী, তাবাকাতুশ-শাফি'ইয়্যাতিল কুবরা, ২য় খ., পৃ. ১৩৬।

(৬) সুয়ূতী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, পৃ. ৩।

(৭) ইব্ন খাল্লিকান, ওফইয়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খ., পৃ. ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌নু জারীর আত-তাবারী (র.) এর প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ ঃ-

☐ জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন। ☐ তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক ।

☐ কিতাবুল কিরা'আত । ☐ আল-আদাদু ওয়াত-তানযীল ।

☐ কিতাবু ইখতিলাফিল 'উলামা । ☐ কিতাবু আহকামি শারাই'ইল ইসলাম।

☐ কিতাবুত-তাবাস্‌সুর ফী উসূলিদ-দীন।

☐ তারীখুর-রিজাল মিনাস-সাহাবাতি ওয়াত-তাবি'ঈন ।

তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ' জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন ' । এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্-তাফসীর বিল্ মা'ছূর গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় । এটি বিশাল ৩০ টি খন্ডে সুবিন্যস্ত। এ গ্রন্থটির পান্ডুলিপি দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল, অতপর আমীর মুহাম্মাদ ইবন আমীর 'আবদুর রশীদ নজদের রাজন্যবর্গ হতে এর পূর্ণ কপি প্রাপ্ত হন । তারপর ক্রমে এর বহু অনুলিপি মুদ্রিত হয়,এবং গ্রন্থটি আত-তাফসীর বিল মা'ছূর শাস্ত্রের মূল্যবান বিশ্বকোষ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে ।[১]

জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে । যেমনঃ-

ক. সনদ পূর্ণাঙ্গ রূপে বিদ্যমান রেখে এর রিওয়ায়াত সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে ।

খ. এ পুস্তকটিতে বিশুদ্ধ হাদীছ ব্যতীত উল্লেখ করা হয়নি ।

গ. মিথ্যার অপবাদ প্রাপ্ত বা মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত কোন বর্ণনাকারীরহাদীছ পুস্তকটিতে উল্লেখ করা হয়নি ।

ইমাম নওয়াভী (র.) এর মতে, ইবনু জারীর আত-তাবারী (র.) এর মত তাফসীর গ্রন্থ পরবর্তীতে আর কেউ রচনা করতে সক্ষম হননি ।[২] ৩১০/ ৯২৩ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন ।[৩]

(১) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন, ১ম খ., পৃ. ২০৮।

(২) প্রাগুক্ত।

(৩) ড. আবদুল ওয়াহাব ইব্রাহীম, কিতাবুল বাহছ ওয়াদ্‌দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. বাহরুল 'উলূম ঃ- এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন, আবূল্লায়স নাসর ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আসসামারকান্দী আল- ফাকীহ আল- হানাফী (র.) তিনি সমসাময়িক যুগের অন্যতম 'আলিম ছিলেন । ৩৭৫ হি. সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১]

রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর সমূহ এ গ্রন্থে তিনি সংকলন করেন এবং সনদসমূহ উল্লেখ করেন। তিনি এতে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ সনদে প্রাপ্ত তাফসীর গ্রহণ করেন এবং এক আয়াতে কারীমার তাফসীরে অন্য আয়াতে কারীমাকেও গ্রহণ করেন। উল্লিখিত গ্রন্থটি স্পেন ও উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এ গ্রন্থটি তিনটি বড় খন্ডে দারুল কুতুব , মিসর হতে পান্ডুলিপি আকারে প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে দুইটি খন্ড আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কুতুবখানা-ই- তায়মূরিয়্যাতে সংরক্ষিত রয়েছে ।[২]

৩. মা'আলিমুত-তানযীল ঃ- আবূ মুহাম্মাদ হুসায়ন ইবন মাস'উদ আল-বাগাভী (র.) কর্তৃক সংকলিত এ গ্রন্থটি আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর এর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে বিশুদ্ধ বর্ণনা পরম্পরা ভিত্তিক তাফসীর গৃহীত হয়েছে।[৩] গ্রন্থটি তুলনামূলক ভাবে মধ্যম আকৃতিতে রচিত হয়েছে। এ্রশাব্দিক বিশ্লেষণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিওয়ায়াত বিহীন উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যুগ যুগ ধরে তা বিশেষভাবে গ্রহণীয় হয়ে আসছে।

এ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে ।

৪. আল-কাশফ ওয়াল বায়ান 'আন তাফসীরিল কুরআন ঃ- আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী আল-নীশাপূরী (র.) কর্তৃক সংকলিত এ গ্রন্থেও রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর সংকলন করা হয়েছে । গ্রন্থকার ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম ও আল-কুরআনের অন্যতম

---

(১)যুরকানী, মানাহিলুল 'ইরফান, ১ম খ. পৃ. ৪৯৭।

(২) ড. আ.ওয়াহ্হাব ইবরাহীম, কিতাবুল বাহছ ওয়াদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ১৭৯। দারুশ-শারক, জিদ্দা, ১৯৮৬/১৪০৬ । ও Brokalman, History of the Arabs, Vol. I. P. 412

(৩) ড. আ.ওয়াহ্হাব ইবরাহীম, কিতাবুল বাহছ ওয়াদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয। তিনি ৪২৭ হি. সনে ইন্তেকাল করেন।[১]

আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর গ্রন্থ হিসেবে আল-কাশফ ওয়াল বায়ান 'আন তাফসীরিল কুরআন গ্রন্থটি ও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বড় ৪টি খন্ডে মাকতাবাতুল আযহার, মিসর হতে তা প্রকাশিত হয়। তবে ৪র্থ খন্ডে সূরা আল-ফুরকান এর তাফসীর বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে প্রাপ্ত সবটুকু অংশই ধারাবাহিক বর্ণনা সূত্র ভিত্তিক তাফসীর হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়।[২]

৫. আদ-দুররুল-মানছূর ফিত-তাফসীর বিল মা'ছূর ঃ- বিশ্ববরেণ্য 'আলিম জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী (র.) কর্তৃক সংকলিত এ তাফসীর গ্রন্থটি রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত। এ গ্রন্থটি তাঁর তরজুমানুল কুরআন নামক ব্যাপক তাফসীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। পূর্ববর্তীকালের বিশুদ্ধ তাফসীরসমূহ শুধুমাত্র এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কোন তাফসীর বির-রায় গ্রহণ করা হয়নি।[৩] আত-তাফসীর বিল মা'ছূর হিসেবে এ গ্রন্থটি পৃথিবীতে সুপ্রসিদ্ধ।

এ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

---

(১)মু. হুসায়ন আয-যাহবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরূন, ১ম খ. পৃ. ২২৭।

(২) প্রাগুক্ত।

(৩) ড. আ.ওয়াহ্হাব ইবরাহীম, কিতাবুল বাহছ ওয়াদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম বাগাভী (র.) ঃ মা'আলিমুত-তানযীল

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বাগাভী (র.) ঃ জীবনী ও কর্ম

পরিচয় ঃ- ইমাম বাগাভী (র.) এর নাম হুসায়ন , পিতার নাম মাস্'উদ, পিতামহের নাম মুহাম্মাদ,[১] তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মাদ । জন্মস্থানের প্রতি সম্বন্ধ করে তাঁকে 'বাগাভী ' বলা হয়।[২]

তাঁর উপাধি 'মুহইয়ুস-সুন্নাহ' বা সুন্নাহ জীবিতকারী (সুন্নাহ সম্পর্কিত মূল্যবান পুস্তক প্রণয়নের কারণে তাঁকে এ উপাধি দেয়া হয়),[৩] 'রুক্নুদ্দীন' বা দীনের খুঁটি (ইসলাম সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ও ইসলামের খিদমতে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগের কারণে ইমাম বাগাভী (র.) এ উপাধিতে ভূষিত হন),[৪] 'আল- ফাররা' (চর্ম ব্যবসায়ী বা চর্মশিল্পী , এ উপাধি তিনি তাঁর পৈতৃক পেশাগত কারণে প্রাপ্ত হন)।[৫] আল-কুরআনের যাঁরা খিদমত করেছেন , তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাহের প্রচার ও প্রসারের কাজে তিনি প্রচেষ্টা চালান , ব্যাখ্যামূলক বহু গ্রন্থ রচনা করেন , তদুপরি হাদীছ শাস্ত্রের আনুসংগিক 'ইলমকে লোকসমাজে নতুনভাবে প্রকাশ করেন এবং সমসাময়িকযুগে বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ হাদীছসমূহকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন।[৬] তিনি পূর্ণ আল-কুরআনের এবং অসংখ্য হাদীছের হাফিয ছিলেন , তাই তাঁকে 'আল-হাফিয' বলা হয় ।[৭] ইসলামের প্রাজ্ঞ 'আলিম

---

(১) সুব্কী , তাবাকাতুশ্ শাফিয়াতিল কুবরা , ৩য় খ., পৃ. ৫২ ।

(২) ইব্নুল 'ইমাদ , শাযারাতুয্ যাহ্ব , ৪র্থ খ., পৃ. ৪৮ ।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ , ৪র্থ খ., পৃ. ৬৮৫ ।

(৪) প্রাগুক্ত ।

(৫) ইবনুল ইমাদ , শাযারাতুয্ যাহ্ব , ৪র্থ খ ., পৃ. ৪৮ ।

(৬) যাহ্বী , তাযকিরাতুল হুফফায , ৩য় খ., পৃ. ৫২ ।

(৭) ইবনু খাল্লিকান , ওয়াফইয়াতুল আ' ইয়ান , ২য় খ., পৃ. ১৩৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

ও সেবক হিসেবে তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি দেয়া হয় ।[১] ইমাম বাগাভী (র.) এ সবগুলো উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

জন্ম ঃ- ইমাম বাগাভী (র.) বাগ কিংবা বাগশূর নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন।[২] জীবনীকারগণ তাঁর জন্ম তারিখের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য প্রদান করেননি । তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে , তিনি হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহন করেছেন।[৩] তাঁর জন্মস্থানটি 'হিরাত' ও 'মারওয়ার-রূয' নামক খুরাসানের দু'টি শহরের মধ্যবর্তী ছোট একটি গ্রাম।[৪]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন ঃ- ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় মাতা-পিতার সান্নিধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। সর্বপ্রথম মাতা-পিতার নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি আল-কুরআন মুখস্ত করেন।[৫] বুদ্ধির পরিপক্কতা হওয়ার সাথে সাথে ইমাম বাগাভী (র.) আল-কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান বিশেষভাবে অর্জন করতে থাকেন । এ উভয় প্রকার জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে তিনি কঠোর সাধনা অব্যাহত রাখেন। দীনী জ্ঞান আহরণের জন্য বহু সংখ্যক বরেণ্য 'আলিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পুস্তকসমূহ মুখস্ত করেন এবং শাফি'ঈ মাযহাবের মূল্যবান বিভিন্ন পুস্তকাদি ও ফিক্‌হ শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন ।[৬] স্বীয় সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাকে তিনি জ্ঞান আহরণে সদা নিয়োজিত রাখেন । দীনী 'ইলমের সূক্ষ্ম বিষয়াদির পূর্ণ ও যথার্থ বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর অত্যধিক আগ্রহ ছিল । যদ্দরূন তিনি পরবর্তিতে 'মারওয়ার-রূয' নামক স্থানে গমন করেন

---

(১) শু'আয়ব . শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা . ১ম খ., পৃ. ২০ ।

(২) যাহ্‌বী . সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা . ১৩শ খ., পৃ. ৪৩৯ ।

(৩) শু'আয়ব . শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা . ১ম খ., পৃ. ২০ ।

(৪) সম্পাদনা পরিষদ .দাইরাতুল মা'আরিফ .৪র্থ খ., পৃ. ৬৮৫ ।

(৫) শু'আয়ব . শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা . ১ম খ., পৃ. ২০ ।

(৬) ইবনুল 'ইমাদ . শাযারাতুয্ যাহব . ৪র্থ খ., পৃ. ৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তথাকার বহুসংখ্যক প্রাজ্ঞ 'আলিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ।[১] সে যুগের প্রসিদ্ধ 'আলিম কাযী আল- হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ আল- মারওয়াযীর সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং সর্বান্তকরণে জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন ।জ্ঞান পিপাসুদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় । শিক্ষাজীবনে ইমাম বাগাভী (র.) প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন । তাঁদের থেকে তিনি বিশুদ্ধ হাদীছ ও তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষালাভ করেন । এতদ্ব্যতীত আরো মূল্যবান বিষয়াদি ও সংশ্লিষ্ট পুস্তকসমূহ তিনি অধ্যয়ন করেন । ফিকহ্ শাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তক তিনি অধ্যয়ন করেন, বিশেষত: শাফি'ঈ মাযহাবের পুস্তক সমূহ উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন।[২] ভাষাবিদ ও সাহিত্যবিশারদগণের সাহচর্যও তিনি লাভ করেন । যার ফলে আল-কুরআনের মর্মার্থ উদঘাটন ও হাদীছ শরীফের শাব্দিক বিশ্লেষণ করা তাঁর জন্য সহজ-সাধ্য হয় ।[৩]

প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দঃ- সমসাময়িক যুগের প্রতিভাবান বিশিষ্ট 'আলিমগণের শিষ্যত্ব ইমাম বাগাভী(র.)গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ঃ-

(১) ইমাম আবূ 'আলী আল হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-মারওয়াযী (র., মৃ. ৪৬২ হি.) ,খুরাসানের ফকীহ্ এবং শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম প্রাজ্ঞ 'আলিম হিসেবে তিনি ছিলেন সুবিদিত ।

(২) আবূ 'উমর 'আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবুল কাসিম আল- মালীহী আল হারীরী (র., মৃ. ৪৬৩ হি.) , তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ হাদীছ বেত্তা ও তাফসীর বিশারদ।

(৩) আবুল হাসান 'আলী ইব্ন ইউসুফ আল- জুওয়াইনী (র., মৃ. ৪৬৩ হি.) , তিনি সমসাময়িক যুগে প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন যদ্দরূন তাঁকে 'শায়খুল হিজায' উপাধিদেওয়া হয় ।

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ ,দাইরাতুল মা'আরিফ ,৪র্থ খ., পৃ. ৬৮৫ ।

(২) প্রাগুক্ত ।

(৩) ও'আয়ব , শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা , ১ম খ., পৃ. ২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) আবূ বক্‌র ইয়া'কূব ইব্‌ন আহমাদ আস-সায়রাফী আল-নিশাপূরী (র., মৃ. ৪৬৬ হি.), তিনি বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ছিলেন ।

(৫) আবূ 'আলী হাস্‌সান ইব্‌ন সা'ঈদ আল- মুনি'ঈ আল-মারওয়াযী (র., মৃ. ৪৬৩ হি.), তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন ।

(৬) আবূ বক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিস্ সামাদ আত্-তুরাবী আল-মারওয়াযী (র., মৃ. ৪৬৩ হি.), তৎকালীন যুগে তিনি একজন বরেণ্য 'আলিম ছিলেন ।

(৭) আবুল কাশিম 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদিল মালিক ইব্‌ন আহমাদ আল-নিশাপূরী আল-মারওয়াযী (র., মৃ. ৪৬৯ হি.), তিনি সমসাময়িক যুগে 'আরবী ভাষাবিদ হিসেবে সুবিদিত ছিলেন ।

(৮) আবূ সালিহ আহমাদ ইব্‌ন 'আবদিল মালিক ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহমাদ আল-নিশাপূরী (র., মৃ. ৪৭০ হি.), তিনি খুরাসানের সুবিদিত হাদীছ বিশারদ এবং হাফিয ছিলেন ।

(৯) আবূ তুরাব 'আবদুল বাকী ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন 'আবদিল মালিক (র. মৃ. ৪৯২ হি.), তিনি নিশাপুরের প্রসিদ্ধ ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ছিলেন ।

(১০) আবুল হাসান 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ্-দাউদী আল বুসানজী (র., মৃ. ৬ষ্ঠ হি. শ. ১ম ভাগ), তিনি খুরাসানের বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন ।

ইমাম বাগাভী (র.) বিশিষ্ট 'আলিমগণের মধ্য উল্লিখিত শিক্ষকগণ হতে বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেন । পরবর্তী সময়ে তিনি আহরিত শিক্ষার যথাযথ প্রসার ঘটিয়েছিলেন।[১]

---

(১) উল্লিখিত 'আলিমগ'ণ সম্পর্কিত তথ্যাদি ও'আয়ব , শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা , ১ম খ., পৃ. ২০ হতে এবং তাফসীরে বাগাভীর ভূমিকা হতে সংগ্রহ কৃত ।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন ঃ- শিক্ষাগ্রহণের পর ইমাম বাগাভী (র.) কর্মজীবনে পদার্পণ করেন । তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন । জ্ঞানচর্চা ও প্রসারের সুবিধার্থে ইমাম বাগাভী (র.) 'মারওয়ার- রূয' [১] এবং তৎসংলগ্ন 'আসাত্-তায়সার' নামক স্থানে অবস্থান করেন । এ স্থানদ্বয়ে তিনি তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে অকাতরে বিতরণ করেন । তাঁর অবস্থানস্থলের চারদিকে শিক্ষার্থীরা জড় হতে লাগল । এ সময়ে তিনিও অব্যাহতভাবে জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা নিবৃত্ত করতে থাকেন ।[২] তাঁর ছাত্রসংখ্যা ছিল অগণিত । ক্রমান্বয়ে তাঁরাও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন এবং ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন ঃ-

(১) মাজদুদ্দীন আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্ন আস'আদ ইব্ন মুহাম্মাদ হাফাদাহ আল-আত্তারী (র., মৃ. ৫৭১ হি.) , তিনি বিশিষ্ঠ ফকীহ ও প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন ।

(২) আবুল ফাতূহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আত-তাঈ আল-হামাদানী (র., মৃ. ৫৫৫ হি.) , তিনি সমসাময়িক যুগে প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ছিলেন ।

(৩) আবুল মাকারিম ফাদ্লুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-নাওকানী (র.) , তিনি ছিলেন ইমাম বাগাভী (র.) হতে সর্বশেষে ইজাযত বা অনুমতি (যা শিক্ষাশেষে উস্তাদ ছাত্রকে দিয়ে থাকেন) প্রাপ্ত । তিনি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ অবধি বেঁচে ছিলেন ।

ঐতিহাসিক জীবনীকারগণের অনেকের নিকট তাঁরা ছিলেন গ্রহণীয় ।[৩] উল্লিখিত

---

(১) 'সিয়ারু আলামিন-নুবালা' গ্রন্থের পাদটীকা কার 'ও'আয়ব আল-আরনৌত'-এর মতে, মারগাব নদীর তীরে মারওয়ার রূব নামক শহরটি অবস্থিত। বর্তমানে তা তুর্কিস্তানের প্রান্তসীমা ও আফগানিস্তানের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত । এ স্থানটি ঐতিহাসিক ভাবে প্রসিদ্ধ । 'মারওয়ার রূব'কে ছোট মার্ও নামেও অভিহিত করা হয় , যাতে মারওশ্-শাহ্জাহান নামক স্থান থেকে তার প্রভেদ নির্ণয় করা যায় । হিজরী প্রথম শতাব্দী ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এস্থানে বিশ্ববিখ্যাত কতিপয় ' আলিমের জন্ম ও আত্মপ্রকাশ হয়েছিল । (ও'আয়ব . সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয্-যাহবী এর টীকাকার . ১৩শ খ.. পৃ. ৪৩৯ ।)

(২) মু. হানীফ, যফরুল মুহাস্সিলীন . ১ম খ .. পৃ. ১৭০ ।

(৩) ও'আয়ব, শরহুস্ সুন্নাহ্,মুকাদ্দিমা . ১ম খ.. পৃ. ২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রগণ ছাড়াও ইমাম বাগাভী (র.) এর আরও অসংখ্য ছাত্র ছিলেন , যাঁরা হাদীছ , তাফসীর, ফিক্হ্ ইত্যাদি শাস্ত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন ।

রচনাবলী ঃ- ইমাম বাগাভী (র.) তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্হ শাস্ত্র সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ রচনা করেন । তাঁর রচনাবলী তাঁকে অমর করে রেখেছে । তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ আজও মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক সমাদৃত ও পঠিত।[১] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ-

(১) মা'আলিমুত্-তানযীল [২] (অবতারিত আল- কুরআনের নিশানাসমূহ) ঃ- তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ । আত-তাফসীর বিল মা'ছূর হিসেবে এ গ্রন্থটি সমাদৃত । এতে বিশুদ্ধতম রিওয়ায়াত ও মতামত সন্নিবেশিতহয়েছে ।[৩] মা'আলিমুত্-তানযীল চার খন্ডে মুদ্রিত মধ্যম প্রকারের তাফসীর গ্রন্থ ।

(২) মাসাবিহুস্-সুন্নাহ [৪] (সুন্নাহের প্রদীপসমূহ)ঃ- ইমাম বাগাভী (র.) কর্তৃক সংকলিত অন্যতম হাদীছ গ্রন্থ হিসেবে তা মুসলিম বিশ্বে সুবিদিত । বিষয়বস্তুর ক্রম অনুযায়ী , সংক্ষিপ্তাকারে সনদসমূহ পরিত্যাগ করে , বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন ।[৫] প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ হতে ধারাবাহিক বর্ণনা সূত্র উল্লেখ ব্যতীত সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করেন । বহুবার, বিভিন্ন সময়ে এ গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। বিশেষত বূলাক হতে ১২৯৪ হি. এবং কায়রো হতে ১৩১৮ হি. সনে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়।

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ , ৪র্থ খ., পৃ. ৬৮৬ ।

(২) 'মা'আলিমুত-তানযীল' গ্রন্থটি অত্র গবেষণা সন্দর্ভের অন্যতম আলোচ্য বিষয় । এর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অংশে বিদ্যমান । 'মা'আলিমুত-তানযীল' গ্রন্থটি তাফসীর-ই-বাগাভী নামেও খ্যাত ।

(৩) শু'আয়ব , সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয্-যাহবী এর টীকাকার , ১৩শ খ., পৃ. ৪৩৯ ।

(৪) এ গ্রন্থটি 'মাসাবীহুদ্-দুজা' নামেও অভিহিত । অত্র গ্রন্থটি ইমাম বাগাভী (র.)এঁর হাদীছ বিশারদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভের মূল ভিত্তি ।

(সম্পাদনা পরিষদ , ইসলামী বিশ্বকোষ , ৫ম খ., পৃ. ৩৯০)

(৫) শু'আয়ব , শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা , ১ম খ., পৃ. ২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

এটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ। প্রতি পরিচ্ছেদে তিনি প্রথমে সহীহ হাদীছ[১] বিশেষত: সহীহ বুখারী[২], সহীহ মুসলিম[৩] এর হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তারপর হাসান হাদীছ[৪] উল্লেখ করেছেন। পর্যায়ক্রমে, জামি' তিরমিযী[৫], সুনান নাসাঈ[৬],

---

(১) সহীহএর শাব্দিক অর্থ বিশুদ্ধ, পারিভাষিক অর্থে এমন হাদীছকে সহীহ বলে, যার সনদ (বর্ণনাকারীর পরম্পরা) মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত), বর্ণনাকারীগণ 'আদিল (পূর্ণ ন্যায়পরায়ন), পূর্ণমাত্রার স্মরণশক্তি সম্পন্ন। এতে বাহ্যিকভাবে অথবা অভিজ্ঞ 'আলিমের দৃষ্টিতে কোনরূপ ত্রুটি দেখা যায় না। তদুপরি, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত কোন বর্ণনাও এতে নেই।

('আমীমুল ইহসান, মীযানুল আখবার, পৃ. ১৫)

(২) ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম আল-বুখারী (র. জ. ১৯৪ হি. মৃ. ২৫৬ হি.) কর্তৃক সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ, যাতে পুনরাবৃত্তিসহ ৭৩৯৭ টি হাদীছ এবং পুণরাবৃত্তি ব্যতীত ৪০০০ টি হাদীছ রয়েছে। তিনি এক লক্ষ সহীহ হাদীছ থেকে বাছাই করে দীর্ঘ ১৬ বৎসর বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে এ গ্রন্থ সংকলন করেন।

(৩) আবুল হুসায়ন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (র. জ. ২০৪ হি. মৃ. ২৬১ হি.) কর্তৃক সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ। যাতে পুণরাবৃত্তিসহ ১২০০০ টি হাদীছ এবং পুনরাবৃত্তি ব্যতীত ৪০০০ টি হাদীছ রয়েছে। তিন লক্ষ হাদীছ থেকে বাছাই করে দীর্ঘ ১৫ বৎসর প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি এ গ্রন্থ সংকলন করেন।

(৪) হাসান এর শাব্দিক অর্থ সুন্দর। পারিভাষিক অর্থে এমন হাদীছকে হাসান বলে, যার বর্ণনাকারী পূর্ণমাত্রার স্মরণশক্তি সম্পন্ন নন, তবে বহু পন্থায় বিভিন্ন ব্যক্তি হতে হাদীছটি বর্ণিত হওয়ায় তা গ্রহণীয়।

('আমীমুল ইহসান, মীযানুল আখবার, পৃ. ১৬)

(৫) আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা (র. জ.২০৯ হি. মৃ.২৭৯ হি.)কর্তৃক সংকলিত বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ, যা জামি' ও সুনান উভয় নামে প্রসিদ্ধ।

(৬) আবূ আব্দির রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র. জ.২১৫ হি. মৃ. ৩০৩ হি.) কর্তৃক সংকলিত সহীহ হাদীছ গ্রন্থ। এতে ৪৪৮২ টি হাদীছ, ১৫ টি অধ্যায়, ১৭৪৪ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুনান আবী দাউদ [১], সুনান ইব্ন মাজাহ [২] এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ [৩] হতে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক বাব বা অধ্যায় এ গারীব হাদীছও [৪] উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর এ গ্রন্থটির বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ কিতাবে কোন মুনকার [৫] ও মাওদূ' [৬] হাদীছ নেই। এ গ্রন্থের গুরুত্ব

---

(১) আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ ইব্ন ইসহাক আস-সিজিস্তানী (র. জ. ২০২ হি. মৃ.২৭৫ হি.) কর্তৃক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ। পাঁচ লক্ষ হাদীছ থেকে বাছাই করে ৪৮০০টি হাদীছ শরীফ তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(২) ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ (র. জ.২০৯ হি. মৃ. ২৭৩ হি.) কর্তৃক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে প্রায় চার হাজার হাদীছ, ৩২ টি অধ্যায়, ১৫০০টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

(৩) যেমন, ইমাম মালিক ইবন আনাস (র.) মুআত্তা গ্রন্থে বহু সহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন। তিনি হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। ৯৩ হি. সনে তিনি মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হি. সনে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবল (র.) মুসনাদ গ্রন্থে অনেক সহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন। তিনি রবিউছ-ছানী, ১৬৪/ ডিসেম্বর ,৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং রবিউল আউয়াল, ২৪১/ জুলাই, ৮৫৫ সালে ইন্তেকাল করেন। ইমাম বায়হাকী (র.) আসসুনানুল কুবরা হাদীছগ্রন্থ সংকলক। তিনি ৩৩৪/ ৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৫৮/ ১০৬৬ সালে ইন্তেকাল করেন। এসব গ্রন্থ হতেও ইমাম বাগাভী (র.) রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

(৪) কোন হাদীছের বর্ণনাকারী যদি কোন স্তরে মাত্র একজন হয়, তবে সে হাদীছকে গারীব হাদীছ বলে। ('আমীমুল ইহসান, মীযানুল আখবার, পৃ. ৬)

(৫) মুনকার অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃত, পারিভাষিক অর্থে কোন হাদীছের বর্ণনাকারী যদি পাপাচার বা কুফুরীর প্রতি ধাবিত করে এমন বিদ'আতী হয়, অথবা নিজের গ্রহণযোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীত বর্ণনা করে, অথবা অধিক ভ্রমকারী এবং অসচেতন ইত্যাদি পর্যায়ের হয়, তাহলে সেরূপ হাদীছকে মুনকার হাদীছ বলে। ('আমীমুল ইহসান, মীযানুল আখবার, পৃ. ৮)

(৬) মাওদূ' অর্থ বানোয়াট, পারিভাষিক অর্থে প্রকৃতভাবে হাদীছ না হওয়া সত্ত্বেও জাল, বানোয়াট বর্ণনাকে মাওদূ' বলে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল শরী'আত অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে।[১] 'উলামায়ে কিরাম 'মাসাবিহুস্-সুন্নাহ' গ্রন্থটিকে তৎকালীন যুগ হতে অদ্যাবধি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করে আসছেন। এ গ্রন্থটির পাদটীকা ও বহু ভাষ্য পুস্তক রচিত হয়েছে।

বিশেষতঃ ইমাম ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-খাতীব আত্-তাবরীযী (র., মৃ. ৭৪৩/১৩৪২) এ গ্রন্থটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংযোজন পূর্বক এর নাম রেখেছেন, 'মিশকাতুল-মাসাবীহ্'।[২]

(৩) মাজমূ'আতুম্-মিনাল ফাতাওয়া ঃ- এ গ্রন্থে তিনি তাঁর বিশিষ্ঠ উস্তাদগণ (র.) হতে প্রাপ্ত ফিক্হ শাস্ত্রের বিভিন্ন আলোচনা উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন মাসআলার যথাযথ সমাধান প্রমাণ সহ এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বাগাভী (র.) এ গ্রন্থে বিশেষত স্বীয় উস্তাদ আবূ 'আলী আল হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী (র.) থেকে প্রাপ্ত সকল মাসআলা উল্লেখ করেন।

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৪র্থ খ., পৃ. ৬৮৬।

(২) 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থটি বহুবার মুদ্রিত হয়। A. N. Mathews এর ইংরেজী অনুবাদ করেন। ২ খন্ডে ১৮০৯ ও ১৮১০ সালে কলিকাতা হতে অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মাওলানা ফজলুল করীমপুনরায় এর 'আরবী পাঠ পাশাপাশি বিন্যস্ত করে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৯৩৮-৩৯ সালেকলিকাতা হতে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মাওলানা রুহুল আমিন (র., মৃ. ২রা নভেম্বর ১৯৪৫ খৃ.) এর কিয়দাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (র. মৃ ১৯৯ খৃ.) এ গ্রন্থটি ১০ খন্ডে বাংলায় অনুবাদ করার অভিপ্রায় করে, ৭ ম খন্ড পর্যন্ত সম্পন্ন করতে তিনি সক্ষম হন মূল আরবী গ্রন্থটি একাধিকবার তুর্কিস্তান ও ভারত হতে প্রকাশিত হয়। আল-মাকতাবুল ইসলামী কর্তৃক সর্বশেষে তা মুদ্রিত হয় এবং উস্তাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়। 'মিশকাতুল মাসাবীহ' পুস্তকটি অধিকাংশ দীনী প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে পঠিত হয়।

(সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খ., পৃ. ৩৯০)

Dhaka University Institutional Repository

এ পুস্তকের বিন্যাস 'মুখতাসারুল-মাযিনী'[১] নামক পুস্তকের বিন্যাসের অনুরূপ করা হয়। দামেস্কের দারুল কুতুব আল-যাহরিয়্যাহ্‌তে মাজমূ'আতুম্-মিনাল ফাতাওয়া পুস্তকটির একটি পান্ডুলিপি রয়েছে।[১]

(৪) আত-তাহযীব ফী ফিক্‌হি ইমামিশ্ শাফি'ঈ ঃ তাঁর শায়খ কাযী আল হুসায়ন (র.) এর টীকা সম্বলিত পুস্তককে তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেন । গ্রন্থটি ছিল গবেষণালব্ধ রচনা, অত্যন্ত সুবিন্যস্ত , নির্ভরযোগ্য, গ্রহনীয় প্রমাণাদি দ্বারা সুগঠিত;এতে তিনি কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। এ গ্রন্থটি আটটি খন্ডে প্রকাশিত হয় , তা শাফি'ঈ মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণীয় । ৫৯৯ হি. সনে হস্তলিখিতভাবে তা প্রথম প্রকাশিত হয় ।

(৫) শারহুস্-সুন্নাহ ঃ এ গ্রন্থটি হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। পূর্ববর্তী যুগের বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতসমূহ ইমাম বাগাভী (র.) এতে সংকলন করেছেন । তদুপরি হাদীছের শাব্দিক বিশ্লেষণ ও মাসআলাসমূহের সম্পর্কে মতভেদ এবং ফিক্‌হী সমাধান এতে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে অধ্যায় (কিতাব) ও পরিচ্ছেদ (বাব , ফাস্‌ল) ইত্যাদিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে । ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি আল-কুরআন ও আল- হাদীছ হতে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে তিনি সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈগণের উক্তি দ্বারা অর্থসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। হাদীছ বর্ণনার পর সংশ্লিষ্ট পুস্তকের উদ্ধৃতি এবং হাদীছ বিশারদের কারো কারো উক্তিও তিনি উল্লেখ করেছেন।

(৬) আল-আনওয়ার ফী শামাইলিল মুখতার ঃ এ গ্রন্থটি জীবনীমূলক । ১০১টি পরিচ্ছেদে তিনি এ গ্রন্থটি বিন্যস্ত করেন। প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের জীবনী বিস্তারিতভাবে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয় ।[২]

---

(১) ৯১৩ হি. সনের এ অনুলিপিটি শাফি'ঈ ফিক্‌হ নং- ৩৭৫ এ সংরক্ষিত রয়েছে। ও'আয়ব , শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা , ১ম খ., পৃ. ২০ ।

(২) তাঁর জীবনীকার গণের মধ্যে হাজ্জী খলীফা কাশফুয্ যুনূন গ্রন্থে এবং অন্যান্যগণ এ গ্রন্থটির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আল কাতানী (র.) আর-রাসাইলুল-মুসতাত্‌রাফাহ্ শীর্ষক পুস্তকের ৮৮পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন , মুহাদ্দিছগণের নির্ধারিত পন্থানুযায়ী তিনি এ পুস্তকটি রচনা করেন। হাজ্জী খলীফা, কাশফুয্ যুনূন , ২য় খ. পৃ.২৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) আল-জামি' বায়নাস্ সাহীহায়ন ঃ এ গ্রন্থটিও হাদীছ শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ । সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হতে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে হাদীছ সংকলন করা হয় । কাশফুয্ যুনূন প্রনেতা ও অন্যান্যগণ এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১]

(৮)আল-আরবা'ঈন ঃ এ গ্রন্থে বাছাইকৃত ৪০ টি হাদীছ তিনি উল্লেখ করেন। ইমাম যাহাবী (র.) হতে ইব্নু কাযী শু'বাহ্ এ গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন ।[২]

এ গ্রন্থগুলো ছাড়াও ইমাম বাগাভী (র.) আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তবে উল্লিখিত গ্রন্থগুলো প্রসিদ্ধ রচনা হিসেবে খ্যাত।

গুণাবলী ঃ ইমাম বাগাভী (র.) এর বিশেষ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ঠ্য ছিল। যেগুলো তাঁকে সমসাময়িক যুগে ও পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ করেছিল । এমনকি শায়খুল- ইসলাম, মুহ্ইয়ুস্-সুন্নাহ ইত্যাদি উচ্চসম্মানজনক উপাধিতে তাঁকে ভুষিত করা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন অনুপম গুণাবলীর অধিকারী ।

যেমন, তিনি ছিলেন আল-কুরআনের হাফিয, হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ 'আলিম ও বহু হাদীছের হাফিয, সনদ ও মতন বিষয়ক সূক্ষ্ম জ্ঞান আয়ত্তকারী , হাদীছবেত্তাগণের নির্ভরযোগ্যতা সংক্রান্ত জ্ঞান বিশারদ, কিরআত শাস্ত্রবিদ , তাফসীর শাস্ত্রে সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ (র.) গণের বর্ণিত রিওয়ায়াত সম্পর্কে অবহিত , ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষতঃ শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসৃত নীতিমালা সম্পর্কে পারদর্শী 'আলিম , তিনি কোন ইমামের অন্ধ অনুসরণ করেননি বরং ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে মাযহাব ও ইমাম গণের মতামত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং মতামতসমূহের অনুকূলে বর্ণিত প্রমাণাদি নিরূপণ করেছেন। তিনি কখনো তর্ক-বিতর্কের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেননি । ইসলামের নামে অনেক গুলো ভ্রান্ত ফিরকার উদ্ভব ঘটলে ইমাম বাগাভী (র.) আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ্ অনুসরণপূর্বক এগুলো হতে সতর্ক থাকেন ।[৩]

---

(১) মু. হানীফ , যফরুল মুহাস্সিলীন, ১ম খ. পৃ. ১৬৯ ।

(২) ও'আয়ব , সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয্-যাহবী এর টীকাকার , ১৩শ খ. পৃ. ৪৩৯ ।

(৩) ইবনুল 'ইমাদ , শাযারাতুয্ যাহব , ৪র্থ খ. পৃ. ৪৮ ও 'উমর রিদা, মু' জামুল মুআল্লিফীন, ৪র্থ খ. পৃ. ৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, কোন আলোচনার ক্ষেত্রে যথার্থ তথ্য পরিবেশনকারী , মাযহাব সম্পর্কে সহজ নীতি অনুসরনকারী , যথাযথ বর্ণনার আলোকে ইমাম গণের মতামত সমূহ নিরূপনকারী, ইসলামী জ্ঞান প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালনকারী, সমসাময়িক যুগ ও তৎপরবর্তীকালে বরেণ্য 'আলিম। অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন সহকারে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করতেন। প্রায় সর্বদা তিনি পবিত্র অবস্থায় থাকতেন ।[১]

তিনি পার্থিব স্বাচ্ছন্দ পছন্দ করতেন না। ভোগ বিলাসের উপকরণ তিনি যথাসম্ভব পরিহার করে চলতেন। পার্থিব সম্পদের ক্ষেত্রে অতি অল্পে তিনি পরিতুষ্ট থাকতেন । পার্থিব কোন বস্তুই তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে দূরে রাখতে পারেনি। ইমাম বাগাভী (র.)সকলের সাথে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করতেন এবং সহজে অন্যকে আপন করে নিতেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতাও ছিল সর্বজন স্বীকৃত । এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন উন্নত ও পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী। আলোচনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য বরেণ্য 'আলিম হিসেবে মুসলিম জাতি তাঁকে গ্রহন করেছে ।[২]

পারিবারিক জীবনঃ-ইমাম বাগাভী (র.)এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সামান্য কিছুমাত্র জানা যায় । শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে তিনি পারিবারিক জীবনে পদার্পণ করেন । তাঁর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত অনুগতা , তাঁর প্রচুর সম্পদ ছিল , সার্বিক ক্ষেত্রে তিনি স্বামীকে সহযোগিতা করতেন । ইমাম বাগাভী (র.) এর পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটে , তবে ইমাম বাগাভী (র.) স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কিছু গ্রহন করা হতে বিরত থাকেন । তাকিউদ্দীন নামে তাঁদের একজন সন্তান ছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে প্রাজ্ঞ 'আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। পিতার শিক্ষাকে তিনি জীবন্ত রাখেন । পারিবারিক জীবনে ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন সুখী ।[৩]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ ,দাইরাতুল মা'আরিফ ,৪র্থ খ., পৃ. ৬৮৫ ।

(২) খালিদ 'আব্দুল্লাহ , মা'আলিমুত্-তানযীল মুকাদ্দিমা , ১ম খ. পৃ. ১৮ ।

(৩) সুবকী , তাযকিরাতুশ্-শাফি'ইয়্যাতিল কুবরা , ৪র্থ খ. পৃ. ২১৪ ও ইবনুল 'ইমাদ , শাযারাতুয্ যাহব , ৪র্থ খ. পৃ. ৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বাগাভী (র.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ 'উলামায়ে কিরামের অভিমত ঃ বিভিন্ন বিবৃতিতে ইমাম বাগাভী (র.) এর সম্মানজনক অবস্থান সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে । শরী'আত তথা সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞানে তাঁর নির্ভরযোগ্যতা এবং তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান সম্পর্কে পরবর্তী যুগের সুপ্রসিদ্ধ 'আলিমগণ নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন । তন্মধ্যে কয়েকজনের উক্তি উল্লেখ করা হল ঃ-

☐ আল-হাফিয আল-যাহাবী[১] (র.) বলেন , ইমাম বাগাভী (র.) হলেন,আল-আল্লামাহ্, আল-হাফিয ,শায়খুল ইসলাম ,মুহ্ইয়ুস্ সুন্নাহ্ ,বহু অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা ।[২]

☐ আস্- সুবকী[৩] (র.) বলেন , ইমাম বাগাভী (র.) সমসাময়িক যুগে সম্মান-জনক উপাধি-সমূহ লাভ করেন । তিনি বাগদাদে আগমন করেননি , যদি তিনি বাগদাদে আগমন করতেন , তাহলে হয়ত তিনি আরো অনেক মূল্যবান কীর্তি রেখে যেতে সক্ষম হতেন । দীনের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল । তাঁর ছিল তাফসীর, হাদীছ , ফিক্হ শাস্ত্রে বিশ্বকোষের ন্যায় ব্যাপক জ্ঞান , যা তাঁর রচনাসমূহে প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর ছেলে তাকীউদ্দীন আল-ইমাম তাঁর মর্যাদাকে আরো উদ্ভাসিত করেছেন। এ সুযোগ্য পুত্রের মাধ্যমে তাঁর অধিক সংখ্যক রিওয়ায়াত পাওয়া যায় । ইমাম বাগাভী (র.) এর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এত তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী ছিল যে , তিনি যখন কোন বিষয়ে বর্ণনা দিতেন বা আলোচনা করতেন , তখন তা হত সকলের নিকট গ্রহণীয়। অথচ তাঁর বক্তব্য হত অত্যন্ত স্বল্প । নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ববর্তীগণের মতামতসমূহকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং

---

(১) শামসুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আদদামিশকী আয-যাহবী(র.). তিনি রাবীউল আউয়ালের ৩০ তারিখ ৬৭৩ / ৭ই সেপ্টেম্বর ১২৭৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি প্রসিদ্ধ 'আলিম ও ঐতিহাসিক ছিলেন । ৭৪৮ হি. সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফায.৩য় খ. পৃ. ৫২ ।

(৩)মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন খাত্তাব আস-সুবকী (র.) । তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক,ঐতিহাসিক ও 'আলিম ছিলেন । তিনি ১২৭৪/১৮৫৮সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৫২/১৯৩৩ সনে ইন্তেকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন।[১]

☐ ইব্নুল 'ইমাদ[২] (র.) বলেন, ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন, প্রসিদ্ধ হাদীছবেত্তা, তাফসীর বিশারদ , মূল্যবান বহু গ্রন্থের সার্থক প্রনেতা , সমসাময়িক যুগের বিখ্যাত জ্ঞানী । বিশেষত তিনি ছিলেন খুরাসানের শীর্ষস্থানীয় 'আলিম।[৩]

☐ ইব্নু খাল্লিকান[৪] (র.) এর মতে , ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন , জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমুদ্রতুল্য। আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাহের সংকলন ও ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন । দীনী জ্ঞান প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পবিত্রতা অবলম্বন ব্যতীত তিনি কখনো পাঠদান করতেন না। তাঁর স্ত্রী ইন্তেকাল করলে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ (মীরাস) হতে তিনি কিছুই গ্রহণ করেননি । সামান্য রুটিই ছিল তাঁর অধিকাংশ সময়ের আহার্য । অবশেষে এ বিষয়ে একটু শিথিলতা করে রুটির সাথে তিনি তৈল মিশ্রিত করে আহার করতেন ।[৫]

☐ হাফিয ইব্নু কাছীর[৬] (র.) এর মতে , জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম বাগাভী (র.)

---

(১) সুবকী , তাযকিরাতুশ্-শাফি'ইয়্যাতিল কুবরা ,৪র্থ খ. পৃ. ২১৪ ।

(২) তিনি ইমাম আহমাদ (র.) এর মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম, জীবনীকার, বহু গ্রন্থ প্রণেতা । তাঁর অন্যতম গ্রন্থ শাযারাতুয-যাহব।

(৩)ইবনুল 'ইমাদ , শাযারাতুয্ যাহব , ৪র্থ খ. পৃ. ৬৯ ।

(৪) শামসুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুহম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল -বার্মকী আশ-শাফি'ঈ (র.) । তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন । তিনি ১১ রাবীউছ্ ছানী ৬০৮/ ১২ সেপ্টেম্বর ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ রজব ৬৮১/ ২০ অক্টোবর ১২৪২ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।

সুবকী , তাবাকাতুশ্ শাফিয়াতিল কুবরা , ৩য় খ., পৃ. ৫২ ।

(৫) ইব্নু খাল্লিকান , ওয়াফইয়াতুল আ' ইয়ান , ২য় খ., পৃ. ১৩৬।

(৬) ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমর 'ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইব্নুল খাতীব আল-বাসরী আশ্-শাফি'ঈ । বিশ্ববিখ্যাত 'আলিম , তাফসীর বিশারদ ও জীবনীকার । তিনি ৭১০/১৩০১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭৪/১৩৭৩ সনে ইন্তেকাল করেন । ইবনু হাজার 'আসকালানী , আদ্দুরারুল কামিনাহ , ১ম খ. পৃ. ২১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন পরিপক্ক । সে যুগের প্রসিদ্ধতম 'আলিম ও সাধক । ইহকালীন প্রাচুর্যতা পরিহারকারী , ইসলামের সেবায় সদা নিবেদিত সার্থক ক্ষনজন্মা পুরুষ, প্রসিদ্ধতম হাদীছবেত্তা, তাফসীর শাস্ত্রবিশারদ , চাহিদা সম্বরনকারী , হিতার্থী 'আলিম ।[১]

☐ ইমাম সুয়ূতী[২] (র.) ইমাম বাগাভী (র.) সম্পর্কে বলেন , তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম । হাদীছ , তাফসীর ও ফিক্হ্ শাস্ত্রের ইমাম, স্বার্থহীন ত্যাগী , বিশুদ্ধ 'আকীদাহ পোষনকারী , অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুস্তক সংকলক ও রচয়িতা ।[৩]

সুতরাং, উল্লিখিত মতামতের আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইমাম বাগাভী (র.) একজন প্রাজ্ঞ, বিচক্ষন ও বরেণ্য 'আলিম ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই ।

মৃত্যুঃ ইমাম বাগাভী (র.)এর মৃত্যুসন সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় । ইব্নুল 'ইমাদ এর মতে, ইমাম বাগাভী (র.) ৫১৬ / ১১১২ সনে খুরাসানের মারওয়ার-রোয নামক স্থানে শাওয়াল মাসে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন ।[৪] 'আল্লামা সুবকীর মতে, ইমাম বাগাভী (র.) ৫২০/১১১৭ সনে ইন্তেকাল করেন ।[৫] ইব্নু খাল্লিকানের মতে, প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন ।[৬] খুরাসানের প্রসিদ্ধ ' তালকানী ' কবরস্থানে উস্তাদ কাযী হুসায়ন-এর কবরের পার্শ্বে ইমাম বাগাভী (র.) কে সমাহিত করা হয় ।[৭]

---

(১) মু. হানীফ , যফরুল মুহাস্সিলীন, ১ম খ., পৃ. ১৬৯ ।

(২) তাঁর জীবনী পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

(৩) সুয়ূতী ,তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন , ১ম খ. পৃ. ১৩

(৪) ইবনুল 'ইমাদ , শাযারাতুয্ যাহব , ৪র্থ খ., পৃ. ৪৮

(৫) সুবকী , তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়্যাহ, ৪র্থ খ., পৃ. ২১৪ ।

(৬) ইবনু খাল্লিকান , ওয়াফইয়াতুল আ' ইয়ান , ২য় খ., পৃ. ১৩৬ ।

(৭) মু. হানীফ , যফরুল মুহাস্সিলীন, ১ম খ., পৃ. ১৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

تفسير البغوي

المسمى معالم التنزيل

للإمام الجليل محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود
الفراء البغوي الشافعي
المتوفى ٥١٦ هجرية

تحقيق
خالد عبد الرحمن العك — مروان سوار

الجزء الأول

مكتبة العلم بيرون بوهر گيٹ ملتان

BOOKS ALL SORTS
Exported & Produced by:
MALIK SIRAJUDDIN & SONS
Phones: (042) 7657527 - 5861620 - 311498

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র

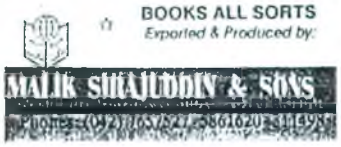

Dhaka University Institutional Repository

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ولها ثلاثة أسماء معروفة : فاتحة الكتاب ، وأم القرآن ، والسبع المثاني ، سُميت فاتحة الكتاب لأنه تعالى بها افتتح القرآن ، وأم الكتاب : لأنها أصل القرآن ، منها بُدىء القرآن ، وأم الشيء أصله ، ويُقال لمكة : أم القرى ، لأنها أصل البلاد ، دُحيت الأرض من تحتها ، وقيل : لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور يبدأ بكتابتها في الصحف وبقراءتها في الصلاة ، والسبع المثاني : لأنها سبع آيات باتفاق العلماء ، وسُميت مثاني لأنها تثنّى في الصلاة ، فتُقرأ في كل ركعة ، وقال مجاهد : سُميت مثاني لأنّ الله تعالى استثناها لهذه الأمة فدخرها لهم ، وهي مكية على قول الأكثرين ، وقال مجاهد : مدنية ، وقيل : نزلت مرتين ، مرة بمكة ومرة بالمدينة ، ولذلك سُميت مثاني ، والأوّلُ أصح أنّها مكية لأن الله تعالى منّ على الرسول ﷺ بقوله ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني﴾، والمراد منها: فاتحة الكتاب، وسورة الحِجْرِ مكية، فلم يكن يمنّ عليه بها قبل نزولها.

سُورَةُ الفَاتِحَة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

[١] قوله : ﴿ بسم الله ﴾ الباء زائدة يخفض ما بعدها ، مثل مِنْ وعَنْ ، والمتعلق به محذوف لدلالة الكلام عليه ، تقديره : ابدأ بسم الله أو قل بسم الله ، وأُسقطت الألف من الاسم طلباً للخفة لكثرة استعمالها ، وطولت الباء قال القطيبي : ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف مُعظم ، كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله يقول لكتابه : طوّلوا الباء وأظهروا السين وفرّجوا بينهما ودوروا الميم تعظيماً لكتاب الله عزّ وجلّ ، وقيل : لما أسقطوا الألف ردّوا طُول الألف على الباء ليكون دالاًّ على سقوط الألف ، ألا ترى أنه لما كتب الألف في : ﴿إقرأ باسم ربّك﴾ رُدت الباء إلى صيغتها، ولا يحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা ।

Dhaka University Institutional Repository

মা'আলিমুত্-তান্যীল এর পরিচয়

'মা'আলিমুত্-তানযীল' একটি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। ইমাম বাগাভী(র.) এর অন্যতম সংকলিত গ্রন্থ । গ্রন্থটি আত্-তাফসীর বিল্ মা'ছূর সম্পর্কিত । এ গ্রন্থটিকে সংক্ষেপে তাফসীরে বাগাভীও বলা হয়। মধ্যম প্রকারের চারটি খন্ডে এ গ্রন্থটি কয়েকবার মুদ্রিত হয় ।[১]

মা'আলিমুত্- তানযীল গ্রন্থটি পূর্ববর্তী গণের মতামত সম্বলিত মধ্যম প্রকারের একটি তাফসীর গ্রন্থ। আয়াতে কারীমার উদ্ধৃতি সহ , অনুকূলে প্রাপ্ত পবিত্র হাদীছের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হয়েছে । এতে বিধান সম্বলিত আয়াত সমূহেরও রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয়, অসংগতিপূর্ণ বিষয়াদি পরিহার করা হয়েছে। যদ্দরুন গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে ।[২]

গ্রন্থটির পরিচয় প্রদানে ইমাম বাগাভী(র.) বলেছেন , আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে এ গ্রন্থটিকে আমি একত্রিত করতে পেরেছি। বিশুদ্ধ তাফসীর গুলোকে অতি দীর্ঘ সূত্র উল্লেখ এবং অতি সংক্ষেপ করা ছাড়া মধ্যম পন্থা অবলম্বন পূর্বক গ্রন্থটি প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি এবং যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে নিরূপিত বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীরসমূহ উল্লেখ করেছি।[৩]

---

(১) মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটির প্রাচীন অনুলিপির পাদটীকায় তানভীরুল মিকবাস তাফসী'র ইবন 'আব্বাস (রা.) সংযোজিত হলেও শেষ পর্যায়ে ইদারাই তা'লিফাতি আশরাফিয়া হতে ১৯৮৩ / ১৪০৩ সালে মুদ্রিত অনুলিপিতে তাফসীরের পার্শ্বে ও পাদটীকায় অন্যকোন তাফসীর উল্লেখ করা হয়নি।

এ গ্রন্থটি মাঝারি আকারের চার খন্ডে মুদ্রিত হয়। প্রথম খন্ডে মুকাদ্দিমা, সূরা আল-ফাতিহা হতে সূরা আল-নিসার শেষ অবধি বিদ্যমান । এ খন্ডে সর্বমোট ৫০৪ পৃষ্ঠা রয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে সূরা আল-মাইদাহ হতে সূরা ইউসুফ পর্যন্ত রয়েছে, এতে মোট ৪৫৪ পৃষ্ঠা বিদ্যমান। তৃতীয় খন্ডে, সূরা আর-রা'দ হতে সূরা আল-ফাতির অবধি রয়েছে। এত মোট ৫৭৪ পৃষ্ঠা রয়েছে। সর্বশেষ চতুর্থ খন্ডে সূরা ইয়াসীন হতে সূরা আল-নাস পর্যন্ত তাফসীর রয়েছে।

(২) ড. 'আয়ব , সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয্-যাহবী এর টীকাকার , ১৩শ খ., পৃ. ৪৩৯ ।

(৩) ইমাম বাগাভী (র.), 'মা'আলিমুত-তানযীল' ১ম খ., পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরের অনুসৃত পদ্ধতি

ইমাম বাগাভী (র.) তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করেছেন। আল-কুরআনের আয়াতকে আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা তাফসীর করেছেন, আহকামের ব্যাখ্যামূলক বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনের কিরাআতগুলোর মধ্যকার বিভিন্নতা তিনি পরিহার করেছেন এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিরাআত গ্রহণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী, সাহাবীগণের (রা.) ও তাবি'ঈ গণের (র.) মাধ্যমে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর তিনি তাঁর এ গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। আয়াত অবতরণের কারণসমূহও তিনি রিওয়ায়াত ভিত্তিক সহজ 'আরবী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম বাগাভী (র.) পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন,

" প্রথমত আমি আয়াতের অনুকূলে প্রাপ্ত আয়াত দ্বারা তাফসীর করেছি । অতঃপর আমি সংশ্লিষ্ট হাদীছ গুলো হাদীছ শাস্ত্রের হাফিয ও ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত বিশুদ্ধ হাদীছ হতে সংগ্রহ করেছি। তাফসীরের যথাযথ তথ্য নেই এমন সব রিওয়ায়াত আমি এ গ্রন্থেউল্লেখ করিনি। তাছাড়া সনদগতভাবে দুর্বল বর্ণনাও আমি পরিহার করেছি।"[১]

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটিতে সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো দিক পাওয়া যায়, যে গুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুস্তকটির বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাফসীর পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। সে সব কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

১. সংক্ষিপ্ত ও সহজসাধ্য বিষয়াদি ইমাম বাগাভী (র.) নির্বাচিত করেছেন এবং মধ্যম ও সহজ পন্থায় তাঁর গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. আয়াত সমূহের মর্ম উদঘাটনে তিনি প্রথমত অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল-কুরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং কিরাআত প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন । তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত হাদীছ শরীফের উদ্ধৃতি উল্লেখকরেছেন। এ ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী, সাহাবীগণের (রা.) ও তাবি'ঈগণের (র.) বাণী ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করেছেন ।

---

(১) *বাগাভী, 'মা'আলিমুত-তানযীল*. ১ম খ., পৃ. ৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. হাদীছ শরীফের উদ্ধৃতির পর আলোচ্যাংশে আরবী ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণগুলো কিছু কিছু তুলে ধরা হয়েছে ।

৪. আল-কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিক্‌হী বিধান গুলোও সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইমামগণের মতামত ও প্রমাণাদি গৃহীত হয়েছে ।

৫. রিওয়ায়াত সমূহের সনদ গুলো পূর্ণরূপে প্রথমে লওয়া হয়েছে । তবে সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ (র.) গণের থেকে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত সমূহে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ সনদ উল্লেখ করা হয়নি । এ সনদ গুলো সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় বিস্তারিত তথ্যাদি বর্ণনা করেছেন।

৬. ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পর বিরোধী মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু এ বিষয়ে কোন মতকে পরিত্যাজ্য বা অমূলক সাব্যস্ত করা হয়নি , আবার কোন মতকে প্রাধান্যও দেয়া হয়নি । এর মাধ্যমে ইমাম বাগাভী (র.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট অংশের তাফসীর এ সকল অর্থে অথবা এ সব হতেও অধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে । অন্য কোন তাফসীর গ্রন্থে এ বৈশিষ্ট্য সাধারণত পাওয়া যায় না ।

৭. এ তাফসীর গ্রন্থে যে বিষয়টি সযত্নে পরিহার করা হয়েছে তা হল , ই'রাব ও বালাগাত সংক্রান্ত বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণের ব্যাপক মতামত । তবে তিনি এ সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অতীব প্রয়োজনীয় দিকগুলো উল্লেখ করেছেন , যেগুলো আয়াতের মর্মার্থ উদঘাটনে আবশ্যক ।

৮. 'আকীদাহ ও সিফাত[১] সংক্রান্ত আয়াতসমূহে 'আকাইদ শাস্ত্রের তথা ইলমু কালামের আলোচনাও ইমাম বাগাভী(র.)খুবই স্বল্প পরিমানে , যথার্থ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন ।

৯. সর্বোতভাবে ইমাম বাগাভী (র.) পূর্ববর্তী যুগের তাফসীর সমূহকে এ গ্রন্থে নির্ভুল ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ পর্যাপ্ত দিকগুলোই তিনি বিশেষভাবে আনয়ন করার চেষ্টা করেছেন।[২] তাই এ গ্রন্থটি পূর্ববর্তীগণের গৃহীত নীতি সম্বলিত যথার্থ অর্থে আত্-তাফসীর বিল- মা'ছূর হিসেবে গ্রহণীয়।

(১) *বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি ও আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী।*

(২) *ও'আয়ব , শরহুস্ সুন্নাহ্ মুকাদ্দিমা , ১ম খ., পৃ. ২২-২৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের সনদ সম্পর্কিত আলোচনা

ইমাম বাগাভী (র.) বলেন , মা'আলিমুত্- তানযীল গ্রন্থে যে সব তাফসীর উল্লেখ করেছি, তার অধিকাংশ সাহাবী (রা.) হতে বিশুদ্ধ সনদে প্রাপ্ত। তন্মধ্যে অধিকাংশ হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে গৃহীত । অন্যান্যগুলো পরবর্তী যুগের তাবি'ঈগণ (র.) হতে এবং তৎপরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ ইমামগণ হতে লওয়া হয়েছে । তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন, মুজাহিদ (র.), ইক্‌রামা (র.), 'আতা (র.), ইব্ন আবী রিবাহ (র.), হাসান বসরী (র.), কাতাদাহ (র.), আবুল 'আলিয়াহ (র.), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরযী (র.), যায়দ ইব্ন আসলাম (র.), কালবী (র.), দিহাক (র.),মুকাতিল ইব্ন হায়্যান (র.), মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান (র.), সুদ্দী (র.)প্রমুখ হতে।

পুস্তকটির অধিকাংশ রিওয়ায়াত ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় উস্তাদ আবু আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আছ্-ছা'লাবী (র.) হতে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর উস্তাদবর্গ হতে বর্ণনা করেছেন । এছাড়া উস্তাদ আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আশ্-শুরায়হী আল-খাওয়ারযমী (র.) হতেও ইমাম বাগাভী (র.) সনদ ভিত্তিক তাফসীর বর্ণনা করেছেন ।

ধারাবাহিক বর্ণনা সূত্র ঃ-

১. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.)ঃ- ইমাম বাগাভী (রা.) তিনটি সনদে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.)হতে তাফসীর গ্রহণ করেছেন। এগুলো হলঃ-

ক. আবূ ইসহাক (র.), আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন হামিদ(র.) , আবূল হাসান আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আত্-তাওওয়াফী (র.) , 'উছমান ইব্ন সা'ঈদ আদ্-দারিমী (র.), 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ(র.) , মু'আবিয়াহ ইব্ন সালিহ (র.) , 'আলী ইব্ন আবী তালহা (র.) , হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ।

খ. আবূ ইসহাক (র.) , আবূল কাসিম হাসান ইব্ন হাবীব (র.) , 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আছ্-ছাকাফী (র.) , আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন নাদরাওয়াহ আল-মাযিনী(র.), মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান ইব্ন 'আতিয়্যাহ আল-আওফী (র.), হুসায়ন

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন হাসান ইব্ন 'আতিয়্যাহ (র.), হাসান ইব্ন 'আতিয়্যাহ (র.), 'আতিয়্যাহ (র.), হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ।

গ. আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী (র.), আবুল কাসিম হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাসান (র.), আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (র.), আবূল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন আল-হাদর আস-সায়রাফী (র.), আবূ - দাউদ সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ আস-সানজী (র.), 'আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ (র.), ইয়াযীদ আন-নাহভী (র.), 'ইকরামাহ (র.), হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ।

২. হযরত মুজাহিদ ইব্ন হিবর আল- মাক্কী (র.)ঃ-

আবু আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী (র.), আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন বাত্তাহ (র.), 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়া (র.), সা'ঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-উমূভী (র.), মুসলিম ইব্ন খালিদ আয্-যানজী(র.), ইব্ন আবী নাজীহ (র.), হযরত মুজাহিদ।

৩. 'আতা ইবন আবী রিবাহ (র.)ঃ- আবু আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী (র.), আবুল কাসিম হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাসান (র.), আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াসীন ইবন জাররাহ আত-তাবারী (র.), মুহাম্মাদ ইবন বকর ইবন মুসতাহিল আদ-দিলইয়াতী (র.), 'আবদুল গানী ইবন সা'ঈদ আছ-ছাকাফী (র.), আবূ মুহাম্মাদ মূসা ইবন 'আবদির রহমান আস-সাগানী(র.), আবূ জুরায়জ (র.), 'আতা ইবন আবী রিবাহ (র.)।

৪. হাসান ইব্ন আবিল হাসান আল-বসরী (র.)ঃ- আবু আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী (র.), হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (র.), মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (র.), আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস-সিলাহ (র.), সা'ঈদ ইবন মুহাম্মাদ (র.), মিনহাল ইবন ওয়াসিল (র.), আবূ সালিহ(র.), 'আমর ইবন 'উবায়দ (র.), হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বাসরী (র.) ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কাতাদাহ ইব্ন দিমা'আহ আস-সাদূসী (র.)ঃ- আবু আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ্-ছা'লাবী (র.) , 'আবদুল্লাহ ইব্ন হামীদ ইবন মুহাম্মাদ (র.) , হামীদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হারাভী (র.) , ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন হাসান ইবন মায়মূন (র.) , আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী (র.) , শাব্বান ইব্ন 'আবদির রহমানআন-নাহভী(র.) , কাতাদাহ ইবন দিমা'আহ আস-সাদূসী(র.) ।

৬. আবূল 'আলিয়াহ আর-রা'য়্যাহী (র.)ঃ- আবু আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ্-ছা'লাবী (র.), আবূল কাসিম হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (র.) , আবূ 'আমর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর আল-আমরূকী (র.) , আবুল হাসান আহমাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.) , আবূ 'আলী হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা আল-আযদী (র.) , 'আম্মার ইব্ন হাসান ইব্ন বাশীর আল-হামাদানী (র.) , 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী জা'ফর (র.) , আবূ জা'ফর (র.) , রাবী' ইবন্ আনাস (র.) , আবুল 'আলিয়াহ রাফী' ইবন মিহরান আর-রা'য়্যাহী (র.) ।

৭. মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল - কুরযী (র.) ঃ- আবু আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ্-ছা'লাবী (র.), আবূল কাসিম হাসান ইবন মুহাম্মাদ (র.) , উবায় (র.) , আবূল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আল-হারাবী (র.) , রাজা' ইব্ন 'আবদিল্লাহ (র.) , মালিক ইবন সুলায়মান আল-হারাবী (র.) , আবূ মা'শার (র.) , মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল - কুরযী (র.) ।

৮. যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) ঃ- আবূ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আছ্-ছা'লাবী (র.), হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইবন হাসান (র.) , আহমাদ ইব্ন কামিল ইবন খালফ ইবন মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র.) , ইউনুস ইব্ন 'আবদিল আ'লা আস-সায়রাফী (র.) , 'আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্হাব (র.) , 'আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) , যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) ।

Dhaka University Institutional Repository

৯. মুকাতিল ইব্ন হায়্যান (র.) ঃ- 'আবদুল্লাহ ইব্ন হামীদ (র.) , আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (র.) , ইসমা'ঈল ইব্ন কুতায়বা (র.) , আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইব্ন সালিহ আল-ফাররা(র.) , বুকায়র ইব্ন মা'রূফ আল - আযদী (র.) , আবূ মু'আয(র.) , মুকাতিল ইব্ন হায়্যান (র.) ।

১০. সুদ্দী (র.)ঃ- আবূল কাসিম হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাসান (র.) , আবুত-তায়্যিব মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুবারক আশ-শা'ঈরী (র.) , আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসরিন -লা'য়্যাদ (র.) , 'আমর ইবন তালহা(র.) , আসবাত (র.) , সুদ্দী (র.) ।

১১. ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ্(র.) ঃ- , আবূ সা'ঈদ আশ-শুরায়হী (র.) , আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ্ছা'লাবী (র.) , আবূ নু'আয়ম 'আবদুল মালিক ইবন হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল-আযহারী (র.) , আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ (র.) , আবূল হাসান মুহম্মাদ ইবন হামদ ইবন বারা' আল-আবাদী (র.) , আবূ 'আবদিল্লাহ 'আবদুল মুন'ইম (র.) , ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ্(র.) ।

১২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)ঃ- আবূ ইসহাক আছ্ছা'লাবী (র.) , আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আকীল আল-আনসারী (র.) , আবূল হাসান 'আলী ইব্ন ফযল আল-খাযা'ঈ (র.) , আবূ শু'আয়ব ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন হাসান আল-হারানী (র.) , নুকায়লী (র.) , মুহাম্মাদ ইব্ন সালমাহ (র.) , মুহম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) ।

১৩. দিহাক ইব্ন মাযাহিম আল-হিলালী (র.)ঃ- আবূ ইসহাক আছ্ছা'লাবী (র.) আবুল কাসিম হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সাদওয়াসী(র.) , আবূ 'আমর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আমরূকী (র.) , জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ সিওয়ার (র.) , আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন জামীল আল-মারওয়াযী(র.) , আবু মু'আয (র.) , 'উবায়দ ইব্ন সুলায়মন আল-বাহিলী (র.) , দিহাক ইব্ন মাযাহিম আল-হিলালী (র.) ।

Dhaka University Institutional Repository

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি সম্পর্কে বিদগ্ধজনদের অভিমত

মা'আলিমুত-তানযীল তাফসীর গ্রন্থটি পূর্ববর্তী কাল হতে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে এবং বরেণ্য 'আলিমগণ নির্ভরযোগ্য তাফসীর সমৃদ্ধ বলে গ্রন্থটিকে অনন্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত নিম্নে উল্লেখ করা হল:-

শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়্যাহ(র. মৃ . ৭২৮ হি.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনটি তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে কোনটি আল-কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক বিশুদ্ধ তাফসীর? — যামাখশারী (র.মৃ. ৫৩৮ হি.) এর তাফসীর? নাকি কুরতুবী (র. মৃ. ৬৭১ হি.) এর তাফসীর? নাকি ইমাম বাগাভী (র.) এর তাফসীর? – উত্তরে তিনি বললেন, উল্লিখিত তিনটি তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কেই কিছু প্রশ্ন রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ এবং বিদ'আত ও দুর্বল হাদীছ বিহীন তাফসীর গ্রন্থ হল ইমাম বাগাভী (র.) প্রণীত "মা'আলিমুত-তানযীল"।[১]

মুহাম্মাদ ইবন 'উছমান আয-যাহাবী (র. মৃ. ৭৪৮ হি.) এর ভাষ্য মতে, মা'আলিমুত-তানযীল পূর্ববর্তীগণের মতামত সম্বলিত মধ্যম আকারের একটি তাফসীর গ্রন্থ। আয়াতে কারীমার অনুকূলে প্রাপ্ত পবিত্র হাদীছের মাধ্যমে গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত তাফসীর সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আবার বিধানের ব্যাখ্যা মূলক রিওয়ায়াত উল্লেখ পূর্বক গ্রন্থটির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবার তৎসঙ্গে অহেতুক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সযত্নে পরিহার করা হয়েছে।[২]

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র.) এর মতে, ইমাম বাগাভী (র.) একজন নির্ভরযোগ্য 'আলিম ছিলেন এবং তাঁর তাফসীর গ্রন্থটি বিশুদ্ধ বর্ণনা সমৃদ্ধ। রিওয়ায়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যাচাই - বাছাই করে নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও বিশুদ্ধ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩]

---

(১) ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আল ফাতাওয়া, ১ম খ. পৃ. ১৯৩।

(২) যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালাহ, ১৩শ খ. পৃ. ৪৩৯।

(৩) সুয়ূতী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, ১ম খ, পৃ. ১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দাইরাতুল মা'আরিফ এর সম্পাদনা পরিষদের মতে, মা'আলিমুত-তানযীল তাফসীর গ্রন্থটি রিওয়ায়াতভিত্তিক বিশুদ্ধ বর্ণনা সমৃদ্ধ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এ তাফসীর গ্রন্থটি তাফসীরে বাগাভী নামেও পরিচিত।[১]

শু'আয়ব আল-আরনৌতের মতে, মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি রিওয়ায়াতভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ। এতে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত ও প্রসিদ্ধ হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝারি আকারের এগ্রন্থটি পূর্ববর্তীকাল হতে গ্রহণীয় হয়ে আসছে।[২]

মুহাম্মাদ হুসায়ন আয-যাহাবী এর মতে, মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি আত-তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ এর অন্যতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সনদভিত্তিক তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাফসীর বির রায় গ্রহণ করা হয়নি।[৩]

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের পাদটীকাকার খালিদ 'আবদুর রহমান ও মারওয়ান সিওয়ার এর মতে, ইমাম বাগাভী (র.) নির্ভরযোগ্য সূত্র ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট ফিক্হী মাসআলার সমাধান পূর্বক বিশেষভাবে এ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করেছেন,তাই এর পুণরাবৃত্তি করেননি। এতে তিনি প্রাচীন তাফসীর প্রণয়ন রীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি তাফসীর শাস্ত্রের সঠিক নীতি অন্বেষণ কারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশক স্বরূপ।[৪]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৪র্থ খ, পৃ. ৬৮৫।

(২) শু'আয়ব, মুকাদ্দিমা, শরহুস-সুন্নাহ, ১ম খ, পৃ. ২১।

(৩) যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খ, পৃ. ২০৯।

(৪) খালিদ ও মারওয়ান, ভূমিকা, মা'আলিমুত-তানযীল,১ম খ, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম সুয়ূতী (র.) ঃ আদ-দুররুল মানছূর

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতী (র.) ঃ জীবনী ও কর্ম

পরিচয়ঃ- ইমাম সুয়ূতী (র.) এর প্রকৃত নাম 'আবদুর রহমান . তাঁর উপনাম আবুল ফযল, তবে তিনি জালালুদ্দীন উপাধিতে অত্যধিক প্রসিদ্ধ হন।[১] তাঁর পিতার নাম কামাল[২] এবং উপনাম আবূ বকর,[৩] তিনি আস্‌য়ূতের শায়খুনিয়্যাহ মাদরাসার অধ্যক্ষ এবং মিসরের বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন।[৪] তাঁর দাদার নাম 'উছমান। তিনি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন।[৫] প্রথমত ইমাম সুয়ূতী (র.) এর পূর্বপুরুষগণ ইরানী বংশোদ্ভুত এবং বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন , পরবর্তীকালে তাঁর পূর্বতন নবম পুরুষ মিসরের আস্‌য়ূত. শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । এর প্রতি সম্বন্ধ করে তাঁকে সুয়ূতী বলা হয়।[৬] তাঁর বংশ তালিকা হল, 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খিদ্‌র ইব্‌ন আয়্যূব ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমামুদ্দীন আল—খুদায়রী আত্‌-তুলূনী আল-মিসরী আশ্‌-শাফি'ঈ (র.) ।[৭]

ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর বংশধরদের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেন, হুমামুদ্দীন ছিলেন হাকীকাত সন্ধানী, আধ্যাত্মিক শায়খ গণের অন্যতম। এছাড়া অন্যান্যগণের মধ্যে কেউ ছিলেন নেতৃস্থানীয় কেউ হিসাব রক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ আমীরের বন্ধু, কেউ আস্‌য়ূত এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতা,

---

(১) 'উমর রিযা , মু'জামুল মুআল্লিফীন , ৫ম খ., পৃ. ১২১ ।

(২) আবুল ফযল , কুর্‌রাতুল উ'আত লিস সুয়ূতী এর টীকাকার , ১ম খ., পৃ ১০।

(৩) শাওকানী, আল বাদরুত তালি' , ১ম খ., পৃ. ৩২৮ ।

(৪) 'উমর রিযা , মু'জামুল মুআল্লিফীন , ৫ম খ., পৃ. ১২১ ।

(৫) সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদিরাহ, ১ম খ., পৃ. ১৮৯।

(৬) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।

(৭) 'উমর রিযা , মু'জামুল মুআল্লিফীন , ৫ম খ., পৃ. ১২১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে আমার পিতা ছাড়া কেউ হক অনুযায়ী 'ইল্‌মের খিদমত করেছেন বলে আমার জানা নেই।[১]

জন্মঃ- ইমাম সুয়ূতী (র.) ৮৪৯ /১৪৪৫ সনে ১লা রজব মোতাবেক ৩ রা অক্টোবর সন্ধ্যা- রাতে মিসরের প্রসিদ্ধ আসয়ূত শহরে তাঁর পৈতৃক বাসস্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন ঃ- পিতামাতার সান্নিধ্যে ইমাম সুয়ূতী (র.) অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সাথে শৈশব কাল প্রতিপালিত হন এবং বাল্যকালের প্রথম ভাগ তৎকালীন মিসরের প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত এ 'আলিম পরিবারে অতিবাহিত করেন।[৩] প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানও তিনি পিতামাতার নিকট হতে লাভ করেন। তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি আল-কুরআন মুখস্ত করতে থাকেন।[৪] যখন তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর সাত মাস, তখন তিনি সূরা আত-তাহরীম পর্যন্ত আল-কুরআন মুখস্ত করেন। এ সময় (৮৫৫/১৪৫১ সনে) তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।[৫] এ বিপদসংকুল মুহূর্তে পিতার আধ্যাত্মিক বন্ধু প্রসিদ্ধ 'আলিম শায়খ কামালু--দ্দীন ইবনুল হুমাম আল হানাফী-এর তত্ত্বাবধানে ব্যথা ভারাক্রান্ত মন নিয়েও তিনি পূর্ণোদ্যমে জ্ঞানচর্চা করতে লাগলেন।[৬]

---

(১) সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদিরাহ, ১ম খ., পৃ. ১৮৯।

(২) P.K. Hitti উল্লেখ করেছেন, ইমাম সুয়ূতী (র.) মিসরের আস-য়ূতে জন্মগ্রহণ করেছেন। (P.K. Hitti, History of the Arabs, P.88, F. N. 1.), তবে অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম সুয়ূতী (র.) কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেছেন। এর সমাধান হল, ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর পৈতৃক বাসস্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন, এ কথাতে সকলেই একমত। তবে তাঁর পিতা আদি বাসস্থান আসয়ূত ছেড়ে কায়রো শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইমাম সুয়ূতী (র.) এর জন্মের পূর্বে তিনি কায়রো গমন করেন। এ অভিমত যারা পোষণ করেন, তাঁরা বলেন, তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যারা বলেন, ইমাম সুয়ূতী (র.) এর জন্মের পর তাঁর পিতা কায়রো গমন করেছেন তাঁদের মতে তিনি আসয়ূত শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। (সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭ এবংসম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ খ., ২য় ভাগ, পৃ. ৫১৫ এর তথ্যানুযায়ী ইমাম সুয়ূতী (র.) কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেছেন)।

(৩) বুতরুস, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ., পৃ ৩৫৯।

(৪) মু. হানীফ, যফরুল মুহাস্‌সিলীন, পৃ. ৪৬।

(৫) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ ,২৪শ খ., ২য় ভাগ, পৃ. ৫১৫।

(৬) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন মুখস্ত করার পর ইমাম সুয়ূতী (র.) হাদীছ ও ফিক্হ শাস্ত্রের মূল্যবান পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁর পিতার ব্যক্তিগত একটি গ্রন্থাগারে গুরুত্বপূর্ণ প্রচুর পুস্তক বিদ্যমান ছিল। তিনি গ্রন্থাগারটিতে তখন হতেই ব্যাপক জ্ঞানচর্চা শুরু করেন ।[১] এ সময়ে তিনি একে একে 'উমদাতুল আহকাম, আলফিয়্যাহ, মিনহাজ ইত্যাদি পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখস্ত করেন।[২]

তারপর ইমাম সুয়ূতী (র.) কায়রোর শীর্ষস্থানীয় 'আলিমগণের নিকট জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ সকল জ্ঞান আহরণ করেন। আল- বালকীনী-এর সাহচর্যে তিনি অত্যন্ত উপকৃত হন এবং সর্বান্তকরনে তাঁর অনুসরনে সচেষ্ট হন এবং তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হয়ে অনুপ্রাণিত হন।[৩]

ছাত্রজীবনে একদা পবিত্র যমযমের পানি পানকালে আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন, "হাদীছ শাস্ত্রে যেন আল আসকালানী এর মত এবং ফিক্হ শাস্ত্রে যেন আল বালকীনী এর মত ব্যুৎপত্তি তিনি লাভ করতে পারেন ।" বাস্তবেও ইমাম সুয়ূতী (র.) দীনী জ্ঞানে পরিপক্কতা লাভ করেছিলেন।[৪] অত:পর তিনি দিমইয়াত , ইস্কান্দারিয়া , আলফায়ূম ,মাহাল্লাহ প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের সাহচর্য লাভ করেন । ৮৬৯/১৪৬৪ সালে তিনি মক্কা আল-মুকাররামা গমন করেন এবং হাজ্জ সম্পন্ন করেন। এ বৎসর ইমাম সুয়ূতী (র.) মাদীনা মুনাওওয়ারা যিয়ারত করেন । তারপর তিনি মিসরে ফিরে আসেন । এছাড়া পরবর্তীকালে সিরিয়া, য়ামান , ভারত , মরক্কো ও তাকরুর[৫] সফর করেন এবং দীনী জ্ঞান অর্জন করেন । সর্বশেষে পশ্চিম সুদানের হুসা শহরের কাতসীনা নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং ৮৭৬/ ১৪৭১সালে তিনি

---

(১) সুয়ূতী, বুগয়্যাতুল উ'আত , ১ম খ., পৃ. ১২ ।

(২) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।

(৩) ইবন আয়্যাস , তারীখ মিসর , ৪র্থ খ., পৃ. ৮৩ ।

(৪) মু. হানীফ, যফরুল মুহাস্সিলীন, পৃ. ৪৬।

(৫) এটি বর্তমানে ঘানা নামে পরিচিত । তা পশ্চিম আফ্রিকা,মরক্কো ও সেনেগালের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় মিসর প্রত্যাবর্তন করেন ।[১]

ইমাম সুয়ূতী (র.) বহুসংখ্যক উস্তাদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, কতকের নিকট শ্রবণ করেছেন এবং কতকের নিকট থেকে তিনি বর্ণনার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন । ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর মতে তাঁর এরূপ উস্তাদের সংখ্যা প্রায় ছয়শত জন।[২] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

(১) শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন আল-বালকীনী (র., মৃ.৮৬৮ হি.) ঃ তাঁর নিকট ইমাম সুয়ূতী (র.) সর্বাধিক সময় জ্ঞানার্জন করেছেন।

(২) শরফুদ্দীন আল মানাভী (র.,মৃ. ৮৭১হি.) ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিকট হাদীছ, ফিক্হ ও তাফসীর শাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ করেন ।

(৩) মুহয়িদ্দীন আল-কাফীজী (র., মৃ. ৮৭৯ হি.)ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.)তাঁর নিকট দীর্ঘ ১৪ বছর শিক্ষালাভ করেন ।

(৪) খলীল ইব্ন 'আবদিল্লাহ (র.,জ.৮৩৮ মৃ. ৯০৫ হি.)ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.)তাঁর নিকট ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেন।

(৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ আশ্-শাফি'ঈ (র., জ.৮২১ হি. মৃ. ৮৯০ হি.)ঃ তাঁর নিকট ইমাম সুয়ূতী (র.) ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অধ্যয়ন করেন। তিনি তৎকালীন সময়ে মিশরের প্রধান বিচারক ছিলেন ।

(৬) আশ্শিহাব আহমাদ ইবুন মুহাম্মাদ আল মানসূরী (র., জ. ৭৭৯ হি. মৃ.৮৮৭ হি.)ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিকট আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন।[৩]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।

(২) সুয়ূতী, বুগিয়াতুল উ'আত, ১ম খ., পৃ. ১৮ ।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) শায়খুল ইসলাম আল আকসারাঈ আল-হানাফী (র., জ.৭৯৫হি. মৃ. ৮৮০ হি.)ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিকট হাদীছ ও ফিক্হ শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেন।

(৮) ইউসুফ আল বাউন আল-কুদসী(র.,জ.৮০৫হি.মৃ. ৮৮০ হি.)ঃ তিনি ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ও কাযী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিকট দীনী জ্ঞানার্জন করেন।[১]

(৯) জালালউদ্দীন আল-মহল্লী (র., মৃ. ৮৬৪হি.) ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিকট হাদীছ ও তাফসীর শাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থের অর্ধাংশ পরিমাণ স্বয়ং সংকলন ও প্রণয়নের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। অত:পর ইমাম সুয়ূতী (র.) স্বীয় উস্তাদের অপূর্ণ অর্ধাংশ মাত্র ৪০ দিনে অনায়াসে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।[২]

(১০) তাকীউদ্দীন আশ্-শালবী আল-হানাফী (র.,জ. ৮০১ হি. মৃ.৮৭১ হি.)ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিকট ৪ বৎসর যাবৎ তাফসীর , হাদীছ ও আরবী সাহিত্য শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩]

(১১) মুহাম্মাদ ইবুন সা'দুদ্দীন আল-মারযুবানী আল-হানাফী (র., মৃ. ৮৬৪হি.) ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর নিকট আল-কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করেন।

উল্লিখিত উস্তাদগণ ছাড়াও ইমাম সুয়ূতী (র.) এর আরো অনেক উস্তাদ ছিলেন। এছাড়া ইমাম সুয়ূতী (র.) এর কয়েকজন বিচক্ষণ মহিলা শিক্ষিকা ও ছিলেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেনঃ-

(১) যায়নাব বিন্ত শায়খুল ইসলাম আল-হাসান আল-ইরাকী (র., জ.৭৯২হি. মৃ. ৮৬৫ হি.)ঃ তিনি প্রসিদ্ধ 'আলিমা ছিলেন।

384662

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।

(২) মু. হানীফ, যফরুল মুহাস্সিলীন, পৃ. ৪৬ ও আবুল ফযল , বুগ্য়াতুল উ'আত লিস সুয়ূতী এর টীকাকার , ১ম খ., পৃ ১০। টীকা নং- ১।

দুই 'জালাল' নামীয় 'আলিম তাফসীরটি রচনা করেছিলেন বলে, এ তাফসীর গ্রন্থটি তাফসীরু জালালায়ন বা দু' জালালের তাফসীর নামে প্রসিদ্ধ হয়।

(৩) ড: মুহাম্মাদ 'আলী মুস্তাফা, ছিকাফাতুল ইমাম আস-সুয়ূতী, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ১ম খ. পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

(২) আইশা বিনত ইউসুফ আল-বা'উনিয়্যাহ (র. মৃ. ৯২২ হি.)ঃ তিনি বিখ্যাত ওলিয়্যাহ ও দীনী মাসআলার সমাধানে প্রজ্ঞাসম্পন্না ছিলেন ।

(৩) উম্মুল-হিনা বিনত আল-বাদরানী (র.)

(৪) সারাহ বিনত আস সিরাজ ইবন জামা'আহ (র.) ।[১]

কর্মজীবন ঃ শিক্ষাজীবন শেষে শিক্ষকতাকে ইমাম সুয়ূতী (র.) পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি পাঠদান শুরু করেন এবং রচনা কর্মে মনোনিবেশ করেন।[২] উস্তাদ বালকীনী (র.) এর সুপারিশে মিশরের প্রসিদ্ধ শায়খুনিয়্যাহ মাদরাসায় (৮৭২/ ১৪৬৭ সালে) তিনি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।[৩] প্রতিষ্ঠানে তাঁর পিতা ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান উস্তাদ ছিলেন। ইমাম সুয়ূতী (র.) শায়খুনিয়্যাহ মাদরাসায় প্রায় উনিশ বছর শিক্ষকতা করেন। তারপর (৮৯১/১৪৮৬ সালে) বায়বরসিয়্যাহ মাদরাসায় তিনি প্রধান উস্তাদ হিসেবে যোগদান করেন ।[৪] প্রায় পনের বৎসর সেখানে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার পর কিছু হিংসাপরায়ন লোকের ষড়যন্ত্রের কারণে (৯০৬/১৫০১সালে) তিনি শিক্ষকতা জীবনের অবসান ঘটান।[৫] তিন বছর পর প্রতিপক্ষ তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে বায়বরসিয়্যাহ মাদরাসায় পুনরায় শিক্ষকতা করার জন্য আবেদন জানালে, ইমাম সুয়ূতী (র.) বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৬] তবে জীবন সায়াহ্নকাল অবধি ইমাম সুয়ূতী (র.) রচনাকর্ম অব্যাহত রাখেন ।

---

(১) *সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী. ১ম খ. পৃ. ১১১।*

(২) *মু. হানীফ. যফরুল মুহাস্সিলীন. পৃ. ৪৬।*

(৩) *সম্পাদনা পরিষদ . দাইরাতুল মা'আরিফ. ১১শ খ পৃ. ৫৩৭।*

(৪) *সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ শ খ. ২য় ভাগ. পৃ. ৫১৫।*

(৫) *সম্পাদনা পরিষদ . দাইরাতুল মা'আরিফ. ১১শ খ.. পৃ. ৫৩৭।*

(৬) *শাওকানী, আল বাদরুত তালি' ১ম খ.. পৃ. ৬২৮।*

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যবৃন্দঃ- ইমাম সুয়ূতী (র.) এর অগণিত ছাত্র ছিলেন । যাঁরা পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন । তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেনঃ-

(১) মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আয়্যাস আল-হানাফী(র.জ. ৮৫২ হি. মৃ.৯৩০ হি.)ঃ তিনি ছিলেন ইমাম সুয়ূতী (র.) এর প্রসিদ্ধ ছাত্র। 'বাদাই'উয্ যহুর ফী ওয়াকাই'ইদ্ দাহুর' গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক হিসেবে পরবর্তীতে খ্যাত হন।

(২) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আদ্দাউদী আশ্শাফি'ঈ (র. মৃ. ৯৩০ হি.)ঃ তিনি পরবর্তী কালে ইমাম সুয়ূতী (র.) এর জীবনী লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রাজ্ঞ 'আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধ হন।[১]

(৩) শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন তূলূন (র.জ. ৮৮০ হি. মৃ.৯৫৩ হি.)ঃ তিনি ইমাম সুয়ূতী (র.) এর শিষ্যত্ব গ্রহনের পর ক্রমে 'আলিম ও লেখক হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা ' মাফাকিহাতুল খুল্লান ফী হাওয়াদিছিয্ যামান ' ।

(৪) শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দির রহমান আল কিমী (র. মৃ. ৯৬১ হি.)ঃ তিনি প্রসিদ্ধ হাদীছবিশারদ ও হাদীছের হাফিজ ছিলেন ।

(৫) শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আল-দামিশকী (র. মৃ. ৯৪২ হি.)ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) এর শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ হন।

(৬) শায়খ 'আবদুল ওয়াহাব আশ-শা'রানী (র. মৃ. ৯৭৩ হি.)ঃ তিনি ইমাম সুয়ূতী (র.) এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ।[২]

রচনাকর্ম ঃ শিক্ষাজীবনের শেষভাগে ইমাম সুয়ূতী (র.) এর রচনাকর্মে হাতেখড়ি হয়। সর্বপ্রথম তিনি ' আল-ইসতি'আযাহ ' এবং ' বিসমিল্লাহ' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তাঁর শায়খ বালকীনী (র.) এ গ্রন্থটির প্রশংসা করেন এবং এতে তাঁর বাণী সংযোজন করেন ।[৩]

---

(১) *সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।*

(২) ***সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ১ম খ, পৃ. ৬৫।***

(৩) *মু. হানীফ, যফরুল মুহাস্সিলীন, পৃ. ৪৬।*

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতীর (র.) অত্যন্ত দ্রুত রচনা করার ক্ষমতা ছিল । এ ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক যুগের 'আলিমগণের মাঝে তাঁর সুখ্যাতি ছিল । তাঁর ছাত্র দাউদী বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, আমাদের উস্তাদ ইমাম সুয়ূতী (র.) দৈনিক প্রায় তিন দিস্তা কাগজ রচনা ও সম্পাদনা করতেন । এর সাথে সাথে তিনি জটিল মাসআলাহর সমাধানও দিতেন এবং দীনী 'ইলম শিক্ষা দিতেন ।[১]

ইমাম সুয়ূতী (র.) ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান ও দীনি বিষয়াদি সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম। এতদ্ব্যতীত হাদীছের বর্ণনাকারী সম্পর্কিত তথ্যাদি যাচাই , যমার্থ উদঘাটন , মাসআলা উদ্ভাবন ও হুকুম নিরূপনের ক্ষেত্রেও তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ।

রচনাসংখ্যা ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর সংখ্যা ৫০০ হতে ১০০০ টি বলে নানা সূত্রে বর্ণিত রয়েছে । সূত্রগুলো হল ঃ-

* আল কাতানী (র.)-এর মতে , ইমাম সুয়ূতী (র.) এর রচনাকর্মের সংখ্যা ৫৩৮ টি ।[২]
* বুতরুস আল বুসতানী-এর মতে ইমাম সুয়ূতী (র.) এর রচনাকর্ম ৫০৪ টি ।[৩]
* ইবনুল 'ইমাদ-এর মতে, ইমাম সুয়ূতী (র.) এর রচনাকর্মের সংখ্যা ৫০০ টি ।[৪]
* আল-গুযযী-এর মতে ইমাম সুয়ূতী (র.) এর রচনাকর্মের সংখ্যা ৫০০ টির থেকে বেশী।[৫]
* জামিল বেক -এর তথ্যানুযায়ী ইমাম সুয়ূতী (র.) এর রচনাকর্ম ৫৭৬ টি ।[৬]

---

(১) আবুল ফযল , বুগয়্যাতুল উ আত লিস সুয়ূতী এর টীকাকার , ১ম খ., পৃ ১০।

(২) মু. হানীফ, যফরুল মুহাস্সিলীন প ৬৬।

(৩) বুতরুস, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ., পৃ ৩৫৯

(৪) ইবনুল 'ইমাদ , শাযারাতুয যাহব , ৮ম খ, প, ৫৩ ।

(৫) নাজমুদ্দীন আল-গুযযী, আল-কাওয়াকিবুস সাইরাহ, ১ম খ., পৃ.২২৮ ।

(৬) বুতরুস, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ., পৃ ৩৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ রচনাবলী ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) এর প্রসিদ্ধ রচনাবলীর কিছু তথ্য হল ঃ-

* তরজমানুল কুরআন ফিত্ - তাফসীরিল মুসান্নাদ ঃ এ গ্রন্থটি ইমাম সুয়ূতী (র.) এর অন্যতম প্রসিদ্ধ রচনা । আত্ তাফসীর বিল মা'ছূর এর অন্যতম পুস্তক হিসেবে পৃথিবী খ্যাত। আল কুরআনের তাফসীর মূলক হাদীছ শরীফ গুলো বিস্তারিত সনদসহ এতে উল্লেখ করা হয়েছে । তরজমানুল কুরআন ফিত্ তাফসীরিল মুসান্নাদ গ্রন্থটি প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, তাফসীর শাস্ত্রে সনদ সহ আমি একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছি , এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ ভিত্তিক তাফসীর গৃহীত হয়েছে । গ্রন্থটিতে দশ হাজারের অধিক হাদীছ রয়েছে, যেগুলো মারফূ'[১] ও মাওকূফ[২]এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর শুকর ও প্রশংসা যে , গ্রন্থটি চার খন্ডে প্রকাশ করতে পেরেছি । এর রচনাকালে আমি স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ করেছি । তা ছিল দীর্ঘ ঘটনা বিজড়িত এবং অত্যন্ত সুসংবাদ সম্পন্ন ।[৩]

* আদ্ দুররুল মানছূর ফিত্ তাফসীর বিল মা'ছূর ঃ তরজমানুল কুরআন ফিত্ তাফসীরিল মুসান্নাদ গ্রন্থটির দীর্ঘ সনদ সমূহ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটি ছয় খন্ডে কায়রো হতে ১৩১৪ হি. সনে প্রকাশিত হয় ।[৪]

* মুফহামাতুল আকরান ফী মুবহামাতিল কুরআন ঃ এ গ্রন্থে তিনি কুরআন মাজীদের আয়াতের মধ্যে দুর্বোধ্য মনে হয় এরূপ অংশ সমূহ সরল ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করেছেন । এ গ্রন্থটি বুলাক হতে ১২৮৪ হি. সনে এবং কায়রো হতে ১৩০৯-১০ হি. সনে প্রকাশিত হয় ।

---

(১) যে হাদীছের সনদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বিদ্যমান ।

(২) যে হাদীছের সনদ সাহাবী (রা.) পর্যন্ত রয়েছে ।

*(৩) আল- ইতকান , ২য় খ., পৃ. ৫১৯ । * ইমাম সুয়ূতী (র.) এর জীবদ্দশায় এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়*

*(৪) **এ গ্রন্থটি অত্র গবেষণা সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় । এর সম্পর্কে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হয়েছে।***

Dhaka University Institutional Repository

* লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবিন নুযূল ঃ কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতের অবতরণের কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত সহীহ হাদীছের উদ্ধৃতি অনুযায়ী বিবরণ এ গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন । ইস্তাম্বুল হতে ১২৯০ হি. সনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ।[১]

* তাফসীরুল জালালায়ন ঃ এটি একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ । ইমাম সুয়ূতী (র.)এর উস্তাদ জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) এর অর্ধাংশ সংকলন ও প্রণয়ন করেন , গ্রন্থটির বাকী অংশ ইমাম সুয়ূতী রচনা করেন । — এ গ্রন্থটি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে । পরবর্তীতে বোম্বাই হতে ১৮৬৯ , লক্ষ্ণৌ হতে ১৮৬৯ , দিল্লী হতে ১৮৮৪ খৃ.; কলকাতা হতে ১২৫৭ হি., কায়রো হতে ১৩০০, ১৩০১, ১৩০৫, ১৩০৮, ১৩১৩, ১৩২৮ হি. সনে প্রকাশিত হয় ।

* মাজমা'উল বাহরায়ন ওয়া মাতলা'উল বাদরায়ন ঃ তাফসীরুল জালালায়ন গ্রন্থটি সম্পন্ন করার পর ইমাম সুয়ূতী (র.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন । এটি তাফসীর শাস্ত্রে একটি বড় রচনা। তবে এটি পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি । এ গ্রন্থটির ভূমিকা ' আত তাখবীর ফী 'উলূমিত তাফসীর ' শিরোনামে (৮৭৩/১৪৬৭ সালে) মুদ্রিত হয়।[২]

* আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন ঃ তরজুমানুল কুরআন ফিত্ তাফসীরিল মুসান্নাদ পুস্তকের ভূমিকাটি আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন নামে প্রকাশিত হয় । এতে তাফসীর শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে । গ্রন্থটি কলিকাতা হতে ১৮৫২-৫৩ খৃ., কায়রো হতে ১২৭৪, ১৩০৮ হি. সনে প্রকাশিত হয় ।

*মু'তারাকুল আকরান ফী ই'জাযিল কুরআন ঃ আল কুরআনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো তিনি এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন । কায়রো হতে গ্রন্থটি ১৯৭০ খৃ.সালে প্রকাশিত হয় ।[৩]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৮।

(২) সম্পাদনা পরিষদ , ইসলামী বিশ্বকোষ ,২৪শ খ., ২য় ভাগ , পৃ. ৫১৭।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৮

Dhaka University Institutional Repository

* জামি'উল মাসানিদ ঃ এ গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ সংকলন করা হয়েছে । অধিক পরিমানে হাদীছ থাকায় এ গ্রন্থটিকে জাওয়ামি' বা আল জামি'উল কাবীর ও বলা হয় ।

*আল জামিউস সাগীর মিন হাদীছিল বাশীরিন নাযীর ঃ এ পুস্তকটিতে জামি'উল মাসানিদ হতে নির্বাচিত কিছু হাদীছ গৃহীত হয় । তাকে পূর্ববর্তী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপও বলা যায়।

* কিফায়াতুত তালিবিল লাবীব ফী খাসাইসিল হাবীব ঃ এ গ্রন্থটি আল-খাসাইসুল কুবরা নামেও প্রসিদ্ধ । এতে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষত্ব সমূহ উল্লেখ করেছেন । তাঁর বিশেষ বিশেষ মু'জিযা সমূহও গ্রন্থটিতে প্রমানসহ বর্ণিত হয়েছে [১]

* তানবীরুল হাওয়ালিক শরহু মুওয়াত্তা মালিক ঃ প্রসিদ্ধ মুওয়াত্তা গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

* আস'আফুল-মুয়াত্তা বিরিজালিল মুওয়াত্তা ঃ এ গ্রন্থে তিনি মুওয়াত্তা গ্রন্থের রাবী গণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন [২]

* তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন-নাবাভীঃ হাদীছের প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী গণের সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা এ গ্রন্থে করা হয়েছে ।

* শরহুস্-সুদূর ফী শরহি হালি মাওতা ফীল কুবূর ঃ গ্রন্থটি ১৩০৯, ১৩২৯ হি. সনে কায়রো হতে প্রকাশিত হয় । এর ফার্সী অনুবাদ লাহোর হতে ১৮৭১ খৃ. সালে প্রকাশিত হয় [৩]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ , ইসলামী বিশ্বকোষ ,২৪শ খ., ২য় ভাগ , পৃ. ৫১৭ ।

(২) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৮।

(৩) প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

* বুশরাল কা'ইব বিলিকাইল হাবীব ঃ এ গ্রন্থটিতে ইমাম সুয়ূতী (র.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যিয়ারত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করেছেন । ৮৮৪/১৪৭৯ সালে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন ।

* আল - বুদরুস্ সাফিরাহ ফী 'উলুমিল আখিরাহ ঃ পরকালের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তিনি এতে প্রমাণ সহ আলোচনা করেছেন । এ গ্রন্থটি লাহোর হতে ১৩১১ হি. সনে প্রকাশিত হয় ।[১]

* আত্-তাছবীত ফী লায়লাতিল মাবীত ঃ এ গ্রন্থে তিনি বিশেষত: কবরের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এ বিষয়ে ১৭২ টি শ্লোক তিনি উল্লেখ করেছেন । এ গ্রন্থটি আত্-তাছবীত 'ইনদাত্- তাবস্বীত শীর্ষক শিরোনামে ১৩১৪ এবং ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয় ।

* আদ্-দুরারুল হিসান ফীল্ বা'ছি ওয়া নাঈমিল জিনান ঃ এ গ্রন্থটিতে কয়েকটি বিশেষ মাসআলা আলোচনা করেন । বিশেষত: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতামাতা জান্নাতবাসী হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করেছেন । এ গ্রন্থটি মাজমূ'আতুল মাসাইলিত্ তিস'আহ শীর্ষক শিরোনামে হায়দরাবাদ হতে ১৩১৬-১৭ এবং ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।[২]

* আল-মুযহির ফী 'উলূমিল্লুগাহ ঃ ভাষাতত্ব সম্পর্কে এ গ্রন্থটি বিশ্বখ্যাত । আল-মুযহির ফী 'উলূমিল্লুগাহ গ্রন্থটি এখনো ব্যাপকভাবে সমাদৃত । কায়রো হতে ১২৮২ ও ১৩২৩ হি. সনে ২খণ্ডে প্রকাশিত হয় । এছাড়া ১৩২৪ হি. সনে ' ছিমারুল-মুযহির ' নামে কাব্যাকারে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭।

(২) প্রাগুক্ত ।

(৩) আবুল ফযল , বুগ্য়াতুল উ'আত লিস সুয়ূতী এর টীকাকার , ১ম খ., পৃ ১০। টীকা নং- ১।

Dhaka University Institutional Repository

*আল- ইকতিরাহ ফী 'ইলমি উসূলিন্নাহউ ও জাদালিহি ঃ আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে এ গ্রন্থে সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হায়দরাবাদ হতে ১৩১০ হি. সনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ।

* আল-আশবাহ ওয়ান্‌নাযাইরুন-নাহবিয়্যাহ ঃ ব্যাপক উদাহরণ সহ আরবী বাক্যপ্রকরণ সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে । গ্রন্থটি ৪ খন্ডে হায়দরাবাদ হতে ১৩১৬-১৭ হি. সনে প্রকাশিত হয় ।[১]

* আল-আশবাহ ওয়ান্‌নাযাইরু ফীল্ ফুরূ' ঃ ইসলামী আইন শাস্ত্র বিষয়ে তিনি ৮৬৮/১৪৯৩ সনে রচনা শুরু করেন এবং ৮৯৯/১৪৯৩ সনে বুগ্‌য়াতুল উ'আত নামে সুসম্পন্ন করেন । ১৩২৬ হি. সনে এ গ্রন্থটি কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।[২]

* আল-আখবারুল মারউয়্যাহ ফী সাবাবি ওয়াদ'ইল 'আরাবিয়্যাহ ঃ এ গ্রন্থে আরবী ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এ গ্রন্থটি 'ইলমু নাহউ সংক্রান্ত গ্রন্থ আত্-তুহফাতুল-বাহিয়্যাহ্ এর সাথে ১৩২২ সালে ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত হয় ।

* আল-বাহজাতুল মারদিয়্যাহ ফী শরহিল আলফিয়্যাহ্ ঃ এ গ্রন্থটি 'আলফিয়্যাহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং কয়েকবার কায়রো হতে মুদ্রিত হয়।

* আল- ফারীদাহ্ ফীন্-নাহউ ওয়াত্- তাসরীফ ওয়াল খাত্ ঃ আরবী বাক্য ও শব্দ সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেন । এ ছাড়া চিঠি রচনা ইত্যাদি বিষয়ও তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ১৩১৯ হি. সালে ব্যাখ্যাসহ এ গ্রন্থটি কায়রো হতে প্রকাশিত হয় ।[৩]

* জামি'উল জাওয়ামি' ঃ হাদীস সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি ব্যাখ্যাসহ কয়েকবার প্রকাশিত হয় । ১৩১৮,

(১) *সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪শ খ., ২য় ভাগ, পৃ. ৫২৯ ।*

(২) *আবুল ফযল , বুগ্‌য়াতুল উ'আত লিস সুয়ূতী এর টীকাকার , ১ম খ., পৃ ১০ । টীকা নং- ১ ।*

(৩) *সম্পাদনা পরিষদ , দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ., পৃ. ৫৩৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৩২৭. হি. সনে ২ খন্ডে গ্রন্থটি কায়রো হতে প্রকাশিত হয়। এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটির নাম আদ্-দুরারুল লাওয়ামি' ।

* বাদাইউয্-যাহুর ফী ওয়াকাই'ইদ্-দুহূর ঃ এ গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয় । কায়রো হতে ১২৮২সনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ।

* তারীখুল খুলাফা ঃ খিলাফাতের ইতিহাস এ গ্রন্থটিতে রয়েছে।উর্দূঅনুবাদ সহ গ্রন্থটি কলিকাতা হতে ১৮৫৭, লাহোর হতে ১৮৭০, দিল্লী হতে ১৮৮৭ খৃ. সনে এবং কায়রো হতে ১৩০৫/১৯১৩ সনে প্রকাশিত হয় ।[১]

* হুসনুল মুহাদারাহ্ ফী আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ ঃ এটি ইমাম সুয়ূতী (র.)এর আত্মজীবনীমূলক ও মিসরের ইতিহাস সম্পর্কিত রচনা। কায়রো হতে ১২৯৯হি. সনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ।

* তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন ঃ এ গ্রন্থটিতে প্রসিদ্ধ তাফসীর বিশারদগণের স্তরসমূহ ইমাম সুয়ূতী (র.) আলোচনা করেন । লায়ডেন হতে ১৮৩৯ খৃ. সনে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

* নাযমুল ইক্বইয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান ঃ এ গ্রন্থটিতে ইমাম সুয়ূতী(র.) প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি ১৮৩৯ খৃ. সালে নিউইয়র্ক হতে প্রকাশিত হয়।

*মাকামাত ঃ এটি একটি গদ্যসাহিত্য । যাতে তাঁর কিছু কবিতাও রয়েছে।
১২৭৫ হি. সালে গ্রন্থটি কায়রো হতে প্রকাশিত হয় ।

* মান নাহা ইলা নাওয়াদিরি জুহা ঃ এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী(র.) শিক্ষামূলক কিছু কাহিনী বর্ণনা করেছেন । ১৮৯৪খৃ. সালে এ গ্রন্থটি ইংল্যান্ড হতে প্রকাশিত হয় ।[২]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ১১খ., পৃ. ৫৩৮।

(২) প্রাগুক্ত, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১০ম খ., পৃ ৩৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরস্থ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রায় বিশটি বিষয়ে ইমাম সুয়ূতী (র.) এর রচনাসমূহ পাওয়াযায় । সেগুলো প্রায় দু'শ গ্রন্থে সুসম্পাদিত ও মুদ্রিত। গ্রন্থগুলোর বিষয় ভিত্তিক সংখ্যা হল,

ক. আল-কুরআনের জ্ঞান ('উলূমুল-কুরআন) --- ৫ টি।

খ. আল-কুরআনের তাফসীর ; --- ৫ টি।

গ. আল হাদীছের পরিভাষা (মুসতালিহুল হাদীছ) --- ৫ টি।

ঘ. হাদীছ শরীফ --- ৩৫ টি ।

ঙ. তাওহীদ --- ২২ টি।

চ. সূফীতত্ত্ব --- ৯ টি।

ছ. শিষ্ঠাচার ও ফাদাইল --- ৩৭ টি।

জ. ভাষাতত্ত্ব --- ৫ টি।

ঝ. আরবী ব্যাকরণ --- ৯ টি।

ঞ. অলংকার শাস্ত্র --- ৫ টি।

ট. আল-ফিকহ্ --- ৯ টি।

ঠ. উসূলে ফিক্হ --- ৪ টি।

ড. শাফি'ঈ মাযহাব; --- ৫ টি ।

ঢ. সাহিত্য : --- ২৫ টি ।

ন. ইতিহাস --- ৩০ টি।

প. সাধারণ জ্ঞান --- ১০ টি।

ফ. অভিজ্ঞতা ও সংযম --- ১ টি।

ব. চিঠি ও লিপিকা --- ১ টি।

ভ. প্রাণী বিদ্যা --- ১ টি।

ম. দু'আ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্পর্কে ---- ১ টি ।[১]

---

(১) – ড. মুজাহিদ তাওফীক মুজাহিদ আল-জুনদী, (মিসরস্থ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় অধ্যাপক), নিজামুদ্দিরাসাহ ওয়াল ইমতিহান ওয়া তাখাররুজুল আসাতিযাহ ওয়াল-ইজাযাতিল ইলমিয়্যাহ ফী মিসরিস-সুয়ূতী, সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ১ম খ, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরকালীন জগতের জন্য প্রস্তুতি ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) এর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হল, নিজেকে তখন তিনি ক্রমে লোক সংশ্রব বিমুখ করেন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।[১] জীবন সায়াহ্নে, ইমাম সুয়ূতী (র.) কতিপয় প্রতিহিংসা পরায়নের সমালোচনার শিকার হন। তবে তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন, রচনা ও দীনী গবেষণা হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। আল্লাহর ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করার নিমিত্তে তিনি এমন 'যুহদ' বা ত্যাগ অবলম্বন করলেন, যেন তিনি পার্থিব পরিজনদেরকেও চেনেন না । প্রভাবশালী ও বিত্তশালীদেরকে তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন, তাদের দাওয়াত পরিত্যাগ করতেন। শাসক শ্রেণীর কেউ এলে তিনি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন না। ধনীদের কেউ নানা উপঢৌকন নিয়ে এলে তিনি সে সব বিনীত ভাবে সযত্নে পরিহার করতেন।[২]

মিসরের সুলতান " আল-গাওরী" [৩] একদা দূত মারফত ইমাম সুয়ূতী (র.) এর উদ্দেশ্যে একটি দাস ও এক হাজার দীনার উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন । তখন তিনি নম্রভাবে ফিরিয়ে দিলেন এবং দাসটিকে গ্রহণ করে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর সুলতানের দূতকে উদ্দেশ্য করে ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, আমাদের নিকট আর কখনো কোন উপঢৌকন নিয়ে এসো না। কেননা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এগুলো থেকে মুক্ত করেছেন। কোন শাসকের দ্বারস্ত হওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। এ সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ রচনাকর্মেও আত্মনিয়োগ করেন।[৪]

পর্যায়ক্রমে তিনি মাসআলার সমাধান প্রদান ও পাঠদান প্রক্রিয়াও বর্জন করলেন।

---

(১) 'উমর রিদা, মু'জামুল মু'আল্লিফূন, ৫ম খ. পৃ. ১২১।

(৩) আল-আশরাফ আল-গাওরী (১৫০০-১৫১৬) , তিনি মিশরের প্রসিদ্ধ বাদশাহ ছিলেন।

(২) সাখাবী, আদ-দাওউল-লামি' , ৪র্থ খ. পৃ. ৬৯।

P. K. Hitti, History of the Arabs, P.695.

(৪) 'উমর রিদা, মু'জামুল মু'আল্লিফূন, ৫ম খ. পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজীবনী গ্রন্থে তিনি নিজের এ অবস্থাকে 'আত-তানফীস' নামে অভিহিত করেন।[১] তখন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি মানুষের সাথে আর মেলামেশা করেননি।

পারিবারিক অবস্থা ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) পিতা-মাতার পছন্দে স্থানীয় উচচবংশীয় সম্ভ্রান্ত রমনীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পারিবারিক জীবন সুখময় হয়েছিল। তবে শেষজীবনে তিনি সংসার থেকে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন এবং বিশেষতঃ আখিরাতের জন্য পাথেয় অর্জনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর একজন ছেলে বরেণ্য 'আলিমরূপে সুবিদিত হন এবং বেশ কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মৃত্যু ঃ ইমাম সুয়ূতী (র.) ৯১১ হিজরীর ১৮ ই জুমাদাল উলা / ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ ই অক্টোবর জুম'আর রাতের শেষ প্রহরে কায়রোস্থ 'রাওদাতুল-মিকইয়াস' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।[২] তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর ১০ মাস ১৮ দিন। প্রসিদ্ধ 'আলিম 'শা'রানী' তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতী করেন। 'হুস-কুসূন' নামক স্থানে তিনি সমাহিত হন।[৩]

---

(১) সুয়ূতী , হুসনুল মুহাদিরাহ, ১ম খ. পৃ. ১৫৫।

(২) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, ১১শ খ. পৃ. ৫৩৭।

(৩) 'উমর রিদা, মু'জামুল মু'আল্লিফূন, ৫ম খ. পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

الجزء الاول

من كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور لامام أهل التحقيق
ورئيس ذوي التدقيق عمدة الائمة المتقدمين والمتأخرين
وخاتمة الحفاظ المحدثين الامام الكبير
والعلم الشهير جلال الدين عبدالرحمن
ابن أبي بكر السيوطي
رحمه الله تعالى
آمين

(ولتمام النفع قد وضع بهامشه القرآن الشريف مع كتاب تنوير المقباس تفسير حبر الامة سيدنا عبد الله بن عباس وقد جعل القرآن الشريف بأعلى الصحيفة وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما بأسفلها مميزا بينهما بجدول حلية من الطبع)

طبع بنفقة
المكتبة الجعفري بطهران شارع بوذرجمهري تلفن ٢٧٨٦٨
والمكتبة الاسلاميه بطهران شارع بوذرجمهري تلفن ٢١٩٦٦
ودار الكتب العراقيه الحاج علي محمد الاعتماد بكاظميه ـ بغداد
في جمادى الاولى سنة ١٣٧٧ هجرى
طبع بالافست في المطبعة الاسلاميه بطهران

আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

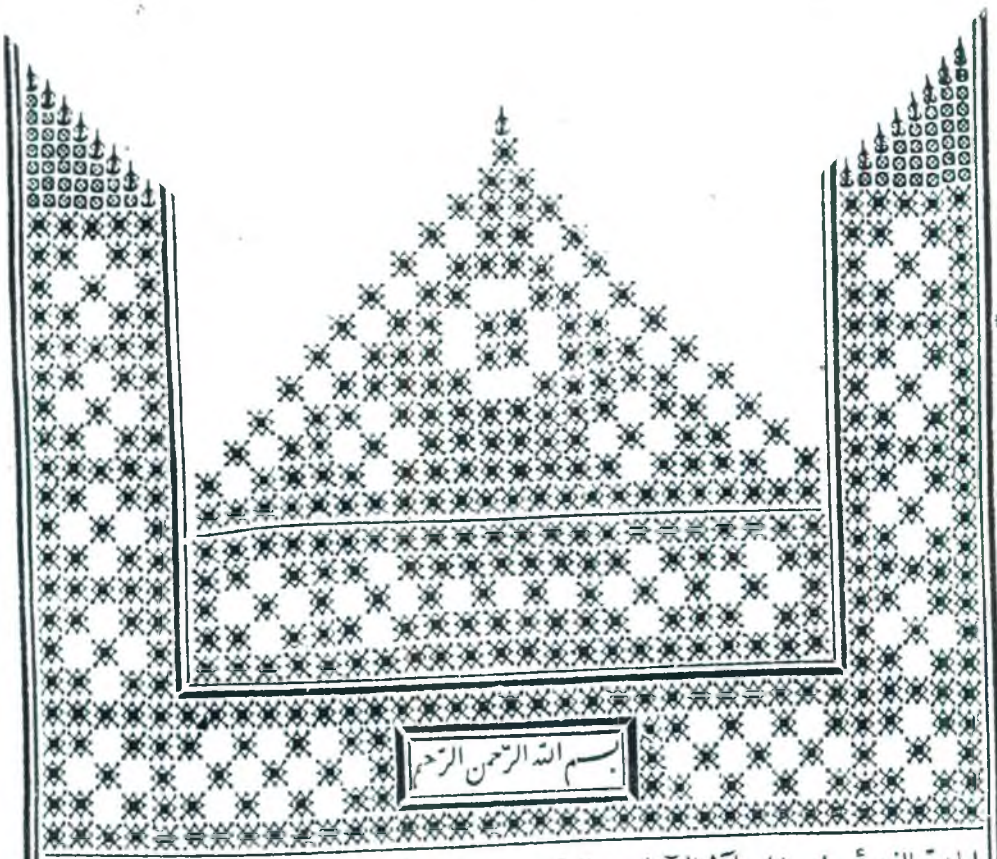

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أحيا من شاء بمآثر الآثار بعد الدثور ووفق لتفسير كتابه العزيز بما وصل الينا بالاسناد العالى من الخبر المأثور وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تضاعف لصاحبها الاجور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذى أسفر فجره الصادق فمحا ظلمات أهل الزيغ والفجور صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوى العلم المرفوع والفضل المشهور صلاة وسلاما دائمين على ممر الليالى والدهور *(وبعد)* فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم وتم بحمد الله فى مجلدات فكان ما أوردته فيه من الآثار باسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم فى الاقتصار على متون الاحاديث دون الاسناد وتطويله فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج الى كل كتاب معتبر *(وسميته بالدر المنثور فى التفسير بالمأثور)* والله أسأل ان يضاعف لمؤلفه الأجور ويعصمه من الخطأ والزور بمنه وكرمه انه البر الغفور

(سورة فاتحة الكتاب مكية وآيها سبع)

* أخرج عبد بن حميد فى تفسيره عن ابراهيم قال سألت الاسود عن فاتحة الكتاب أمن القرآن هى قال نعم * وأخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة وابن الانبارى فى المصاحف عن محمد بن سيرين ان أبى بن كعب كان يكتب فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم اياك نعبد واللهم اياك نستعين ولم يكتب ابن مسعود شيأ منهن وكتب عثمان بن عفان فاتحة الكتاب والمعوذتين * وأخرج عبد بن حميد عن ابراهيم قال كان عبد الله لا يكتب فاتحة الكتاب فى المصحف وقال لو كتبتها لكتبت فى أول كل شئ * وأخرج الواحدى فى أسباب النزول والثعلبى فى تفسيره عن على رضى الله عنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش * وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى دلائل النبوة والواحدى والثعلبى عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة انى اذا خلوت

(القرآن الشريف)

(سورة الفاتحة)

(تفسير ابن عباس)

(بسم الله الرحمن الرحيم) وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين (أخبرنا) عبد الله الثقة ابن المأمون الهروى قال أخبرنا أبى قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبيد الله محمود بن محمد الرازى قال أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروى قال أخبرنا على بن اسحق السمرقندى عن محمد بن مروان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال الباء بهاء الله وبهجته وبلاؤه وبركته وابتداء اسمه بارئ السين سناؤه وسموه أى ارتفاعه وابتداء اسمه سميع الميم ملكه ومجده ومنته على عباده الذين هداهم الله تعالى للايمان وابتداء اسمه مجيد (الله) معناه الخالق يألهون وينألهون اليه أى يتضرعون

وحدى   । আদ-দুররুল মানছুর গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

আদ্-দুররুল মানছুর

আদ্-দুররুল মানছূর[১] গ্রন্থটি ইমাম সুয়ূতী (র.) এর অন্যতম রচনা । বহুবার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[২] এটি আত্-তাফসীর বিল মা'ছূর সম্বলিত। এ গ্রন্থটির ভুমিকায় ইমাম সুয়ূতী (র.)উল্লেখ করেন, তরজুমানুল কুরআন নামক পুস্তকে সনদ ভিত্তিক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ(রা.) এর হাদীছসমূহ সংকলন করেছি । এর কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে গ্রন্থটির ব্যাপারে উদাসিনতা প্রকাশ করেছেন এবং আরো সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছেন । তাই সনদবিহীন সংক্ষিপ্তাকারে গ্রন্থটি প্রকাশের ইচ্ছা করেছি । তবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ও মূলভাষ্য অটুট রাখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি । পরবর্তীতে এ গ্রন্থটির নাম রেখেছি, ' আদ্-দুররুল মানছূর ফীত্-তাফসীর বিল মাছূর ' ।[৩]

---

(১) আদ্-দুররু এর শাব্দিক অর্থ মুক্তা, আল- মানছূর অর্থ বিক্ষিপ্ত । সুতরাং আদ্-দুররুল মানছুর অর্থ বিক্ষিপ্ত মুক্তারাশি । পারিভাষিক ভাবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো মূল্যবান জ্ঞানরাশি , বিশেষত আল-কুরআনের তাফসীর , বিভিন্নস্থান হতে গ্রহণপূর্বক সংকলিত গ্রন্থকে বুঝানো হয়।

(২) এ গ্রন্থটি ১৩১৪ হি. সনে কায়রোস্থ আল-মাতবা'আতুল মায়মানাহ থেকে প্রকাশিত হয় । মুহাম্মাদ আমিন দামাজ এ গ্রন্থটি বড় ছয়টি খন্ডে প্রকাশ করেন । এর টীকায় তানভীরুল মিক্'বাস মিন তাফসীর ইবনি 'আব্বাস সংযোজিত হয়েছে। আদ-দুররূল মানছূরর প্রথম খন্ডে সামান্য ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে। অত:পর এ গ্রন্থে সূরা আল-ফাতিহা হতে সূরা আল-নিসার শেষ অবধি তাফসীর করা হয়েছে। এ খন্ডে ৩৭৯ পৃষ্ঠা রয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে, সূরা আলি ইমরান হতে সূরা আল-মাইদাহ পর্যন্ত বিদ্যমান। এ খন্ডটি ৩৫০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। তৃতীয় খন্ডে, সূরা আল-আন'আম হতে সূরা হুদ অবধি বিদ্যমান। এতে ৩৫৭ পৃষ্ঠা রয়েছে। চতুর্থ খন্ডে সূরা ইউসুফ হতে সূরা আল-হাজ্জ পর্যন্ত তাফসীরকৃত। এতে ৩৭৩ পৃষ্ঠা রয়েছে। পঞ্চম খন্ডে, সূরা আল-মু'মিনূন হতে সূরা যুমার অবধি তাফসীর করা হয়েছে। এ খন্ডে ৩৬৭ পৃষ্ঠা রয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ খন্ডে, সূরা আল-মু'মিন হতে সূরা আল-নাস পর্যন্ত তাফসীর রয়েছে। এতে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা বিদ্যমান।

এরপর আল -মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যা, তেহরান হতে ১৩৭৭ হি. সনে প্রকাশিত হয় । মুহাম্মাদ আমিন দামাজ কর্তৃক পুনরায় তা প্রকাশিত হয় ।

পরবর্তীতে ১৪০৩ / ১৯৮৩ সনে দারুল ফিকর , বৈরুত হতে আট খন্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । তবে এর টীকায় তানভীরুল মিক্'বাস মিন তাফসীর ইবনি 'আব্বাস সংযোজিত হয়নি ।

(৩) সুয়ূতী, আদ্-দুররুল মানছূর , ১ম খ., পৃ. ১ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতী (র.) এর উল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আদ্-দুররুল - মানছূর গ্রন্থটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে রচিত হয়েছে । তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'তরজুমানুল- কুরআন ' গ্রন্থ হতে এটি সংক্ষেপিত । দীর্ঘ কলেবর পরিহার কল্পে 'তরজুমানুল- কুরআন ' এর সনদ সমূহ পরিহার করা হয়েছে । তবে , যেসব পুস্তক হতে হাদীছ সংগ্রহ করা হয়েছে , সে সব পুস্তকের উল্লেখ অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেছেন , " মূল ভাষ্য ঠিক রেখে , সনদ পরিহার করে আদ্-দুররুল মানছূর গ্রন্থটি প্রণীত হলেও পূর্ববর্তী পূর্ণাঙ্গ পুস্তকটিই নির্ভরযোগ্য ।

আদ্-দুররুল মানছূর গ্রন্থটি প্রণয়ন কালে যে সব প্রসিদ্ধ তাফসীর বিশারদ হতে ইমাম সুয়ূতী (র.) **রিওয়ায়াত** নিয়েছেন, তাঁদের পরিচয় হলঃ-

- ☐ ইবন সা'ঈদ জুওয়ায়বির আল-আযদী (র.,মৃ . ১৪০ হি.)।
- ☐ 'আবদুল মালিক ইবন 'আবদিল 'আযীয ইবন জুরায়জ আল-মাক্কী (র.,মৃ . ১৫০ হি.)।
- ☐ মালিক ইবন আনাস,আল- মাদানী, আন-ইমাম (র.,মৃ . ১৭৯ হি.).
- ☐ ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ আল-কূফী(র.,মৃ . ১৯৭ হি.)।
- ☐ সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না আল-মাক্কী (র.,মৃ. ২১১ হি.)।
- ☐ 'আবদুর রাযযাক ইবন হুমাম আস-সান'আনী (র.,মৃ. ২১৮ হি.)।
- ☐ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী (র.,মৃ. ২১২ হি.)।
- ☐ আবূ নু'আয়ম: ফযল ইবন দিক্কীন আল-কূফী (র.,মৃ. ২১৮ হি.)।
- ☐ আদম ইবন আবী ইয়াস আর-বাগদাদী (র.,মৃ. ২২০ হি.)।
- ☐ সা'ঈদ হুসায়ন ইবন দাউদ (র.,মৃ. ২২৬ হি.)।
- ☐ 'আবদুল গনী ইবন সা'ঈদ আছ-ছাকাফী (র.,মৃ. ২২৯ হি.)।
- ☐ আবূ বকর 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শায়বা আল-কূফী (র.,মৃ. ২৩৫ হি.)।
- ☐ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন রাহওয়ায়হ্ (র.,মৃ. ২৩২ হি.)।
- ☐ দাহীম 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র.,মৃ. ২৪৫ হি.)।
- ☐ 'আবদ ইবন হামীদ ইবন নুসর (র.,মৃ. ২৪৬ হি.)।[১]

---

(১) *ড. আ. সালাম মুহাম্মাদ আবূন-নায়ল, (অধ্যাপক , জামি'আ আল-কুয়েত,) সুয়ূতী আল-মুফাসসির মাযহাবুহু ফীত-তাফসীর, সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ২য় খ, পৃ. ২৫৯।*

Dhaka University Institutional Repository

☐ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ (র.,মৃ. ২৪৯ হি.)।

☐ আবূ বকর: 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুনযির আন-নীসাপূরী (র.,মৃ. ৩০৩ হি.)।

☐ তাবারী: মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী (র.,মৃ. ৩১০ হি.)।

☐ আবূল-কাসিম: 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল 'আযীয আল-বাগাভী আল-কাবীর (র.,মৃ. ৩১৭ হি.)।

☐ আবূশ-শায়খ: 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাববান আল-আসবাহানী (র.,মৃ. ৩৬৯ হি.)।

☐ আবূ বকর: আহমাদ ইবন মূসা ইবন মারদুওয়াহ আল-আসবাহানী (র.,মৃ. ৪১০ হি.)।

☐ আবূ ইসহাক: আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আছ-ছা'আলাবী (র.,মৃ. ৪২৭ হি.)।[১]

ইমাম সুয়ূতী (র.) 'উলূমুল কুরআন ও হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কিত বহু পুস্তক হতেও উদ্ধৃতি গ্রহণ এবং সংকলন করেছেন । তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি পুস্তক ও প্রণেতা সম্পর্কে তথ্যাদি উল্লেখ করা হল ঃ-

* আসবাবুন-নুযূল ; আবুল হাসান 'আলী ইবন আহমাদ আল ওয়াহিদী (র. মৃ.৪৬৮ হি.)।

*আল উজাব ফী বয়ানিল আসবাব ;আবুল ফাদ্‌ল আহমাদ ইব্‌ন 'আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী (র.মৃ . ৮৫২/ ৮৫৩ হি.) ।

* আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ ; আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইবন সালাম (র.মৃ .২২৪ হি.) , আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী (র.মৃ .২৮৫ হি.) এবং আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আন-নুহাস (র.মৃ . ৩৩৮ হি.) ।

* আল-মাসাহিফ ; আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র.মৃ . ২৮১ হি.) যিনি ইবন 'আবিদ - দুন্‌ইয়া নামে পরিচিত ছিলেন । ফাদ্‌ল ইবন শাযান (র.মৃ . ২৯০ হি.) ও অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন ।

* আল-মাসাহিফ ; আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী (র.মৃ .৩১৬ হি.) , মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আল-আনবারী আন-নাহবী (র.মৃ . ৩২৮ হি.), মুহাম্মাদ ইবনুল আসতাহ (র.মৃ .৩৬০ হি.)।

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ২য় খ, পৃ. ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

* আল-ওয়াক্‌ফ ওয়াল ইবতিদা ; আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আন-নুহাস (র.মৃ . ৩৩৮ হি.) ।

* ফাদাইলুল কুরআন ; আবূ- বাকর মুহাম্মাদ ইবন আইয়্যুব ইবনুদ্-দুবায়স (র.মৃ .২৯৪ হি.) এবং আবুশ্-শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ আস-সামারকান্দী(র.মৃ .৪৯১ হি.) ।

* আহকামুল - কুরআন ; আবূ ইসহাক ইসমা'ঈল ইবন ইসহাক, আল - মালিকী(র.মৃ . ২৮২ হি.) ।

* 'উলূমুল কুরআন ; আত্-তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা (র.মৃ .২৭৯ হি.), আবূ মুসলিম (র.মৃ .২৯২ হি.),ইউসুফ ইবন ইয়াকূব ; আল - কাযী(র.মৃ .২৭৯ হি.), আন-নাসাঈ (র.মৃ .৩০৩ হি.), মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস-সিরাজ (র.মৃ .৩১৩ হি.) আদ-দারা কুতনী(র.মৃ .৩৮৫ হি.) আল-বায়হাকী (র.মৃ .৪৫৮ হি.) ।[১]

* মুসনাদ ঃ- ইমাম আবূ হানীফা , নু'মান ইবন ছাবিত (র.,মৃ .১৫০ হি.), আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র., মৃ. ২০৪ হি.), মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ (র., মৃ. ২২৮হি.), ইবনুল জা'দ আল-জাওহারী(র.,মৃ .২৩০ হি.),ইবন আবী শায়বা:'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ(র.,মৃ.২৩৫হি.), ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র.,মৃ .২৩৮ হি.), আহমাদ ইবন হানবাল(র.,মৃ .২৪১হি.),মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আল 'আদানী(র.,মৃ .২৪৩ হি.), আহমাদ ইবনুল মুনি'ঈ (র.,মৃ .২৪৪ হি.), 'আবদ ইবন হুমায়দ (র.,মৃ .২৪৯ হি.), ইয়া'কূব ইবন শায়বাহ আল-বাসরী(র.,মৃ .২৬২ হি.), হারিস ইবন আবী উসামাহ আর-বাগদাদী (র.,মৃ .২৮২ হি.), আল-বাযযার: আহমাদ ইবন 'আমর ইবন 'আবদিল খালিক (র.,মৃ .২৯২ হি.), হাসান ইবন সুফইয়ান (র.,মৃ .৩০৩ হি.), আবূ ইয়া'লা:আহমাদ ইবন 'আলী (র.,মৃ .৩০৭ হি.), মুহাম্মাদ ইবন হারূন আর-রূয়ানী (র.,মৃ .৩০৭ হি.), আবূল-কাসিম: সুলায়মান ইবন আহমাদ আত-তাবরানী (র.,মৃ .৩৬০ হি.), আবূ মানসূর: শাহারদার ইবন শীরওয়াহ আদ-দায়লামী(র.,মৃ . ৫৫৮ হি.), জামি'উল-মাসানিদ প্রণেতা আবূল-ফারজ্: 'আবদুর রহমান আল-জাওযী (র.,মৃ . ৫৯৭ হি.),[২]

---

(১) সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ২য় খ, পৃ. ২৬১ ।

(২) প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ২৬২ ।

Dhaka University Institutional Repository

* মুসান্নাফঃ- আবূ বকর: 'আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী(র.,মৃ . ২১১ হি.), আবূ বকর: 'আবদুল্লাহ ইবন আবী শায়বাহ আল-কূফী (র.,মৃ . ২৩৫ হি.)।

* মু'জামঃ- আবূ সা'ঈদ: আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাসরী, ইবনুল আ'রাবী (র.,মৃ .৩৪০ হি.); আল-মু'জামুল-আওসাত এবং আল-মু'জামুস-সাগীর, প্রণেতা সুলায়মান ইবন আহমাদ আত-তাবরানী (র.,মৃ . ৩৬০ হি.), আবূ বকর: আহমাদ ইবন ইবরাহীম আল-ইসমা'ঈলী (র.,মৃ . ৩৭১ হি.), আবূল হাসান: মুহাম্মাদ ইবন জামী' (র.,মৃ . ৪০২ হি.), আবূ মুহাম্মাদ: 'আবদুল মু'মিন ইবন খালফ আদ-দিমইয়াতী (র.,মৃ . ৭০৫ হি.)।[১]

আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থের উৎস গ্রন্থসমূহের কয়েকটি, এখন পাওয়া দুষ্কর। সে সবের পরিচিতি হলঃ-

তাফসীরঃ- ইবন জুরায়জ, মালিক , ওয়াকি', ইবন 'উয়ায়নাহ, আল-ফিরইয়াবী, আবূ নু'আয়ম, আদম ইবন আবী আয়্যাস, 'আবদুল গনী ইবন সা'ঈদ, ইবন রাহওয়ায়হ, দাহীম, বদর ইবন হামীদ, ইবনুল মুনযির,আবূশ-শায়খ, ইবন মারদূয়াহ (র.)।

আহকামুল কুরআন ঃ- ইসমা'ঈল আল-কাযী(র.)।

ফাদাইলুল-কুরআন, আয-যিকর, আছ-ছাওয়াব, আল-'আকীকা, আল-ফারাইদ ঃ- আবূশ-শায়খ (র.)।

আস-সাহীহ ঃ- ইবনহিব্বান (র.)।

মুসনাদ ঃ- মুসাদ্দাদ, আহমাদ ইবন মুনী', ইবন আবী 'উমর, হারিস ইবন উছামাহ, হাসান ইবন সুফইয়ান (র.)।

মাগাযী ঃ- মূসা ইবন 'উকবাহ (র.)।

জামি' ঃ- মা'মার ইবন রাশিদ, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নাহ, 'আবদুর রাযযাক (র.)।

আল-আমালী ঃ- ইবন বাত্তাহ (র.)। আয-যুহরিয়্যাত ঃ- যুহলী (র.)।

'উলূমুল- কুরআন ঃ- ইবন আবী হাতিম, আদম ইবন আবী আয়্যাস (র.)।

আখবারুল মাদীনা ঃ- যুবায়র ইবন বুককার, 'উমর ইবন শিবহ (র.)

আল-ইসতিকামাহ ঃ- খুসায়স ইবন আসরাম (র.)।

আল-আহওয়াল ঃ- 'আবদ ইবন হুমায়দ (র.)।[২]

(১) *সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস- সুয়ূতী, ২য় খ, পৃ.* ২৬২।

(২) *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।*

Dhaka University Institutional Repository

আদ্-দুররুল মানছূর তাফসীর গ্রন্থে অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম সুয়ূতীর (র.) এ গ্রন্থটি পূর্ণ সনদযুক্ত পুস্তক ' তরজুমানুল-কুরআন' হতে সংক্ষিপ্তাকারে রচনা করেছেন। এরূপ সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি তিনি প্রথমে ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর উল্লিখিত তথ্যাদির আলোকে কয়েকটি বিষয় প্রতীয়মান হয়। সে সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল ঃ-

☐ ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র এবং দীর্ঘ আলোচনা এ পুস্তকে সংক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ইমাম সুয়ূতী (র.) বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন । তা হল, বর্ণনা শেষে তিনি রিয়ায়াতের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন এবং পুস্তকের অথবা বর্ণনাকারীর পরিচিতি প্রদান করেছেন। যেমন, সূরা ফতিহা এর তাফসীর ও এর ফযীলত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এ রিওয়ায়াতটি আহমাদ, বুখারী, দারামী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন জারীর, ইবন হিব্বান, ইবন মারদুওয়াহ , বায়হাকী প্রমুখ (র.) ধারাবাহিক সনদে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন ; আমি একদা সালাত আদায় করছিলাম, আমাকে তখন আল্লাহর রাসূল

আহ্বান করলেন, আমি সে মুহূর্তে তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে খানিকটা পরে তাঁর নিকট আসলাম । তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি,

তোমরা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখনই তোমাদেরকে তিনি ডাকেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় (সম্মানিত) সূরা মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বে শিক্ষাপ্রদান করব । তারপর তিনি বলেন , আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন..এটি হল প্রশংসা মূলক সাতটি আয়াতে কারীমা সম্বলিত এবং মহিমাময় আল-কুরআন, যা আমি প্রাপ্ত হয়েছি।[১]

ইমাম আহমাদ (র.) স্বীয় মুসনাদে এ হাদীছটির বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করেছেন, তাঁর পিতা হাম্বল, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর, শু'বাহ, খুবায়ব ইবন 'আবদির রহমান, হাফস ইবন 'আসিম, আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.)।[২]

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের শেষার্ধে কিতাবুত-তাফসীর এর বাবু মা জাআ ফী ফাতিহাতিল কিতাব শীর্ষক পরিচ্ছেদে, ৪৪৭৪ নং হাদীছ হিসেবে এটি উল্লেখ

(১) *সুয়ূতী,আদ-দুররুল-মানছূর, ১ম খ, পৃ. ৫।*

(২) *আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩য় খ, পৃ, ৪৫০।*

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তার ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র হল, মুসাদ্দাদ, ইয়াহ্য়া, শু'বাহ, খুবায়ব ইবন 'আবদির রহমান, হাফস ইবন 'আসিম, আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) ।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) স্বীয় হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত এ হাদীছটির সনদসহ উল্লেখ করেছেন। সনদটি হল, ইবনুল মুসান্না, ওয়াহাব ইবন জারীর, সা'ঈদ ইবন হাবীব, হাফস ইবন 'আসিম, আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) [১]।

ইমাম দারামী (র.) তাঁর সুনানে বর্ণিত এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন , এতে উল্লিখিত সনদ হল, বাশার ইবন 'উমর আযযাহরানী, শু'বা, হাবীব ইবন 'আবদির রহমান, জা'ফর ইবন 'আসিম, আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) [২]।

ইমাম নাসাঈ (র.) স্বীয় সুনানে, কিতাবুল ইফতিতাহ-এর ফাদলু ফাতিহাতিল কিতাব শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি যে ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে উল্লিখিত হাদীছটি গ্রহণ করেছেন, তা হল, ইসমা'ঈল ইবন মাস'উদ, খালিদ, শু'বাহ, খুবায়ব ইবন 'আবদির রহমান, হাফস ইবন 'আসিম, আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) ।

ইমাম ইবনু হিব্বান (র.) তাঁর সহীহ হাদীছ গ্রন্থেও এ হাদীছটি ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন, তা হল, আবূ খলীফা, মুসাদ্দাদ, ইয়াহয়া, শু'বাহ, খুবায়ব ইবন 'আবদির রহমান, হাফস ইবন 'আসিম, আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) [৩]।

ইমাম সুয়ূতী (র.) স্বীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক আল-ইতকানে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, আমি ধারাবাহিক সনদ সম্বলিত একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছি। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের (রা.) থেকে প্রাপ্ত দশ সহস্রাধিক হাদীছ উল্লেখ করেছি । সবগুলো হাদীছ মারফূ' (নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনাসূত্র সম্বলিত) এবং মাওকূফ (সাহাবীগণ (রা.) পর্যন্ত বর্ণনাসূত্র সম্বলিত) । আল্লাহর রহমতে চারটি বড় খন্ডে তা সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। এর নাম

(১) সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ২য় খ, পৃ. ২৬৭।

(২) দারামী, আস-সুনান, ২য় খ, পৃ. ৪৪৫।

(৩) সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ২য় খ, পৃ. ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছি 'তরজুমানুল- কুরআন'। এ গ্রন্থটির সনদ পরিহার করে সংক্ষিপ্তাকারে আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে [১]।

এ তাফসীর গ্রন্থটির – ১৩১৩ হি. সনে মুদ্রিত অনুলিপি সম্পাদনায় আল-উসতায মুহাম্মাদ আয-যুহরী আল-গামরী (র.) গ্রন্থের শেষভাগে উল্লেখ করেছেন, আদ-দুররুল-মানছূর ফীত-তাফসীর বিল- মা'ছূর' গ্রন্থটির নামে এর রচনা পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। এতে শুধুমাত্র রিওয়ায়াত ভিত্তিক বিশুদ্ধ তাফসীর লওয়া হয়েছে। 'আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর কলমে ও ভাষায় এর অন্যথা করেননি।

ইমাম সুয়ূতী (র.) এ পুস্তকে তাফসীর বির-রায় হতে কিছুই উল্লেখ করেননি। বরং ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে তাফসীর করার নীতি বজায় রেখেছেন [২]।

একই আয়াতের তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) বহুসংখ্যক রিওয়ায়াত ও কিরাআত উল্লেখ করেছেন। এসব তিনি সাহাবীগণ (রা.) ও প্রসিদ্ধ কিরাআত শাস্ত্রবিদ হতে গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে বিভিন্ন ভাষাগত বিশ্লেষণ করেছেন এবং সঠিক ও ব্যবহারিক অর্থ নিরূপণের জন্য আরবী কবিতা হতে বহুসংখ্যক উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।

---

(১) সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২য় খ, পৃ, ১৮৩।

(২) ড.তাওফীক ইউসুফ আল-ওয়া'ঈ, (অধ্যাপক, শরী'আ অনুষদ, জামি'আ আল-কুয়েত) আল-ইমাম আস-সুয়ূতী, মাকানাতুহু ওয়া আছারুহুল 'ইলমিয়্যাহ ফীত-তাফসীর ওয়ালফিক্হ ওয়াল হাদীছ, সম্পাদনা পরিষদ, আল-ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ২য় খ, পৃ. ৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

আদ্-দুররুল মান্ছূর তাফসীর গ্রন্থটি সম্পর্কে বিদগ্ধজনদের অভিমত

* পৃথিবী বিখ্যাত 'আলিম শাহ ওয়ালীউল্লাহ আল-মুহাদ্দিছ আদ-দিহলাভী (র., মৃ. ১১৭৬ হি.)-এর অভিমত হল, ইমাম সুয়ূতী (র.) স্বীয় 'আদ-দুররুল মান্ছূর' তাফসীর গ্রন্থে ধারাবাহিক সনদ ও কোনরূপ সমালোচনার উল্লেখ করেননি । এ গ্রন্থটি তাঁর অপর একটি পূর্ণ সনদযুক্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্তরূপ । বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হওয়ায় কোন সমালোচনা করা হয়নি ।[১]

* উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ 'আলিম শাহ্ 'আবদুল আযীয আল- মুহাদ্দিছ আদ-দিহলাভী (র., মৃ. ১২০৭ হি.) এর মতে, তাফসীর সম্পর্কিত হাদীছ শরীফ গুলো তাফসীর শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্বাগ্রে গ্রহণীয় । ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) এর তাফসীর গ্রন্থে , 'আল্লামা মারদাওয়াই (র.) এর তাফসীরে দায়লামীতে এরূপ তাফসীর ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান । ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর আদ-দুররুল মানছূর তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত তাফসীর সমূহ হতেও অনেক তাফসীর সংগৃহীত হয়েছে।[২]

* 'আল্লামা মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী (র., মৃ. ১২৫৫হি.)-এর মতে, ইমাম সুয়ূতী (র.) আদ-দুররুল মান্ছূর তাফসীর গ্রন্থে পূর্ববর্তী যুগের বিশুদ্ধ তাফসীর সমূহ গ্রহণ করেছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম , সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ (র.) গণের থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ রিওয়ায়াত ভিত্তিক এ গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে । মারফূ' হাদীছ - এর সংখ্যাই এ পুস্তকটিতে অত্যধিক ।[৩]

---

(১) শাহ ওয়ালীউল্লাহ, কুররাতুল - 'আয়নায়ন ফী তালখীসিশ-শায়খায়ন, পৃ. ২৮৩ ।

(২) শাহ 'আবদুল 'আযীয , 'উযালাহ নাফি'আহ , পৃ. ১৭।

(৩) শাওকানী, আল-বাদরুত তালি', ১ম খ., পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

* ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর প্রিয় শিষ্য 'আল্লামা শা'আরানী (র.) এর মতে , আমি রিওয়ায়াত ভিত্তিক অনেকগুলো তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি , তবে আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর 'আদ-দুররুল মান্‌ছূর'-এর মত যথার্থ ও সহজবোধ্য গ্রন্থ আর পাইনি[১]।

* 'আল্লামা সা য়্যিদ 'আবদুল হাই কাত্তানী (র., মৃ. ১৩৮২ হি.) 'আদ-দুররুল মান্‌ছূর' সম্পর্কে বলেন, এ গ্রন্থটি বড় ছয়টি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে । যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবে , সে ব্যক্তি অবাক হবে এবং পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হবে । পক্ষান্তরে যারা পুরোপুরি ভাবে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেনি কিংবা সমালোচনার জন্য কিছু অংশমাত্র পড়েছে , তারা উত্তম দিককে ছেড়ে ভিন্ন দিককেই উত্তম মনে করবে। সমালোচকগণ যেমনটি করে থাকেন , এমন করার চেয়ে চুপ থাকাতে মঙ্গল রয়েছে , এতে বাকবিতন্ডার অবকাশ থাকে না[২]।

---

(১) *শা'আরানী, লাতাইফুল মিনান , পৃ. ৫৩ ।*

(২) *কাত্তানী, ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়ালআছবাত , ২য় খ., পৃ . ৩৫৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তুলনামূলক আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক আলোচনা

ইমাম বাগাভী (র.) এর 'মা'আলিমুত-তান্‌যীল' ও ইমাম সুয়ূতী (র.) এর 'আদ-দুর্‌রুল মান্‌ছূর' গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করার জন্য কয়েকটি বিষয় বেছে নেয়া হয়েছে, সেগুলো হল ঃ-

১. উপস্থাপন।

২. আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর।

৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর ।

৪. সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর ।

৫. তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীর।

৬. কিরাআত।

৭. ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র (সনদ)।

৮. প্রাপ্ত মূল বক্তব্য (মতন) ।

৯. মাসআলা ও এর সমাধান (ফিকহী প্রেক্ষিতে)।

১০. শাব্দিক বিশ্লেষণ ।

১১. কবিতার উদ্ধৃতি ।

১২. পূর্ববর্তী জাতির ঘটনা।

১৩. ইসলামী যুগের ঘটনা।

১৪. ইসরাঈলী রিওয়ায়াত।

১৫. উভয়ের সামঞ্জস্যতা।

এ বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে কিছু তথ্য ও সংশ্লিষ্ট কিছু উদাহরণসহপরবর্তীতে উল্লেখ করা হল :-

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনা সম্পর্কিত তুলনা

ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়াত সম্পর্কিত দিকগুলো আলোচনা করেছেন। পূর্ণ সনদ উল্লেখ পূর্বক মতনকে তিনি তুলে ধরেছেন এবং আনুসঙ্গিক ক্ষেত্রে মতনকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন । অনেক ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র একটি রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ রিওয়ায়াত সমূহ পরিহার করেছেন। এর ফলে তাঁর গ্রন্থের কলেবর অপেক্ষাকৃত ছোট হয়েছে এবং তাফসীর বিশারদগণের মতভেদসমূহও এতে কম পাওয়া যায়। প্রথমে শাব্দিক আলোচনাকে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এবং কিরাআত সম্পর্কিত মতভেদ সমূহ অধিকহারে গ্রহণ করেছেন। বহুক্ষেত্রে কবিতা দ্বারা শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ তিনি নিরূপণ করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম সুয়ূতী (র.) রিওয়ায়াতকে প্রথমে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তৎসঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ রিওয়ায়াতসমূহকেও গ্রহণ করেছেন। ফলে, একই বর্ণনা তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বারংবার পাওয়া যায় এবং এতে রিওয়ায়াতও প্রচুর হারে সন্নিবেশিত হয়েছে। আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে রিওয়ায়াতের ভিত্তিতেই কিরাআত সংক্রান্ত আলোচনা এবং শাব্দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রেও রিওয়ায়াতের সংখ্যা অধিক হয়েছে । ইমাম সুয়ূতী (র.) প্রথমে আল-কুরআনের পূর্ণ আয়াত উল্লেখ না করে অংশ বিশেষ চিহ্নিত করেছেন এবং নির্দিষ্ট অংশের তাফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়াত তুলে ধরেছেন। কোথাও পূর্ণ আয়াতের উল্লেখ করেননি। কিন্তু মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে প্রথমে আয়াতে কারীমার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর কোন স্থানে পূর্ণ আয়াতে কারীমার তাফসীর করা হয়েছে , আবার কোন স্থানে আংশিকভাবে আয়াতাংশের তাফসীর করা হয়েছে । এ বিষয়টি ইমাম সুয়ূতী (র.) হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে।

ইমাম বাগাভী (র.) সূরার ফযীলত সংক্রান্ত আলোচনা কম করেছেন , কিন্তু ইমাম সুয়ূতী (র.) এ বিষয়ে সূরার প্রথমে বহু রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সূরার সংশ্লিষ্ট কোন কোন ঘটনাকেও তিনি ইমাম বাগাভী (র.) হতে অধিক হারে গ্রহণ করেছেন। তবে, সহজে বলা যায়, মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে তাফসীর উপস্থাপিত হয়েছে এবং আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থটিকে মাঝারি আকারের তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে রচনা করেন। পরবর্তীতে এ গ্রন্থটি চারটি মধ্যামাকৃতির খন্ডে মুদ্রিত হয়। প্রথমে আয়াতে কারীমার উল্লেখ রয়েছে এবং অত:পর অংশ - অংশ হিসেবে এর তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হয়াছে।

ইমাম বাগাভী (র.) অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে তাফসীর করলেও তাফসীর যথার্থ হয়েছে এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা পরিহার করায় এর গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। রিওয়ায়াতের সনদ সম্পর্কে প্রথমে পূর্ণ আলোচনা করায় এর ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত বিষয়াদি সুস্পষ্ট হয়েছে । তার সাথে সাথে যে বিষয়টি ব্যতিক্রম হয়েছে, তা হল, পাঠকের নিকট সনদের পূর্ণ তথ্য জানা থাকা সত্বেও পুস্তকের কলেবর সংক্ষিপ্ত রয়েছে। এর ফলে আরো জানা যায় যে, প্রত্যেকটি ব্যাখ্যার মূলে প্রাচীনকালের বিশুদ্ধ মতামত রয়েছে এবং এ সকল তাফসীর ইমাম বাগাভী (র.) এর নিজস্ব অভিমত নয়। যদ্দরূন গ্রন্থটি সর্বকালে বিশেষভাবে গ্রহণীয়।

একই ভাবে ইমাম সুয়ূতী (র.) এর আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থও পূর্ণাঙ্গরূপে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর সমৃদ্ধ। তিনি এর প্রত্যেকটি ব্যাখ্যার প্রথমে পূর্ণ সনদ উল্লেখ না করলেও মূল বর্ণনাকারীর নাম প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নাম প্রায় প্রতিটি বর্ণনায় আনয়ন করেছেন । এর ফলে গ্রন্থটির মাধ্যমে অন্যন্য গ্রহণযোগ্য পুস্তকাদির বর্ণনা সম্পর্কেও জানা যায় এবং পাঠকের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। যদিও আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থটি ইমাম সুয়ূতী (র.) এর তরজুমানুল-কুরআন শীর্ষক বিশাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ, তথাপিও এ গ্রন্থে সনদের উল্লেখ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পুস্তকের রিওয়ায়াত উল্লেখের মাধ্যমে পাঠক ও শিক্ষার্থীকে মা'ছূর তাফসীরের প্রতি আগ্রহী করা হয়েছে। এর ফলে পুস্তকটির গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং , উভয় তাফসীর গ্রন্থই বিশেষভাবে গ্রহণীয় ও প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। সুপ্রাচীন কাল হতে অদ্যবধি গ্রন্থদ্বয় গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

সর্বোপরি, দু'গ্রন্থের উপস্থাপনায় কিছু প্রভেদ থাকলেও উভয় গ্রন্থের উপস্থাপনা প্রাঞ্জল, সুবিন্যস্ত ও সহজবোধ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর

আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর , ইমাম বাগাভী (র.) মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে অধিক উল্লেখ করেছেন । কয়েকস্থানে তিনি শুধুমাত্র অংশবিশেষ উপস্থাপন করেছেন । পূর্ণ আয়াতে কারীমা কোথাও তাফসীর স্বরূপ উল্লেখ করেননি। তবে শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল-কুরআনের কোথাও তাফসীরকৃত শব্দের ব্যবহার থাকলে কোন কোন স্থানে শুধুমাত্র তা আংশিকভাবে উল্লেখ করেছেন । যে সব আয়াতে কারীমার মূলবক্তব্য একই অথবা আংশিকভাবে একই অর্থ প্রদান করে, ক্ষেত্রবিশেষে সে সব ও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (র.) আদ-দুর্‌রুল মান্‌ছূর গ্রন্থে রিওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রাপ্ত অংশই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন । আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর এতে অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান । বিশেষত সাহাবী (রা.) অথবা তাবি'ঈ (র.)-এর থেকে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতে আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর তিনি আংশিক উল্লেখ করেছেন । কোথাও পূর্ণ আয়াতে কারীমা উল্লেখ পূর্বক তাফসীর করা হয়নি । তবে ইমাম বাগাভী (র.) হতে যে বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করেছেন তা হল , ইমাম বাগাভী (র.) রিওয়ায়াত উল্লেখ ব্যতীত এরূপ তাফসীর আংশিকভাবে উল্লেখ করেছেন আর ইমাম সুয়ূতী (র.) সনদ উল্লেখ পূর্বক রিওয়ায়াত অনুযায়ী আংশিকভাবে উল্লেখ করেছেন।আর উভয়ের মধ্যে যে বিষয়টি একই রকম পাওয়া যায়, তা হল, কোন ঘটনার বর্ণনা অথবা শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীরকে উল্লেখ করা । তাছাড়া উভয়েই স্বল্প পরিমাণে এরূপ তাফসীর গ্রহণ করেছেন । যে সব আয়াতে পূর্ববর্তী কোন ঘটনা অথবা পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনা রয়েছে , আল-কুরআনের মাধ্যমে সে সব তাফসীরই তাঁরা করেছেন।

এতে প্রতিপন্ন হয় যে, ইমাম সুয়ূতী (র.) আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিমাণে উল্লেখ করেছেন । পক্ষান্তরে ইমাম বাগাভী (র.) এরূপ তাফসীর তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণে আনয়ন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম অংশ بسم الله الرحمن الرحيم এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, শা'বী (র.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন কাজের সূচনা লগ্নে প্রথম অবস্থায় باسمك اللهم (হে আল্লাহ আপনার নামে) বলতেন, কুরায়শগণও এরূপ বলতেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হল, وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها [১] (আর তিনি বলেছেন, তোমরা এতে আরোহন কর, তার গমনস্থলে আল্লাহর নামের সাথে) তারপর থেকে তিনি বিসমিল্লাহ বলতেন। এরপর যখন অবতীর্ণ হল, قل ادعوا الله او ادعو الرحمن [২] (আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ বলে ডাক অথবা রাহমান বলে ডাক) এরপর থেকে তিনি "بسم الله الرحمن" বলতেন। পরবর্তীতে যখন অবতীর্ণ হল, انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم [৩] (নিশ্চয়ই তা সুলায়মান এর নিকট হতে এবং তা পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর নামে শুরু করা হয়েছে) তারপর থেকে পূর্ণরূপে 'بسم الله الرحمن الرحيم' বলতেন। [৪]

الحمد لله [৫] এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, বলা হয়, আল-হামদু হল , উচচারণগত ভাবে প্রশংসা। আর শোকর হল, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا [৬] (এবং আপনি বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ

---

(১) সূরা হুদ , আয়াত, ৪১ ।

(২) সূরা বনী ইসরাঈল ,আয়াত, ১১০ ।

(৩) সূরা আন-নামল, আয়াত, ৩০ ।

(৪) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৩৯ ।

(৫) সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত,১ ।

(৬) সূরা বনী ইসরাঈল ,আয়াত, ১১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

করেননি)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন, " اعملوا ال داود شكرا[১] " (হে দাউদের বংশধর, কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ কর)। مالك يوم الدين[২] এর তাফসীরে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, " فتعالى الله الملك الحق[৩] " (সুতরাং সবকিছুর অধিপতি, চিরসত্য আল্লাহই হলেন সর্বোচ্চে) , الملك يومئذن الحق للرحمن[৪] (আজ কর্তৃত্বেরঅধিকার শুধুমাত্র পরম করুণাময়েরই জন্য), " لمن الملك اليوم لله الواحد القهار[৫] " (আজ রাজত্ব কার জন্য, প্রবল প্রতিপত্তিবান একক সত্ত্বা আল্লাহরই জন্য) উল্লেখ করেছেন।

" صراط الذين انعمت عليهم[৬] " এর তাফসীরে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين[৭] - অর্থাৎ - নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণগণের মধ্যে যাদের উপর আল্লাহ নি'আমত বর্ষন করেছেন তাদের সাথে তারা থাকবে–উল্লেখ করেছেন।[৮] غير المغضوب عليهم ولا الضالين[৯] এর তাফসীরে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل[১০] (আর তোমরা এমন সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ কর না, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে) উল্লেখ করেছেন।[১১]

(১) সূরা সাবা , আয়াত, ১৩।

(২) সূরা আল্-ফাতিহা , আয়াত, ৩।

(৩) সূরা তহা , আয়াত, ১২৪।

(৪) সূরা আনফুরকান, আয়াত, ২৬।

(৫) সূরা মু'মিন , আয়াত, ১৬।

(৬) সূরা আল-ফাতিহা , আয়াত, ৬।

(৭) সূরা নিসা , আয়াত. ৬৯।

(৮) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৪১।

(৯) সূরা আল-ফাতিহা , আয়াত, ৭।

(১০) সূরা মাইদা , আয়াত, ৭৭।

(১১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, هو الذى انزل عليك الكتاب এর তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, মুহকামাত আয়াত সমূহের সংখ্যা অনেক। যেমন হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, قل تعالوا এখান হতে পরবর্তী তিনটি আয়াতে কারীমা এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وقضى ربك الا تعبدوا الاايا এখান থেকে পরবর্তী তিন আয়াত মুহকামের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ومن الليل فتهجد به نافلة لك।[৪] (আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন, তা আপনার জন্য নফল) এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, রাতে সালাত আদায় করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর প্রথমত ফরয ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا (হে চাদর আবৃত রাসূল, আপনি রাতের কিছু অংশ ছাড়া সালাতে দন্ডায়মান হোন) তারপর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হল, فاقرؤوا ما تيسر منه (তাই আপনি এর থেকে অর্থাৎ আল-কুরআন হতে যা সহজতর, তা পাঠ করুন)। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় পালন করা আমার উপর ফরয, আর তোমাদের জন্য এগুলো সুন্নাত। সে গুলো হল, বিতরের সালাত, মিসওয়াক এবং قيام الليل বা রাতের তাহাজ্জুদ সালাত।[৭]

---

(১) সূরা আল ইমরান, আয়াত, ৬।

(২) সূরা আল-আনআম, আয়াত, ১৫১।

(৩) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর, ২য় খ, পৃ, ৪।

(৪) সূরা আল-ইসরা, আয়াত, ৭৯।

(৫) সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত, ১।

(৬) সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত,২০।

(৭) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ, পৃ, ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতী (র.) আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের **তাফসীর** করার সময়েও বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ পুর্বক রিওয়ায়াত করেছেন। যেমন,

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ,

فتلقى ادم من ربه كلمات[১]

- এর তাফসীরে

হযরত মুজাহিদ (র.) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত আদম (আ.) যে পবিত্র বাণী লাভ করেছিলেন, তা হল, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين[২] - (এ প্রার্থনাটি) অর্থাৎ , হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি, আর আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন , তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হব।[৩]

এমনিভাবে, আয়াতে কারীমা ও হাদীছ একই সাথে উল্লেখপুর্বক, তিনি এরূপ তাফসীর গ্রহণ করেছেন। যেমন,

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

ام تريدون ان تسئلوا رسولكم .[৪] অর্থাৎ

তোমরা কি চাও যে তোমরা তোমাদের রাসূলকে জিজ্ঞাসা করবে, - এর তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, আবুল - 'আলিয়্যা (র.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একদা নবী করীম, এর নিকট এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের গুনাহের কাফফারার বিষয়টি যদি বনী ইসরাঈল এর মত হত, তাহলে কেমন হত। এর জবাবে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করলেন আমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তা বনী ইসরাঈলদেরকে দেয়া কাফফারা হতে

---

(৪) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ৩৭।

(২) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত, ২৩।

(৩) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছুর, ১ম খ., পৃ. ৫৯।

(৪) সূরা বাকারা, আয়াত,১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

আরো উত্তম। তারা কোনপ্রকার পাপ করলে তাদের ঘরের দরজায় এ পাপটিকে লিখিত অবস্থায় পেত এবং কাফফারা কি হবে, সেটাও দেখতে পেত। আবার পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা অবধারিত হত। আর যদি সে কাফফারা আদায় না করত, তাহলে তার আখিরাতে বিশেষভাবে অপমান অবধারিত । অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে বিধান প্রদান করেছেন, তা ঐ বিধান হতে অতি উত্তম। আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন,

ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما[১]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে অথবা তার নিজের উপর অত্যাচার করে, পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু পাবে।[২]

ইমাম সুয়ূতী (র.) এমনিভাবে রিওয়ায়াত ভিত্তিক আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর উল্লেখ করেছেন। রিওয়ায়াত উল্লেখ ব্যতীত এমন তাফসীর তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়না। তবে, ইমাম বাগাভী (র.) এ বিষয়টিতে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং একই আয়াতে কারীমার তাফসীরে রিওয়ায়াত উল্লেখ ব্যতীত বহু সংখ্যক আয়াতে কারীমা আনয়ন করেছেন। সুতরাং, তুলনামূলক ভাবে এরূপ তাফসীর আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে কম পাওয়া যায়।

আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে উল্লিখিত আয়াতে কারীমার ব্যাপারে আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর পাওয়া যায় না। তবে তিনি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ – তাফসীর আনয়ন করেছেন।

---

(১) সূরা আল-নিসা, আয়াত, ১১০।

(২) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছূর, ১ম খ., পৃ. ১০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর

ইমাম বাগাভী (র.) ও ইমাম সুয়ূতী (র.) উভয়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে তাফসীর করেছেন। মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর অধিক পরিমাণে বর্ণনা করা হয়েছে । তবে শুধুমাত্র সাহাবী (রা.) এর নাম উল্লেখ করে হাদীছ রিওয়ায়াত করা হয়েছে । আবার কোন কোন স্থানে সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে সনদ বিহীন তাফসীর লওয়া হয়েছে। আয়াতে কারীমা পূর্ণরূপে অথবা আংশিক উল্লেখের পর প্রথমাংশের সনদ পরিত্যাগ করে এরূপ তাফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। সাহাবীগণের তাফসীর গ্রহণের পূর্বে নবী করীম এর তাফসীরকে এ পুস্তকে প্রকাশ করা হয়েছে । কোন কোন স্থানে সনদ বিহীনভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে প্রাপ্ত তাফসীরকে লওয়া হয়েছে । নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে একটি আয়াতের তাফসীরে বহুবিধ মাসাআলার সমাধান পাওয়া যায়, এরূপ অনেক তাফসীর তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ।

ইমাম সুয়ূতী (র.)পূর্ণ রিওয়ায়াত উল্লেখপূর্বক নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বহু তাফসীর উল্লেখ করেছেন । একই বিষয়ে বহু রিওয়ায়াত তিনি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি সাহাবী (রা) ও তাবি'ঈগণের (র.) মাধ্যমে প্রাপ্ত সনদ বর্ণনা করেছেন । এমনকি সমার্থবোধক শব্দ সম্বলিত অথবা আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ তাফসীরও তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছেন । এ কারণে, আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে মা'আলিমুত- তানযীল গ্রন্থের তুলনায় অধিক সংখ্যক রিওয়ায়াত পরিদৃষ্ট হয়। এমনকি পূর্ণ গ্রন্থেও এরূপ তাফসীর অধিক হারে পাওয়া যায় । কিন্তু ইমাম বাগাভী (র.) এরূপ রিওয়ায়াত কম উল্লেখ করেছেন এবং একই রিওয়ায়াতের পুনরাবৃত্তি না করায় তাফসীরের সংখ্যাও অত্যন্ত কম পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شى عظيم - يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وماهم بسكرى ولكن عذاب الله شديد -

"হে মানুষ, ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে , নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে, মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত, আল্লাহর শাস্তি কঠিন।" [১]

—এর তাফসীরে আল্লামা বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, — ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে উল্লিখিত আয়াতদ্বয় রাত্রিকালে অবতীর্ণ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে ডাকলেন । তারপর তারা দ্রুত তাঁর চারপার্শ্বে জড় হলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নিকট এ দু'টি আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করলেন। তাঁদের অধিকাংশ তখন কাঁদতে লাগলেন । তারপর প্রভাত হলেও দেখা গেল, প্রাণীর উপর হতে আসবাবপত্র সরানো হয়নি, তাঁবু তৈরী করা হয়নি, কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করা হয়নি, সকলে শুধুই কাঁদছেন, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ কোন দিবস তোমরা কি অবহিত আছ ? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ হল ঐ দিন, আল্লাহ তা'আলা যে দিন আদম (আ.) কে বলবেন, তুমি দাঁড়াও এবং তোমার বংশধর হতে জাহান্নামীদেরকে পাঠাও। তখন আদম (আ.) বলবেন, কত সংখ্যকের মধ্যে কতজনকে? আল্লাহ বলবেন, হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামে

---

(১) সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত, ১-২ ।

Dhaka University Institutional Repository

এবং একজনকে জান্নাতে। এ বর্ণনা সাহাবীগণকে (রা.) বিচলিত করল এবং তাঁরা কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, তাহলে আমাদের মধ্যে কে নিষ্কৃতি পাবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সুসংবাদ দাও, স্থির থাক এবং সৎকাজে অগ্রসর হও। তোমাদের সাথে দু'টি এমন জাতির (হিসাব) রয়েছে, যারা সম্প্রদায়ের সাথে থাকলে সংখ্যাধিক্য হয়। তারা হল ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সম্প্রদায়। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আকাংখা করি তোমরা (আমার উম্মাত) হবে জান্নাতের অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ। তখন সাহাবীগণ (রা.) তাকবীর (আল্লাহু-আকবার) বললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আমি নিশ্চয়ই আশা করি তোমরা জান্নাতের অধিবাসীদের অর্ধেক সংখ্যক হবে। তখন সাহাবীগণ (রা.) পুনরায় তাকবীর (আল্লাহু-আকবার) বললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বললেন, নিশ্চয়ই আমি আকাংখা করি, তোমরা জান্নাতের অধিবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ হবে। জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি সারি হবে এবং তন্মধ্যে আমার উম্মতের সারি থাকবে আশিটি। আর কাফিরদের তুলনায় মুসলিমগণের সংখ্যা এমন হবে, যেন উটের পার্শ্বদেশের কিঞ্চিত দাগ অথবা, চতুষ্পদ প্রাণীর বাহুর পার্শ্বের দাগ। বরং মনে হবে যেন, সাদা রং-এর বলদের গায়ের একটি কাল পশম, বা, কাল রং-এর বলদের গায়ে একটি সাদা পশম। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরো বললেন, আমার উম্মতের মধ্যকার সত্তর হাজার লোক হিসাব বিহীন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন 'উমর (রা.) বললেন, সত্তর হাজার? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, প্রতিজনের সাথেও সত্তর হাজার করে উম্মত থাকবে। এসময় 'উকাশা ইব্ন মুহসিন নামক এক সাহাবী (রা.) দন্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমাকে যাতে আল্লাহ তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ, আপনি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপর তাদের মধ্যে আরেকজন সাহাবী (রা.) দাঁড়ালেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যাপারে 'উকাশা তোমার আগে রয়েছে।[১]

(১) বাগাভী, *মা'আলিমুত-তানযীল*, ৩য় খ, পৃ., ২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (র.) ৭টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন,তন্মধ্যে প্রায় সকল রিওয়ায়াত স্বল্প ভাষ্য সম্পন্ন। তন্মধ্যে প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.), তৃতীয়টি হাসান (র.), চতুর্থটি আনাস (রা.), পঞ্চমটি ও ষষ্ঠটি ইব্নু 'আব্বাস (রা.) এবং সপ্তমটি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.), হতে সূত্রভিত্তিক উল্লেখ করেছেন। অপেক্ষাকৃত বড় রিওয়ায়াতটি হল,

ইমাম তিরমিযী (র.) , ইব্ন জারীর (র.), ইব্ন মারদাওয়াহ প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন,

হযরত 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম এর সাথে ভ্রমণে ছিলাম। সাথীগণ হতে একসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিছুটা পৃথক হয়ে উচ্চস্বরে সূরা আল-হাজ্জের দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

সাহাবীগণ (রা.) যখন ঐ আওয়াজ শুনলেন, সকলে তখন স্থির হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্যে গুরত্বপূর্ণ কিছু তিলাওয়াত করেছেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আজ কোন দিবস তোমরা কি জান ? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন, আজ এমন দিন , যেদিন আদম (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা আহ্বান করেছিলেন, হে আদম! জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ কর। তখন আদম (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক, জাহান্নামের জন্য কারা রয়েছে ? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, প্রতি এক সহস্রের মধ্যে নয়শত নিরান্নব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতবাসী। এ ঘটনা শ্রবণ করার পর সাহাবীগণ কাঁদতে লাগলেন, তাদের মধ্যে একজন হাস্য'কারী লোকও অবশিষ্ঠ রইলেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবীগণের (রা.) কান্না অবলোকন করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা (সৎ) কর্ম সম্পন্ন কর এবং সুসংবাদ প্রদান কর। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে পবিত্র সত্তার শপথ ! তোমরা নিশ্চয়ই আরো দু'টি জাতির সাথে মিশ্রিত থাকবে। জাহান্নামের আধিকাংশ হবে সে দু'টি জাতি , ইয়া'জূজ, মা'জূজ জাতি; আদম সন্তান এবং শয়তানের

Dhaka University Institutional Repository

বংশধরদের মধ্যে তোমাদের সংখ্যা হবে খুবই কম। তোমরা (সৎ) কাজ কর এবং সুসংবাদ দাও। —— যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে পবিত্র সত্তার শপথ! তোমাদের সংখ্যা জাহান্নামীদের মাঝে তদ্রূপ,যেন উটের একপার্শ্বের দাগ অথবা চতুষ্পদ প্রাণীর বাহুর সামান্য দাগ।[১]

ইমাম বাগাভী (র.) এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ২টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ১মটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর। তিনি ইমাম আবূ 'আলী হাসান হতে এবং তাঁর পর ধারাবাহিক ভাবে ৬জন রাবীর পর সাহাবী হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন,
ইমাম সুয়ূতী (র.) এ সম্পর্কে অধিক রিওয়ায়াত করলেও ইমাম বাগাভী (র.) এর রিওয়ায়াতটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা সমৃদ্ধ মনে হয়।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس -

হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার নিকট আপনার প্রতিপালক থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়, আপনি তা প্রচার করুন। যদি আপনি তা (প্রচার) না করেন, তাহলে আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট হতে মুক্ত করছেন- এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) ৪টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি 'আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আহমাদ (র.) হতে ৮জন রাবীর ধারাবাহিক সূত্রে হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ শেষে নজদ হতে সাহাবীগণকে সহ প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে একটি শ্যামল স্থানে তিনি সকলকে নিয়ে বিশ্রাম করার ইচ্ছা করেন, এসময় স্বীয় তরবারী মুবারক গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে তিনি বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ তিনি আমাদেরকে ডাকলেন এবং একজন বেদুইন সহ এগিয়ে এসে বললেন, আমি ঘুমন্ত থাকাবস্থায় এ বেদুইন আমার তরবারীটি ধরল। আমি তখনই জাগ্রত হলে সে কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে উদ্যত হয়ে বলল, আমার আক্রমণ হতে এখন কে আপনাকে রক্ষা করবেন? আমি তিনবার বললাম, আল্লাহ। তখন সে অকর্মন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর, ৪র্থ খ. পৃ. ৩৪৩।

(২) সূরা আল-মাইদা, আয়াত, ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটির সনদ পূর্ণরূপে উল্লেখ করা হয়নি, তা মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব হতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, বেদুইন লোকটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তরবারীটি ধরে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমার আক্রমন হতে কে আপনাকে রক্ষা করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ , এরপর বেদুইনটির হাত অবশ হয়ে তরবারীটি পড়ে গেল এবং গাছের সাথে তার মাথা আঘাত করতে লাগল এমনকি তার মগজ বের হয়ে পড়ল। তখন উল্লিখিত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ রিওয়ায়াত সংক্ষিপ্ত, এ দু'টি হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (র.) এ প্রসঙ্গে ১৮টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হল:

আবূশ-শায়খ স্বীয় গ্রন্থে ধারাবাহিক রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে আল্লাহ এমন সত্য রিসালাত সহ প্রেরণ করেছেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, এ সত্যকে প্রথমে লোকেরা না মেনে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আল্লাহ আমার সাথে সাহায্য প্রদানের অঙ্গিকার করলেন, আমিও স্থির হলাম যে, অবশ্যই আমি সঠিকভাবে প্রচার করব নয়ত আমাকে বিপদাপদ গ্রাস করবে । এরপরেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ! আপনার নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়, আপনি তা প্রচার করুন।"

দ্বিতীয়টি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.), তৃতীয়টি ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ রিওয়ায়াতটি হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একদা তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন কালীন কঠিনতম পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানোর জন্য আবেদন করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আরবের মুশরিকদের মেলা চলাকালে আমি মিনাতে ছিলাম। সেখানে বহু লোক সমবেত হয়। তখন আমার নিকট জিব্রাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করলেন। আমি তারপর আকাবার নিকট (উঁচু স্থানে) যেয়ে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ওহে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌছানোর কাজে

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল , ১ম খ. পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করবে? ওহে লোকেরা এ কাজে তোমাদের জন্য জান্নাত থাকবে, তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত। এ'তে তোমরা বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে, তোমাদের জন্য জান্নাত থাকবে। এ কথা বলার পরপরই উপস্থিত লোকজনের কোন পুরুষ, মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের কেহ বিরত না থেকে সকলে একযোগে আমার উপর মাটি, পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং অনবরত আমার মুখের প্রতি থু থু দিতে লাগল। আর তারা মিথ্যাবাদী, ধর্মত্যাগী গালি দিতে লাগল। তারপর আমার নিকট এক লোক এসে বলল, হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি আল্লাহর রাসূল হন, তাহলে আপনি কেন তাদের প্রতি অভিশাপ দিচ্ছেন না, পূর্ববর্তীকালে নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্যত আচরণের কারণে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **বললেন, হে আল্লাহ ! আপনি আমার সম্প্রদায়কে সুপথ দান করুন। তারা নিশ্চয়ই জানতে** পারেনি। আর আপনি আমাকে আপনার আনুগত্য করার প্রতি তাদের ব্যাপারে সাহায্য করুন। তারপর হযরত 'আব্বাস (রা.) এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আক্রমণ কারীদের থেকে অন্যত্র নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য রিওয়ায়াত গুলো অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। যেমন, তন্মধ্যে একটি, — ইবন মারদাওয়াহ্ জাবির [১](রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচার কার্যের সুবিধার্থে তিনি যেখানেই গমন করতেন, আবূ তালিব [২] ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সাথে প্রহরী নিয়োগ করতেন,যাতে অবিশ্বাসী কেউ অকস্মাৎ কোন হামলা না চালাতে পারে। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে হিফাযতে রাখছেন, তারপর আবূ তালিব রক্ষী নিয়োগ করতে চাইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে চাচা ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিফাযতে রাখছেন, সুতরাং আপনি কাউকে সাথে পাঠানোর প্রয়োজন নাই।[৩]

---

(১) হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা.) (জ.৬০৭খৃ., মৃ.৭৮ হি.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী।

(২) আবূ তালিব-এর পরিচয় কবিতার উদ্ধৃতি সম্পর্কিত তুলনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর, ২য় খ., পৃ. ২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবী গণের (রা.) তাফসীর

সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর উভয় গ্রন্থেই অধিক পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, বাগাভী (র.) মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে এরূপ তাফসীর অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখ করেছেন । একটি আয়াতে কারীমার তাফসীরে শুধুমাত্র ১ - ৪ টি রিওয়ায়াত তিনি গ্রহণ করেছেন। কয়েকস্থানে তিনি শুধুমাত্র অংশবিশেষ উপস্থাপন করেছেন । পূর্ণ তাফসীরও কোন কোন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এরূপ স্থান খুবই কম। একজন সাহাবীর (রা.) একটি রিওয়ায়াতকেই তিনি উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক স্থানে সনদের উল্লেখ ব্যতীতই সাহাবীগণের (রা.) তাফসীরকে সংক্ষিপ্তাকারে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে লওয়া হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (র.) আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে অধিকসংখ্যক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন । সাহাবীগণ (রা.) হতে প্রাপ্ত সনদের আলোকে তিনি একই আয়াতে কারীমার তাফসীরে অধিক সংখ্যক রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। একজন সাহাবী (রা.) হতে প্রাপ্ত একাধিক রিওয়ায়াতকেও একই আয়াতে কারীমার তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (র.) সাহাবীগণের (রা.) রিওয়ায়াতকে ইমাম বাগাভী (র.) এর তুলনায় অধিক হারে গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতকে বারংবার উল্লেখ করেছেন। একটি আয়াতে কারীমার তাফসীরে তিনি ২ -২৫ টি রিওয়ায়াতও উল্লেখ করেছেন , যে গুলোর সবই সাহাবীগণ (রা.) হতে পাওয়া যায়। আবার একই রিওয়ায়াতের সদৃশ রিওয়ায়াতও এ গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়।

ইমাম বাগাভী (র.) হতে যে বিষয়টি ইমাম সুয়ূতী (র.) সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করেছেন তা হল , ইমাম বাগাভী (র.) সনদ উল্লেখ ব্যতীত এরূপ তাফসীর আংশিকভাবে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম সুয়ূতী (র.) সনদ উল্লেখ পূর্বক রিওয়ায়াত কখনও আংশিক উল্লেখ করেছেন। পুনরাবৃত্তি হওয়ায় আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে সাহাবীগণের তাফসীর তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود[১] – অর্থাৎ

তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না কালো আঁধার হতে সাদা আভা সুস্পষ্ট না হয়।

ইমাম বাগাভী (র.) উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে তিনটি পূর্ণ সনদভিত্তিক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি, হযরত 'আদি ইব ন হাতিম (রা.) হতেবর্ণিত,

হযরত অ'াদী ইব্ন হাতিম (রা.) হতে বর্ণনা, তিনি বলেন, এ আয়াতে কারীমা অবতরণের পর আমি সাদা ও কাল দু'টি সূতা,আমার বালিশের নিচে রেখে বারংবার পরখ করছিলাম রাত্র কেমন হল, কিন্তু এতে আমার নিকট কিছুই প্রতিভাত হল না । তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রত্যুষে আমি আগমনপূর্বক এ ব্যাপারে জানার জন্য আবেদন করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখানে সাদা ও কালসূতা দ্বারা রাতের কাল আঁধার এবং প্রভাতের রশ্মিকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিলাল রাতে আযান দেবে , তোমরা তখন খাও এবং পান কর ইবন উম্মি মাকতূম আযান দেয়া পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) বলেন, ইবন উম্মু মাকতূম (রা.) ছিলেন অন্ধ ব্যক্তি । তাঁকে যদি কেউ বলত, প্রভাত হয়েছে, তারপর তিনি আযান দিতেন। আর প্রভাত হল দু'টি , একটি কাযিব এবং অপরটি সাদিক। কাযিব হল, যা প্রথমে আকাশে দীর্ঘ রেখা স্বরূপ দেখা যায়। এর পর আবার আঁধার এসে রেখা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ অবস্থায় পানাহার বৈধ। এর পর আকাশে রেখা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তা উদয়ের পরপর,দিনের আগমন ঘটে। তখন পানাহার বৈধ নয়।[২]

---

(১) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ১৮৭।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ. পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তৃতীয় রিওয়ায়াতটি সামুরাহ ইবন জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে বিলালের আযান যেন সেহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। আকাশে দীর্ঘ রেখার কারণেও পানাহার বন্ধ করবে না বরং আকাশে ব্যাপকভাবে ছড়ানো আলোক রশ্মি প্রতিভাত হলে, পানাহার ত্যাগ করবে।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) ১৭ টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি আবূ বকর ইবনুল আনবারী (র.) হতে রিওয়ায়াত, ইবনু 'আব্বাস (রা.) কে একদা নাফি' (র.) বর্ণিত আয়াতে কারীমার তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন উত্তরে তিনি বলেন, এর দ্বারা দিবসের শুভ্রতাকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়টি বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন জারীর (র.) প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে কারীমাটির প্রথম অংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর , একজন সাহাবী (রা.) তাঁর পায়ের সাথে সাদা এবং কাল সুতা বেঁধে রাখলেন। তাঁর নিকট সাদা ও কাল সুতা সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত তিনি সেহরীর সময় আছে মনে করতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা "মিনাল-ফাজরি" এ অংশ অবতীর্ণ করেন, তখন সুস্পষ্ট হলযে, আয়াতে কারীমায় রাত ও দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় রিওয়ায়াতটি, 'আবদ ইবন হুমায়দ,বুখারী ও ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর রাসূল এর নিকট আদি ইবন হাতিম (রা.) এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতে কারীমায় সাদা ও কাল সুতা দ্বারা কি ব্যবহার্য সুতাকে বুঝানো হয়েছে? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,তুমি তো খুব প্রশস্ত চিন্তাশীল,তুমি কি এভাবে এরূপ দু'টি সুতা দেখতে পাবে? তারপর বললেন, না, বরং এটি হল, রাতের আঁধার এবং দিবসের শুভ্রতা।[১]

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছুর, ১ম খ. পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ রিওয়ায়াতটিও প্রায় একই রকম, তাও হযরত 'আদি ইবন হাতিম (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে, এর শেষাংশে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে। তাহল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা শুনে মৃদু হাসলেন , এমনকি তাঁর সম্মুখ ভাগের দাঁত মুবারক দেখা গেল। তারপর তিনি বলেন, এর দ্বারা দিবসের শুভ্রতা এবং রাতের আঁধারকে বুঝানো হয়েছে। — পঞ্চম রিওয়ায়াতটিও তাঁর থেকে বর্ণিত, তাও বুখারী, ইবন জারীর (র.) প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন, তবে , তার মুলবক্তব্য সংক্ষিপ্ত। — ষষ্ঠটি জাবির (রা.) হতে বর্ণিত , তাও সামান্য বক্তব্য সমৃদ্ধ। -সপ্তম রিওয়ায়াতটি ফিরইয়াবী, 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবন জারীর প্রমুখ (র.) হতে বর্ণিত , হযরত 'আলী (রা.) বলেন , এ আয়াতে কারী'মা দ্বারা দ্বিতীয় প্রভাত উদয় হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।—অষ্টম রিওয়ায়াতটি ওয়াকী', ইবন আবী শায়বা, বায়হাকী (র.) প্রমুক রিওয়ায়াত করেছেন, একজন ব্যক্তি হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) এর নিকট আরয করলেন, আমি কখন সেহরী খাওয়া পরিত্যাগ করব? তখন তিনি উত্তর দিলেন, যখন তোমার নিকট প্রভাত রশ্মি স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়। — নবম রিওয়ায়াতটিও ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে, সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। — দশম রিওয়ায়াত সামুরাহ ইবন জনদব (রা.) হতে, প্রায় বাগাভী (র.) এর অনুরূপ রিওয়ায়াত সমৃদ্ধ, — একাদশতম রিওয়ায়াত 'আইশা (রা.) হতে , প্রায় পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতের মত , দ্বাদশ রিওয়ায়াত 'আলী (রা.) হতে, ত্রয়োদশটি ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে,-চতুর্দশটি আনাস (রা.) হতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়।-পঞ্চদশটি 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন এ স্থান হতে রাত শুরু হয়, এ স্থান হতে দিনের অবসান ঘটে, তখন সাওম পালনকারী ইফতার করবে। — ষোড়শ টি আবূ উমামাহ (রা.) হতে, সংক্ষিপ্তাকারে এবং-সপ্তদশতমটি বাশীর (রা.) হতে, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকারে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। তবে, প্রায় হাদীছের মর্ম একই রূপ হিসেবে প্রতিভাত হয়।

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছুর,১মখ. পৃ.১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, واذا قرء القران فاستمعوا له

وانصتوا لعلكم ترحمون ۵ অর্থাৎ, যখন আল-কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, হয়ত তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।

এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) তিনটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের মধ্যে সাহাবীগণ (রা.) প্রথমত, নিজেদের প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারতেন, তারপর এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আল-কুরআন তিলাওয়াতকালে চুপ থাকার এবং মনোযোগ সহকারে তা শুনার আদেশপাপ্ত হন।

দ্বিতীয়টিও তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায়কালে উচচস্বর পরিত্যাগ করার জন্য এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

এবং তৃতীয়টিও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জুম'আর দিবসে ইমাম যখন খুতবাহ দেন, তখন তুমি যদি তোমার সাথীকে চুপ করতেও বল, তাহলেও তুমি অনর্থক কথা বললে।

পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) এ প্রসঙ্গে ১৫টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি, ইবনু জারীর, ইবন আবী হাতিম, আবূশ-শায়খ প্রমুখের(র.) রিওয়ায়াত, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় কালে যারা তাদের আওয়ায উচচ করত, তাদের ব্যাপারে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয়টি, ইবনু জারীর , ইবনুল মুনযির প্রমুখ (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ফরয সালাত আদায়কালে যারা পিছন হতে কিরাআত উচচারণ করতেন, তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয়টি, ইবনু মারদাওয়াহ্ রিওয়ায়াত করেছেন, ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায়কালে কিছু লোক আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তাদের ব্যাপারে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

---

(১) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত, ২০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থটি, 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবনু আবী হাতিম, প্রমুখ (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি একবার সাথী গণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন, তখন পিছন হতে আল-কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি শুনলেন । সালাত সম্পন্ন করে তিনি বললেন, তোমরা অনুধাবন করার চেষ্টা কর, যখন আল-কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাক, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

পঞ্চম রিওয়ায়াতটিও তাঁর থেকে প্রায় একই রকম বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ রিওয়ায়াতটি ইবন আবী শায়বাহ হতে বর্ণিত, হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) বলেছেন, ইমামের পিছনে তোমরা কিছু তিলাওয়াত করো না। সপ্তম রিওয়ায়াতটি , ইবনু আবী শায়বা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইমামকে পূর্ণ করার জন্য মনোনীত করা হয়। যখন ইমাম তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বল এবং যখন তিলাওয়াত করেন, তোমরা চুপ থাক। অষ্টমটি, ইবনু আবী শায়বা হযরত জাবির (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাত আদায়কারীর ইমাম থাকবে, ইমামের কিরাআত ই তার কিরাআত হবে। নবম রিওয়ায়াতটি আবুশ-শায়খ, ইবন 'উমর (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন , বনী ইসরাঈলদের ইমামগণ তিলাওয়াত করা কালে মুকতাদীগণও তিলাওয়াত করতেন, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন, এ আয়াতেকারীমাটি তারই প্রমাণ। দশমটি, ইবনু আবী শায়বাহ,ইবন জারীর , ইবনুল মুনযির প্রমুখ (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহবীগণ সালাতে কথাবার্তা বলতেন, তারপর এ আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হয়। একাদশ তম রিওয়ায়াত ইবনু আবী হাতিম, ইবন মারদ্দওয়ায় প্রমুখ (র.) উল্লেখ করেছেন, তা হযরত ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, এরিওয়ায়াতটি পূর্বের সাথে সদৃশপূর্ণ। দ্বাদশতম রিওয়ায়াতটিও তাঁর থেকে বর্ণিত, এবং দু'টোর ভাষা প্রায় একই রকম। ত্রয়োদশ তম রিওয়ায়াতটি, ইবন আবী হাতিম, আবুশ-শায়খ, বায়হাকী প্রমুখ (র.) হতে গৃহীত, তা হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে কারীমাটি জুম'আর, দু' ঈদের এবং যে সকল সালাতে উচচস্বরে কিরাআত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে, সেসব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। চতুর্দশতম রিওয়ায়াতটিও তাঁর থেকে বর্ণিত, এর ভাষা প্রায় একই রকম। সর্বশেষ রিওয়ায়াতটিও ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায়কালে যারা উচচস্বরে কিরাআত করেন, তাদের ব্যাপারে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।[১] রিওয়ায়াতগুলোতে কিঞ্চিত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম বাগাভী (র.) সংক্ষিপ্ত কিছু তাফসীরও উল্লেখ করেছেন।

যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

وانك لعلى خلق عظيم[২]

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত"।

—এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে,

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে উন্নত চরিত্র এবং সুন্দর কর্মসমূহের পূর্ণতা প্রদান করার জন্য প্রেরণ করেছেন।[৩]

পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) এরূপ তাফসীর উল্লেখ করেননি। তাই, উভয় তাফসীরে সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর প্রসঙ্গেও সুস্পষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছুর, ৩য় খ. পৃ. ১৫৫।

(২) সূরা আল-কালাম, আয়াত, ৪।

(৩) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য়খ, পৃ. ৩৭৫।

তাবরানী (র.) 'আল-আওসাত' কিতাবে এবং ইমাম মালিক (র.) স্বীয় আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে এ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তবে মালিক (র.) এর রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق অর্থাৎ আমি শুধুমাত্র চরিত্রের উত্তমদিকসমূহের পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

তাবি'ঈ গণের (র.) তাফসীর

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে তাবি'ঈ গণের (র.) বহু তাফসীর বর্ণিত হয়েছে । রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাঁদের তাফসীর সমূহ এতে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে ভূমিকায় ইমাম বাগাভী (র.) ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করায় তাফসীরের পূর্বে শুধুমাত্র বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেই ব্যাখ্যা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে তাবি'ঈগণের (র.) রিওয়ায়াত অধিক হারে পাওয়া যায়। তাবি'ঈগণের (র.) মধ্যে বিশেষত মুজাহিদ (র.) এর তাফসীর অধিক পাওয়া যায়, তবে প্রসিদ্ধ অন্যান্য তাবি'ঈগণের (র.) রিওয়ায়াতও পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারনত কিরাআত প্রসঙ্গে ইমাম বাগাভী (র.) এরূপ তাফসীর উল্লেখ করেছেন এবং তাদের মতামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাবি'ঈ মুফাসসির গণের উদ্ধৃতি খুবই কম আলোচিত হয়েছে।

তুলনামূলকভাবে ইমাম সুয়ূতী (র.) তাবি'ঈগনের (র.) তাফসীর ইমাম বাগাভী (র.) হতে অধিক গ্রহণ করেছেন এবং রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাদের মতামত সমূহ উল্লেখ করেছেন। একটি আয়াতাংশের তাফসীরে সাধারনত একাধিক তাবি'ঈ (র.) এর মতামত বারংবার সনদ অথবা উদ্ধৃতিসহ আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। একাধিক তাফসীর করার কারণে এ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় তা মা'আলিমুত-তানযীল হতে এ ক্ষেত্রেও পৃথক হিসেবে পরিগণিত হয় । ইমাম সুয়ূতী (র.) এর তাফসীর সমূহের মাঝে তুলনামূলক ভাবে তাবি'ঈগণের (র.) রিওয়ায়াত কম পাওয়া যায় । তবে এ ক্ষেত্রে তিনিও মুজাহিদ (র.) এর তাফসীর অধিক হারে গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি ব্যাখ্যার সংশ্লিষ্ট উক্তি উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাগাভী (র.) আংশিক উক্তি গ্রহণ করলেও ইমাম সুয়ূতী (র.) কোথাও এরূপ করেননি বরং আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেছেন। ইমাম সুয়ূতী (র.) ধারাবাহিকভাবে তাবি'ঈগণের (র.) মতামতের পূর্বে সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইমাম বাগাভী (র.) এ নীতির বিপরীতে কোন কোন স্থানে তাবি'ঈগণের (র.) মতকে পূর্বে আনয়ন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাবি'ঈগণের তাফসীর সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, لايحزنهم الفزع الاكبر অর্থাৎ "তাদেরকে মহাভীতি বিশাদক্লিষ্ট করবে না।"-এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) তিনটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল, হাসান আল-বাসরী (র.) এর মতে, অর্থাৎ যখন বান্দাকে জাহান্নামের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। দ্বিতীয়টি, ইবনু জুরায়য হতে বর্ণিত, যখন মৃত্যুকে যবাই করা হবে, সে সময়ে ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী, তোমরা চিরস্থায়ী, তোমাদের মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নাম বাসী, তোমরাও চিরস্থায়ী, তোমাদেরও মৃত্যু নেই। তৃতীয়টি, সাঈদ ইবন জুবায়র এবং দিহাক (র.) বলেন, যখন জাহান্নামকে মাথার উপরে আনা হবে, সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচছা করবেন, তাকেই শুধু এর ভয়-ভীতি থেকে নিষ্কৃতি দিবেন।[২] —— পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে ৪টি রিওয়ায়াত আনয়ন করেছেন, প্রথমটি 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবন জারীর, ইবন আবী হাতিম প্রমুখ (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, সাঈদ ইবন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন জাহান্নামকে এর অধিবাসীদের উপর তুলে ধরা হবে, সে সময়কার কথা এখানে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি, ইবন আবী শায়বা, ইবন জারীর (র.) হাসান আল-বাসরী (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, অর্থাৎ কাফিরদের উপর যখন জাহান্নামকে তুলে ধরা হবে, সে সময়টি সম্পর্কে এখানে বলা হেয়েছে। তৃতীয়টিও তাঁর থেকে বর্ণিত, তবে এতে একটি বাক্য অধিক রয়েছে। তা হল,যখন বান্দাদেরকে জাহান্নামের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তাদের সেদিকে মুখ ফেরানোর সময়টিকে এখানে বুঝানো হয়েছে। চতুর্থটি, ইবন আবী হাতিম (র.) মুজাহিদ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, জাহান্নামকে যখন উপস্থিত করা হবে এবং মৃত্যুকে যবাই করো হবে, সে সময়টিকে এখানে বুঝানো হয়েছে।[৩] ইমাম সুয়ূতী (র.) এর

---

(১) সূরা আল-আম্বিয়া, ১০৩।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ, পৃ. ২৭০।

(৩) সুয়ূতী, আদদুররুল মানছুর, ৪র্থ খ, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত তাফসীরে কিছু আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون[১]

অর্থাৎ আমি আয-যিক্‌র এর পর যাবূরে লিপিবদ্ধ করেছি যে, নিশ্চয়ই আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করবে।

এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) ৪টি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি, সা'ঈদ ইবন যুবায়র এবং মুজাহিদ (র.) এর রিওয়ায়াত — এখানে আয-যাবূর দ্বারা সকল আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে এবং الذكر দ্বারা ام الكتاب যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যার উল্লেখ লাওহু মাহফূয এ রয়েছে। দিহাক (র.) এরমতে, যাবূর দ্বারা আত-তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে এবং আয-যিকর দ্বারা তাওরাতের পর অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। শাবী (র.) এর মতে যাবূর দ্বারা হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি অবতারিত কিতাবকে এবং যিকর দ্বারা আর-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (র.) এর মতে عبادى الصالحون এর দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও শেষ দু'টি দিহাক (র.) হতে স্বল্প ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।[২] পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) এ সম্পর্কে ১০টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি ইবন জারীর (র.), সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, যিকরের পর তথা আল-কুরআনে তাওরাতের পর লিপিবদ্ধ করেছি, এখানে আরদ দ্বারা জান্নাতের ভূমিকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়টি, ইবন জারীর (র.) দিহাক (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, এখানে যিকর দ্বারা যাবূর এবং তাওরাতও এর পরবর্তী আসমানী কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে। তৃতীয়টি, 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবন জারীর (র.), সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, যাবূর দ্বারা তাওরাত, ইনজীল ও আল-কুরআনকে এখানে বুঝানো হয়েছে আর যিকর দ্বারা আকাশে যে কিতাব রয়েছে, তা

---

(১) সূরা আল-আমবিয়া, ১০৫।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ, পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

বুঝানো হয়েছে। চতুর্থটি, 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবন জারীর (র.) মুজাহিদ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, যাবূর দ্বারা রাসূল (আ.) গণের উপর অবতারিত সকল আসমানী কিতাব এবং যিকর দ্বারা উম্মুল -কিতাব ও আরদ দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। পঞ্চমটি, ইবন জারীর (র.) ইবন যায়দ হতে রিওয়ায়াত করেছেন, এতে পূর্ববর্তী অভিমতের সাদৃশ্যতা রয়েছে। ষষ্ঠটি, ইবন জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকিম প্রমুখ (র.) শা'বী হতে রিওয়ায়াত করেছেন, যাবূর দ্বারা হযরত দাউদ (আ.) এর উপর অবতারিত গ্রন্থ কে, যিকর দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এর তাওরাত এবং আরদ দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। সপ্তমটি, 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবন আবী হাতিম (র.) 'ইকরামা হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অষ্টমটি, ইবন আবী হাতিম (র.) কাতাদাহ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাবূরে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা তাওরাতের পর ছিল। নবমটি, ইবন জারীর (র.) আবূল 'আলিয়াহ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, আরদ দ্বারা এখানে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। দশমটি, ইবন জারীর (র.) ইবন যায়দ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন,[১] এতেও পূর্বের অভিমতের পুনরাবৃত্তি পাওয়াযায়।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, واستعينوا بالصبر والصلوة[২] — অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর - এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) শুধুমাত্র একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তা হল, মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসল সবর হল সাওম, এজন্য রমযান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়। এটি এজন্য যে, সাওম বান্দাকে পৃথিবী বিমুখ করে এবং সালাত তাকে পরকালের প্রতি উৎসাহিত করে।[৩]

এর তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) ৬টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল, প্রথমটি, 'আবদ ইবন হুমায়দ (র.) কাতাদাহ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, এ দু'টি হল আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা। সুতরাং, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছুর, ৪র্থ খ. পৃ.৩৪১।

(২) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ৪৫।

(৩) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ. পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা করা উচিত। দ্বিতীয়টি, ইবনু আবীদ-দুনইয়া (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সবর হল, বান্দার আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা তাকে যে বিষয়ে আক্রান্ত করেছেন, এতে তার কাজকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পূণ্যলাভের আকাংখা করা।[১]

তৃতীয়টি, ইবন আবী হাতিম (র.), ইবন যায়দ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, এটি পূর্ববর্তী মতামতের সদৃশ। চতুর্থটি, বায়হাকী (র.), হাসান (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, ঈমান হল, ধৈর্য এবং একাগ্রতার সমন্বয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে মুক্ত থাকা এবং আল্লাহর দেয়া ফরয কার্যাবলী আদায়ে ধৈর্য অবলম্বন করাকে বুঝানো হয়েছে। পঞ্চম রিওয়ায়াতটি, ইবন আবিদ-দুনয়া, বায়হাকী (র.) হাসান আল-বাসরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তা হল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তুমি নিজকে পার্থিব ব্যস্ততায় নিপতিত কর এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সেখান থেকে বের হও। ষষ্ঠ রিওয়ায়াতটিও হাসান (র.) হতে উল্লিখিত রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। এতেও একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা বের হলেন এবং সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ রয়েছ, যে কামনা করে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই আল্লাহ তাকে জ্ঞান দান করবে এবং কোন বিশেষ অবস্থা ছাড়াই প্রচুর উপঢৌকন লাভ করবে? তোমাদের কেউ কি চাও যে, তার অন্ধত্ব দূরীভূত হয়ে তার (ব্যাপক) দৃষ্টি শক্তি আসুক!এরূপ অবস্থা সেই পাবে, যে পার্থিব ব্যাপারে ত্যাগ (যুহদ) অবলম্বন করে, তার আকাঙ্খাকে সংক্ষেপ রাখে, তাকে আল্লাহ (বাহ্যিক ভাবে) শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াই জ্ঞান দান করেন এবং সুপথে না থাকলেও সুপথ প্রদান করেন। সাবধান ! তোমাদের নিকট অচিরেই পরবর্তীতে এমন জাতি আসবে,হত্যা ও জবরদখল ছাড়া তাদের কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবেনা, তারা কার্পণ্য ও অহংকার ছাড়া ধনবান হবে না। দীনের নিষিদ্ধ কার্যাবলী ও প্রবৃত্তির অনুসরণ মূলক কার্যাদি ছাড়া ভালবাসা হবে না। সাবধান! তোমাদের কেহ ঐ সময় পেলে, প্রাচুর্য লাভে সক্ষম হলেও দারিদ্রতা নিয়ে ধৈর্য ধারণ করবে, ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হলেও তিরস্কার পেয়েও ধৈর্য ধারণ করবে, সম্মানের পথ নিতে সক্ষম হয়েও লাঞ্চনার পথে ধৈর্য ধারণ করবে , এ অবস্থায়ও শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কেউ এরূপ ধৈর্য

Dhaka University Institutional Repository

তখন ধারণ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা ৫০ জন সিদ্দীকের[১] সওয়াব প্রদান করবেন।[২]

এমনিভাবে ইমাম সুয়ূতী (র.) তাবি'ঈগণ হতে ব্যাপক তাফসীর ও বহুসংখ্যক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন যে সব ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেননি। বরং, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র দু' একটি রিওয়ায়াত দ্বারা সংক্ষিপ্তাকারে কিছু তাফসীর উল্লেখ করেছেন। যেমন,

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

ومن يوتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا[৩]

অর্থাৎ ,"আর যাকে হিকমাত প্রদান করা হয়, তাকে বহু মঙ্গল প্রদান করা হয়।"-এর তাফসীরে হাসান বসরী (র.) বলেন, হিকমাত দ্বারা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠতাকে বুঝানো হয়েছে। আর খায়রান কাছীরা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যাকে আল-কুরআনের জ্ঞান প্রদান করা হয়, তাকে যেন তার পার্শ্বে নুবুওয়্যাত বিদ্যমান,[৪] যার ওহীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই।[৫]

সুতরাং, তাবি'ঈগণের তাফসীর সম্পর্কেও উভয় গ্রন্থে তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

---

(১) সিদ্দীক অর্থ বন্ধু, অত্যধিক সত্যবাদী। পারিভাষিক ভাবে আল্লাহর প্রিয় বন্ধুকে সিদ্দীক বলা হয়।

(২) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর, ১ম খ, পৃ. ৬৫।

(৩) সূরা আল-বাকারা, আয়াত , ২৬৯।

(৪) এ প্রসঙ্গে হাকিম (র.) আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে সহীহ সনদে সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনআমর (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যাক্তি আল-কুরআন তিলাওয়াত করে , তাকে যেন এমন নুবুওয়্যাত এর পার্শ্বে স্থান দেয়া হয়, এর ব্যতিক্রম হল, তার প্রতি কোন ওহী পাঠানো হয় না ।

(৫) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

কিরাআত

ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় পুস্তকে কিরাআত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। মা'আলিমুত-তানযীল এ প্রসিদ্ধ কারীগণের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। শাব্দিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রেও শাব্দিক মূলরূপের পরিবর্তনের ফলে কিরাআতের পরিবর্তনের বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। আয়াতে কারীমার অংশবিশেষকে উল্লেখ করে তার কিরাআত সমূহ আলোচনা করেছেন। কিরাআতের বিভিন্নতাকেও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রসিদ্ধ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সকল আয়াতের কিরাআত তিনি উল্লেখ করেননি, বরং একান্ত উল্লেখ্য অংশসমূহের তাফসীরমূলক কিরাআতকে ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। কিরাআতের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরাআত, সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ (র.) গণের উদ্ধৃতি খুবই কম উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীকালের কিরাআত শাস্ত্রবিদগণের মতামত -সমূহ অধিক হারে উল্লেখ করেছেন। তৎসঙ্গে কোন কোন কিরাআতের মতভেদ গুলোও আলোচনা করেছেন।

পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) কিরাআত সম্পর্কে অত্যন্ত কম আলোচনা করেছেন। রিওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রাপ্ত কিরাআত সম্পর্কিত আলোচনাকেই তিনি শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন। তবে এরূপ রিওয়ায়াতের সংখ্যাও অপ্রতুল। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে ,মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থ হতে আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে সাহাবীগণের (রা.) কিরাআত অধিক উল্লেখ করা হয়েছে। তাবি'ঈ (র.) ও পরবর্তী যুগের কিরাআত শাস্ত্রবিদগণের মতামত ইমাম সুয়ূতী (র.) সামান্যই তুলে ধরেছেন। কিরাআতের বিভিন্নতা তিনি ইমাম বাগাভী (র.) হতে অত্যন্ত কম উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র সর্বাধিক পঠিত কিরাআতের আলোচনাই আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে করা হয়েছে। আর মতপার্থক্য যুক্ত কিরাআতের উল্লেখও এতে নেই এবং এ বিষয়ে কোন মতের প্রাধান্যও তিনি প্রদান করেননি। যদ্দরূন, কিরাআত শাস্ত্রের রিওয়ায়াত এ গ্রন্থটিতে অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

কিরাআত সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون[১]

আল্লাহ ও তার রাসূলের যে আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করে, এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম।

এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, আবূ 'আমর[২] এবং আবূ বকর[৩] "ইয়াত্তক্বহ্" এর হা বর্ণে সাকীন দ্বারা পাঠ করেছেন। ফেন্ট রেন্ট – একে (খলস) কিছুটা জেরের মত করে পড়েছেন। হাফস কাফ বর্ণে সাকীন এবং হা বর্ণে খলস করে পাঠ করেন। কেননা,শব্দের শেষাক্ষরে ইয়া বর্ণ যদি পরবর্তীতে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে এ কিরাআত অনুযায়ী ইয়া বর্ণের চিহ্ন স্বরূপ শেষাক্ষরে সাকিন দেয়া হয়। যেমন, 'লাম আশতার তা'আমান 'এখানে রা বর্ণে সাকিন দেয়া হয়েছে।[৪]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী[৫] لكنا هو الله ربى ولا اشرك بربى احدا

কিন্তু তিনি আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আর আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকেই অংশীস্থাপন করি না।

এখানে লাকিন্না এর কিরাআত সম্পর্কে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, ইবন 'আমির[৬] (র) – এ শব্দটির শেষে আলিফ বর্ণ অনুচ্চারিত রেখে পড়েছেন। অন্যান্যগণ আলিফ বর্ণ ছাড়া নিম্নেন। তবে ওয়াক্ফ করার ক্ষেত্রে সকলে আলিফ বর্ণ স্থির রাখার

(১) সূরা আল-নূর, আয়াত, ৩২।

(২) আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা ইবন 'আম্মার(র.) . প্রসিদ্ধ কিরাআত শাস্ত্রবিদ, মৃ.১৫৪ হি।

(৩) আবূ বকর ইবনু 'আসিম আল-আসাদী (র.), আল-কুরআনের কিরাআত বিদ, মৃ. ১২৭ হি. ।

(৪) বাগাভী, মা'আলিমুত- তানযীল, ৩য় খ. পৃ. ৩৫২।

(৫) সূরা আল-কাহফ, আয়াত, ৩৮।

(৬) আবূ 'ইমরান 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন ইয়াযিদ ইবন তামীম (র.) মৃ.১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এর মূল রূপ ছিল, লাকিন আনা, তারপর অধিক ব্যবহারের কারণে সহজ করার জন্য হামযাহ বর্ণকে ফেলে দেয়া হয়েছে। তারপর একটি নূন বর্ণকে অন্য নূন বর্ণের সাথে যুক্ত করে তাশদীদ সহ পড়া হয়।[১]

পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে কিরাআত সম্পর্কে আলোচনা করেননি। বরং, রিওয়ায়াত ভিত্তিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

قال ينوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسئلن ماليس لك به علمٌ.

তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্ম পরায়ণ। সুতরাং হে নূহ! তুমি আমার নিকট এমন প্রার্থনা করো না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই।

এর তাফসীর স্বরূপ মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, কাসাঈ ও ইয়া'কূব 'আমিলা শব্দটির মীম বর্ণে জের এবং লাম বর্ণে জবর দ্বারা পাঠ করেছেন এবং গায়রা এর রা বর্ণে জবর দ্বারা উচ্চারণ করেন। অন্যান্যগণ 'আমিলা শব্দটির মীম বর্ণে জবর এবং লাম বর্ণে পেশ ও তানভীন সহ পাঠ করেন এবং গায়রু রা বর্ণে পেশ সহকারে পাঠ করেন।

ফালা তাসআলনী, এর কিরাআত হিজায ও সিরিয়াবাসীগণ লাম বর্ণে জবর এবং নূন বর্ণে তাশদীদ সহ উচ্চারণ করেন। ইবন কাছীর ব্যতীত সকলে নূন বর্ণে জের প্রদান করেন, তিনি এতে জবর হবে বলে মনে করেন। এছাড়া অন্যান্যগণ লাম বর্ণে জযম এবং নূন বর্ণে জের সহকারে তাশদীদ বিহীন পাঠ করেন।[৩]

ইমাম সুয়ূতী (র.) এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে তিনটি রিওয়ায়াত

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত- তানযীল, ৩য় খ. পৃ. ১৬২।

(২) সূরা হুদ, আয়াত, ৪৬।

(৩) বাগাভী, মা'আলিমুত- তানযীল, ২য় খ. পৃ. ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি কিরাআত সংক্রান্ত কোন তথ্য আনয়ন করেননি।[১]

এরূপ তাফসীরে মূলত ইমাম সুয়ূতী (র.) রিওয়ায়াতভিত্তিক কিঞ্চিত কিরাআত সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী.

وسواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ২ আর তাদের জন্য সমান, আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন অথবা নাই করুন, তারা ঈমান আনয়ন করবেনা। - এর তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, ইবনু জারীর, ইবন আবী হাতিম (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিরাআত শাস্ত্রানুযায়ী, দু'টি হামযাহ ঠিক রেখে উচ্চারণ করা হয়। এর দ্বারা 'আম' (অথবা)অর্থ বুঝানো হয়েছে। এর মূল তাফসীর হল, অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে ঈমান থেকে বিমুখ করেন, তাদের জন্য উভয়ই সমান, আপনি তাকে ভয় প্রদর্শন করুন অথবা নাই করুন, তারা ঈমান আনয়ন করবে না।[৩]

পক্ষান্তরে, ইমাম বাগাভী (র.) এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে কিরাআত সংক্রান্ত কোন রিওয়ায়াত উল্লেখ করেননি।[৪]

ইমাম সুয়ূতী (র.) কিরাআত সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও তাফসীর ইমাম বাগাভী (র.) এর তুলনায় খুবই কম উল্লেখ করেছেন। রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর গ্রহণ করার কারণে কিরাআতের উল্লেখ আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে অত্যন্ত কম পাওয়া যায়।

---

(১) সুয়ূতী, আদ- দুররুল-মানছূর, ৩য় খ, পৃ, ৩৩৫-৬।

(২) সূরা ইয়াসীন , আয়াত , ১০ ।

(৩) সুয়ূতী, আদ- দুররুল-মানছূর, ৫ম খ, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র (সনদ)

ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর পুস্তক মা'আলিমুত-তানযীলের প্রথমেই তাফসীরের সনদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন । পূর্ণ পুস্তকের মধ্যকার ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র তিনি প্রথমে বিশ্লেষণ করায়, পরবর্তীতে আর পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেননি । বরং শুধুমাত্র তাফসীর গ্রহণ করেছেন এবং পূর্ববর্তীকালের তাফসীর হিসেবে সাধারণভাবে চিহ্নিত করেছেন । তবে তাফসীর গুলো যে মা'ছূর হিসেবে বর্ণিত, তার প্রমাণ তিনি প্রতিটি রিওয়ায়াতে রেখেছেন । এছাড়া তিনি স্বীয় অভিমতের উল্লেখ কখনও করেননি বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ (র.) গণের তাফসীরকে প্রায় সকল ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন । প্রথমে তিনি সনদের সুস্পষ্টতার প্রয়োজনে, রিওয়ায়াতকে উপলব্ধি করার জন্য, বারংবার তার উল্লেখ করেননি । এর ফলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়নি এবং শিক্ষার্থীরও কোন অসুবিধা হয়নি । কিন্তু এ পদ্ধতিতে সনদকে আয়ত্ত করতে প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় , পরবর্তীতে তার প্রক্রিয়া উপলব্ধি করার মাধ্যমে সনদ অনুধাবন করা সহজতর হয়ে যায় ।

পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) পুস্তকের প্রথমে ইমাম বাগাভী (র.) এর মত কোন সনদের উল্লেখ করেননি । বরং প্রতিটি ব্যাখ্যার সাথে তিনি রিওয়ায়াতের উল্লেখ করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীছের সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন । এর ফলে রিওয়ায়াতের সংক্ষিপ্ত পর্যায়েই তিনি সনদগুলো সীমিত রেখেছেন । রাবী গণের ধারাবাহিক সকল নাম আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি ।

এর কারণ হিসেবে বলা হয়, মূলত ইমাম সুয়ূতী (র.) এ গ্রন্থটির সবগুলো সনদই পরিপূর্ণরূপে স্বীয় তরজুমানুল- কুরআন গ্রন্থে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছেন । এ গ্রন্থটি উল্লিখিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার হওয়ায় এতে বিস্তারিত সনদ উল্লেখ করা হয়নি । তবে ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট পুস্তক হতে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য । সুতরাং, পূর্ণ সনদের উল্লেখ না থাকলেও এ পুস্তকটি প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত । বিশুদ্ধ পুস্তকাদির তথ্যাদি উল্লেখ করায় বাহ্যিকভাবে পূর্ণ সনদ থাকার ন্যায় সমভাবে পুস্তকটি গ্রহণীয়, তবে এ ক্ষেত্রে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

ইমাম বাগাভী (র.) ক্ষেত্র বিশেষে কিছু দুর্বল সনদও গ্রহণ করেছেন। যেমন, সূরা আত-তাওবার ৭৫ নং আয়াতের তাফসীরে [১] যে রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে মা'আন ইবন রিফা'আহ নামক একজন লোক রয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে অনেকের নিকট গ্রহণীয় হননি।[২] এ ছাড়া, একই আয়াতের তাফসীরে তিনি 'আলী ইবন যায়দ নামক এক ব্যক্তি হতেও রিওয়ায়াত করেছেন। যে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন না।[৩]

ইমাম বাগাভী (র.) সনদ বিহীন হাদীছও উল্লেখ করেছেন। যেমন, সূরা ইউনূসের ৭০ নং আয়াতে কারীমার তাফসীরে[৪] হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) এর একটি রিওয়ায়াত হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরা'উনকে ডুবিয়ে মারছিলেন, তখন ফিরা'উন বলছিল, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম যেমনিভাবে বনী ইসরাঈল ঈমান আনয়ন করেছে।এ সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখ করে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মাদ আপনি যদি অবলোকন করতেন যে, আমি তখন সাগরের পানি দ্বারা তাকে আচছাদিত করছিলাম এ ভয়ে যে. তার প্রতি না রহমত এসে পড়ে।[৫]

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ২য় খ. পৃ,৩১২।

(২) ইমাম আবূ হাতিম (র.) স্বীয় পুস্তক, "আল-জারহ ওয়াত -তা'দীল এ উল্লেখ করেছেন, মা'আন ইবন রিফা'আহ কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি নন। (ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, ৮ম খ, পৃ. ৪২৩।) এছাড়া মীযনুল ই'তিদাল গ্রন্থের ভাষ্যানুযায়ী, মা'আন ইবন রিফা'আহ সহীহ হাদীছ বেত্তা হিসেবে সুবিদিত ছিলেন না। বরং তার হাদীছ সমূহ মুনকার হিসেবে পরিগণিত হত। (যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ১ম খ, পৃ.৫)

(৩) ইমাম আবূ হাতিম (র.) এর মতে 'আলী ইবন যায়দ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন না। বরং তিনি একজন দুর্বল রাবী ছিলেন।(ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ২০৯) ইমাম বুখারী (র.) এর মতে, 'আলী ইবন যায়দ এর থেকে হাদীছ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এ ব্যক্তির বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। (যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ১ম খ, পৃ.৪১২)

(৪) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ২য় খ. পৃ,৩৬৭।

(৫) এ হাদীছটি ইমাম তিরমিযী (র.) স্বীয় জামি' গ্রন্থের কিতাবুত-তাফসীর এ ষষ্ঠ হাদীছ হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (র.) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থের ১ম খন্ডে ২৭০,২৪৫, ৩০৯ ও ৩৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা ইউসুফের ২৬ নং আয়াতের তাফসীরেও[১] সনদ বিহীন রিওয়ায়াত আনয়ন করেছেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,চারজন শিশু দোলনায় থাকা অবস্থায় বাক্যালাপ করেছে। ফিরা'উনের মেয়ে মাশিতার ছেলে , ইউসুফ (আ.) এর সাক্ষী, জুরায়যের সাথী এবং 'ঈসা ইবন মারইয়াম (আ.)।[২] এতদ্ব্যতীত, সূরা আল-আনবিয়া এর ১০৪ নং আয়াতের তাফসীরেও ইমাম বাগাভী (র.) সনদের উল্লেখ করেননি। তা হল, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা হাশরের দিন নাঙ্গা পায়ে, পোষাক বিহীন শরীরে উপস্থিত হবে ।[৩]

আবার পূর্ণ সনদ উল্লেখ পূর্বকও ইমাম বাগাভী (র.) তাফসীর করেছেন। যেমন,আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, الذين اذااصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا اليه راجعون - অর্থাৎ যারা এমন, যখন তাদেরকে কোন বিপদ আক্রান্ত করে তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন কারী। এর তাফসীরে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 'আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আহমাদ আল-মালিহী , তিনি আবূ মানছূর মুহাম্মাদ ইবন সাম'আন হতে, তিনি আবূ জা'ফর আয-যায়্যাতী হতে, তিনি হুমায়দ ইবন যানজূয়াহ হতে, তিনি মুহাদির ইবনুল-মাওযা হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি 'আমর ইবনুল কাছীর হতে, তিনি আফলাহ (র.) হতে তিনি হযরত উম্মু সালমা (রা.) হতে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে বিপদগ্রস্থ করলে, বান্দা যদি انالله وانا اليه راجعون -বলে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বান্দাটির এ বিপদে প্রতিদান দেন এবং তার জন্য পূর্বের অবস্থা হতে অতি উত্তম বিষয় নির্ধারণ করেন।[৪]

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ২য় খ. পৃ. ৪২১।

(২) ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীছ আল-জামি' গ্রন্থে কিতাবুল আমবিয়া এর ৪৮নং এ , ইমাম মুসলিম (র.) আস-সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল বাবর ৮ এ, ইমাম আহমাদ (র.) মুসনাদ এ ২য় খ. পৃ. ৩০৭, ৩০৮ এ উল্লেখ করেছেন।

(৩) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ. পৃ. ২৭১।

(৪) সূরা আল-বাকারা,আয়াত, ৫৬।

(৫) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ. পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতী (র.) সনদের উল্লেখ না করে পুস্তকের শুধু উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, :- قال انما اشكو بثى وحزنى الى الله অর্থাৎ সে [ইয়াকূব (আ.) স্বীয় পুত্র ইউসুফ (আ.) কে হারিয়ে] বলল, আমি আমার বেদনা এবং দুশ্চিন্তাকে শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটে নিবেদন করছি-- এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, বায়হাকী (র.) ধারাবাহিক সূত্র উল্লেখ করেছেন, 'আলা ইবন 'আবদির রাহমান ইবন ইয়া'কূব (রা.) বলেন, আমার নিকট হাদীছ পৌছেছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনটি কাজ পূণ্যের ভান্ডার তুল্য, গোপনে দান করা, বিপদকে গোপন করা এবং রোগকে গোপন করা।[২]

এমনিভাবে, ইমাম সুয়ূতী (র.) প্রসিদ্ধ তাফসীর বিশারদ গণের উক্তিকে সনদবিহীনও উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, - ومن يعش عن ذكر الرحمن[৩] অর্থাৎ , যে বিমুখ হয় আল্লাহর যিকর হতে, এর তাফসীরে বলা হয়েছে, ইবনু জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনু আবী হাকিম (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এখানে ইয়া'শু এর অর্থ ইয়া'মী অর্থাৎ যে অন্ধের মত হয়ে যায়, সে আল্লাহ্র স্মরণ বিমুখ হয়।[৪] প্রসিদ্ধ হাদীছের পুস্তকের উল্লেখ করে ইমাম সুয়ূতী (র.) বর্ণনা করেছেন। অথচ এতে সনদ উল্লেখ না করে শুধুমাত্র পুস্তকের নাম প্রকাশ করেছেন যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة[৫] অর্থাৎ তারা কি শুধুমাত্র কিয়ামতের অপেক্ষা করছে? যা হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়বে। এর তাফসীরে বলা হয়েছে, ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি এবং কিয়ামত এরূপ, তখন তিনি স্বীয় শাহাদাত ও মধ্যম আঙ্গুল মুবারক কে একত্রিত করেন।[৬]

---

(১) সূরা ইউসুফ, আয়াত, ৮৬।

(২) সুয়ূতী, আদ-দুররুল- মানছূর, ৪র্থ খ., পৃ. ৩১।

(৩) সূরা যুখরুফ, আয়াত, ৩৫।

(৪) সুয়ূতী, আদ-দুররুল- মানছূর, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৭।

(৫) সূরা যুখরুফ, আয়াত, ৬৬।

(৬) সুয়ূতী, আদ-দুররুল- মানছূর, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থটি "তরজুমানুল-কুরআন" গ্রন্থের সংক্ষিপ্তরূপ হওয়ায়, তাফসীরসমূহের সনদকে পূর্ণরূপে উল্লেখ করা হয়নি। সেই গ্রন্থে সনদগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান। এছাড়া, প্রত্যেক রিওয়ায়াতের প্রথমে এর মূলগ্রন্থের অথবা বর্ণনাকারীগণের শেষাংশের প্রসিদ্ধ কারও নাম উল্লেখ করেছেন। যাতে বর্ণিত রিওয়ায়াতের সনদসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। যেমন, তিনি অধিকাংশ রিওয়ায়াতের প্রথমে ইবনু জারীর (র.), ইবনুল মুনযির, ইবনু আবী শায়বা প্রমুখের নাম উল্লেখপূর্বক বলেছেন, তাঁরা এ তাফসীরটি রিওয়ায়াত করেছেন। অথবা বলেছেন, তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে এ রিওয়ায়াতটি আনয়ন করেছেন। আবার অনেকক্ষেত্রে হাদীছের প্রসিদ্ধ পুস্তকাদির উল্লেখ করেই তাফসীর আনয়ন করেছেন। যেমন, সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ এসব প্রসিদ্ধ পুস্তকাদির উল্লেখ করে তিনি বহু রিওয়ায়াত আনয়ন করেছেন।

সর্বোপরি, এ পদ্ধতিতে রিওয়ায়াত সমূহ বর্ণিত হলেও সন্দেহের অবকাশ থাকেনি। কেননা, শুধুমাত্র বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতকেই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিটি রিওয়ায়াতের পূর্ণ সনদ তাঁর 'তরজুমানুল-কুরআন' গ্রন্থে বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে, ইমাম বাগাভী (র.) অপেক্ষাকৃত আরো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর পুস্তকে যেসব রিওয়ায়াত রয়েছে, এগুলোর সম্পূর্ণ সনদ পূর্ণ ধারাবাহিকতা সহ মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র বর্ণনা কারীর নাম উল্লেখপূর্বক তাফসীর আনয়ন করেছেন। আর কোথাও পূর্ণরূপে সনদ বর্ণনা করেননি। তাই, তাঁর রিওয়ায়াতসমূহের সনদগুলোও বিদ্যমান, বলা যায়।

সনদগত তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত উদাহরণ ও বর্ণিত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভয় গ্রন্থই বিশুদ্ধ সনদভিত্তিক তাফসীর সমৃদ্ধ। তবে, সনদের উপস্থাপনায় গ্রন্থদ্বয়ে বাহ্যিক প্রভেদ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত মূল বক্তব্য (মতন)[১]

তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম বাগাভী (র.) অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন । সনদভিত্তিক প্রাপ্ত মূলবক্তব্য সমূহের সবগুলোকে তিনি উল্লেখ করেননি, বরং প্রথমত আয়াতে কারীমার সংশ্লিষ্ট অংশকে চিহ্নিত করেছেন । তারপর বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তাফসীর হতে অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া মা'আলিমুত-তানযীল তাফসীর গ্রন্থটিতে দীর্ঘ মতন খুবই কম পাওয়া যায়, তবে কিরাআত সংক্রান্ত মতন অধিক গৃহীত হয়েছে। এ পুস্তকে ছোট রিওয়ায়াত অধিকহারে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীছ শরীফের রিওয়ায়াতও শুধুমাত্র আয়াতাংশের তাফসীর অনুযায়ী আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ (র.) গণের বাণীও তদ্রূপ বর্ণিত হয়েছে । এ পুস্তকটির কলেবরও তাই তুলনামূলকভাবে ছোট হয়েছে ।

ইমাম সুয়ূতী (র.) মূলবক্তব্যকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিটি রিওয়ায়াতের সবটুকু মূলবক্তব্য আংশিক পরিবর্তিত রূপ হলেও বারবার উল্লেখ করেছেন। যদ্দরূন এ গ্রন্থের রিওয়ায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূলবক্তব্যও অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। মূলবক্তব্যের কোন অংশ পরিত্যাগ না করায় কোন কোন মূল বক্তব্যে সামান্য প্রভেদ থাকলেও একত্রে সম্পূর্ণ রিওয়ায়াতটি পাওয়া যায় । পক্ষান্তরে, ইমাম বাগাভী (র.) এরূপ করেননি এবং মূলবক্তব্যকে কোন কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। একটি আয়াতাংশের তাফসীর করার ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র একটি মতনের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র আংশিক মত তুলে ধরেছেন , এর ফলে এ গ্রন্থে সকল আয়াতের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর পাওয়া যায় না। তিনি মতবিরোধের উল্লেখ ব্যতীত একটি আয়াতের গ্রহণীয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত মাত্র একটি তাফসীর আনয়ন করেছেন । ইমাম বাগাভী (র.) হতে মতনের ক্ষেত্রে ইমাম সুয়ূতী (র.) সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছেন , এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তবে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের মতন স্বল্প হলেও যথাযথভাবে বুঝা যায় , কিন্তু আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থের মতন ব্যাপক হলেও বহুক্ষেত্রে একটি তাফসীর অন্যটির অনুরূপ।

(১) রিওয়ায়াতে তাফসীর কারের মূল ভাষাকে 'মতন' হিসেবে এ সন্দর্ভে ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মতন সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

ইমাম বাগাভী (র.) অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি রিওয়ায়াত দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাবে তাফসীর করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين - فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين - (১) -আর আমি যা অবতরণ করেছি , তোমরা (কাফিররা) যদি তাতে সন্দেহ পোষণ কর, তাহলে তোমরা এর মত একটি সূরা আনয়ন কর , আর আল্লাহকে ছাড়া তোমরা তোমাদের সাক্ষ্যদেরকে আহ্বান কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও । তোমরা যদি না পার, তবে কখনও পারবেও না। তাই, তোমরা এমন আগুন থেকে মুক্ত থাক, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর , যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। -

এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, وان كنتم فى ريب অর্থাৎ তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ করে থাক, এ জন্য এটা বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অবহিত যে, তারা আল-কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। مما نزلنا - অর্থাৎ যে আল-কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে । على عبدنا - অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর। فاتوا - তাহলে তোমরা আনয়ন কর, তাদের অপারগতার হেতু নির্ণয়ের জন্য তাচ্ছিল্য পূর্ণ আদেশ রয়েছে। بسورة একটি সূরা, সূরা হল আল-কুরআনের অংশ। সূরা দ্বারা উচ্চাসন বুঝানো হয়। যেহেতু তিলাওয়াতকারী পূর্ণ সূরা পাঠের মাধ্যমে আখিরাতের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন, এমনকি পূর্ণ আল-কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে স্তর সমূহকেও তিনি পূর্ণ করেন। من مثله অর্থাৎ এ আল-কুরআনের মত। وادعوا شهداءكم - অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সে সব উপাস্যদেরকেও এ কাজে সহযোগিতা করতে আহ্বান কর, যাদের উপাসনা তোমরা করো। من دون الله - এর তাফসীরে মুজাহিদ (র.) বলেন, আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছু লোককে

(১) সূরা বাকারা, আয়াত,২৩ও ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান কর যারা তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। ان كنتم صادقين এ আয়াতে কারীমা অবতরনের পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাফিরদেরকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেন এতে তারা সকলে অপারগ হয়। তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হয়, فان لم تفعلوا তোমরা যদি না পার, অতীতে আল-কুরআনের মত কিছু আনতে পারনি। ولن تفعلوا আর কখনও তোমরা এরূপ আনয়ন করতে পারবে না। যে সময় ভবিষ্যতে রয়েছে, তাতেও কখনও তোমরা তা পারবে না। এখানে তাদের অপারগতার কথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এ আল-কুরআন হল চিরন্তন মু'জিযা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে তা অবতারিত হয়েছে। সুতরাং অন্য কারোর পক্ষেই এ আল-কুরআনের মত কিছু আনয়ন করা অসম্ভব,فاتقوا النار তাই তোমরা আগুন হতে মুক্ত থাক, অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনয়ন কর এবং ঈমানের মাধ্যমে তোমরা আগুনের ভীষণ শাস্তি হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। التى وقودها الناس والحجارة যার জ্বালানী হল মানুষ ও পাথর - এর তাফসীরে হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তি হল, এখানে 'হিজারাতুল কিবরীত' বা গন্ধকের জ্বালানী পাথর, কেননা তা ভয়াবহভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়। এছাড়া, কারো কারো মতে এখানে পাথরের স্তূপকে বুঝানো হয়েছে। আবার বলাহয়, এখানে পাথর দ্বারা উপাস্য মূর্তিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে । কেননা, অধিকাংশ মূর্তি হল পাথরের। اعدت للكافرين যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।[১]

পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) একই অংশের তাফসীরে অধিক সংখ্যক রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। যেমন প্রথম আয়াতে কারীমার তাফসীরে আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে চারটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে । তন্মধ্যে প্রথমটি হল, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নবী গণের মধ্যে সকলেই এ অবস্থায় প্রেরিত হন যে, লোকেরা যে বিষয় সহজে ঈমান আনয়ন করবে, তাদেরকে তা হুবহু প্রদান করা হয়। আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করেন। আমি কামনা করি আমার উম্মতের সংখ্যা কিয়ামতের দিন সর্বাধিক হবে।

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ. পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটি হল, কাতাদাহ্ (র.) হতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত, কাফিরদের অহেতুক মিথ্যাচারের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব রয়েছে। এ আল-কুরআনকে যদি সন্দেহ করে, তাহলে তারা যেন আল-কুরআনের মত আর একটি গ্রন্থ এনে দেখায়, যাতে কোনরূপ বাতিল এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হবে না। মূলত, কাফিররা তাদের ভ্রান্ত দাবী নিয়েই থাকে, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে কোন সত্য নেই।

এ প্রসঙ্গে তৃতীয় রিওয়ায়াতটি হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখানে কাফিরদেরকে আহ্বান করা হয়েছে , তোমরা এ আল-কুরআনের মত আরেকটি গ্রন্থ আনয়ন কর এবং আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের নিজেদের সাক্ষীকেও ডাক, তারা তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তবুও তারা কি বলবে তোমাদের আনিত সূরা আল-কুরআনের মত হয়েছে ?

এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে চতুর্থ রিওয়ায়াতটি হল, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,এখানে সাক্ষীদের আহ্বান দ্বারা কাফিরদের নিজেদের মত দাবী ও ধারণা পোষণ কারীকে আহ্বান করার জন্য, সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা কর, তারপরও যদি না পার, তাহলে এ সত্যই প্রকাশিত যে, তোমরা তা কখনও করতে পারনি এবং কখনও পারবেও না।[১]

দ্বিতীয় আয়াতে কারীমার তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, ফাত্তাকূন্নার - এর বিশ্লেষণে হযরত আবূ ইয়া'লা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পার্শ্বে আমি একবার সালাত আদায় করেছিলাম তখন তিনি একটি আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করে বলছিলেন, اعوذبالله من النار وويل لاهل النار অর্থাৎ ,আল্লাহর নিকট আমি আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। জাহান্নামবাসীদের জন্য সর্বনাশ।

আল্লাতী ওয়াকূদুহান্নাসু ওয়াল হিজারাহ- হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখানে আগুনের জ্বালানী এমন পাথরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা গন্ধকের মত, কাল বর্ণের। আগুনের সাথে সাথে এর দ্বারাও তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।[২]

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল- মানছূর, ১ম খ. পৃ. ৩৫।

(২) প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ব্যবহৃত আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ উত্তাপ সম্পন্ন। তারপরও তাতে সমুদ্রের পানি দু'বার প্রক্ষেপন করা হয়েছে। যদি এরূপ না করা হত, তাহলে কেহ এ আগুন দ্বারা উপকৃত হতে পারত না।

" উ'ইদ্দাত লিল-কাফিরীন" এর তাফসীরে, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, অর্থাৎ এ আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে যে সকল কাফির কুফুরীতে নিমজ্জিত রয়েছে, তাদের অনুরূপ মত পোষন কারী সকলের জন্য।[১]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وقلنا امنا بالله والرسول[২] অর্থাৎ , তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি - এর তাফসীর স্বরূপ ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ মুনাফিকরা বলে। এর পরবর্তী অংশ, ثم يتولى فريق منهم من بعد ذالك অর্থাৎ তারপর তাদের একটি দল ঐ কথার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়, এর তাফসীর স্বরূপ বলা হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ তারা ঈমান এনেছে, এ দাবী করার পরও তারা আল্লাহর বিধান পালন করা থেকে দূরে সরে যায়।[৩]

উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম সুয়ূতী (র.) মতনকে ব্যাপকভাবে আনয়ন করেছেন। পক্ষান্তরে, ইমাম বাগাভী (র.) খুবই সংক্ষিপ্তাকারে ও স্বল্প পরিমাণে মতন আনয়ন করেছেন।

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল- মানছূর, ১ম খ. পৃ. ৩৫।

(২) সূরা আল-নূর, আয়াত, ৪৭।

(৩) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ, পৃ, ৩৫২।

Dhaka University Institutional Repository

মাসআলা ও সমাধান (ফিক্‌হী প্রেক্ষিতে)

ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মাসআলা ও সমাধান মূলক ফিক্‌হী আলোচনা করেছেন। সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈ (র.) হতে বর্ণনা সূত্রভিত্তিক প্রাপ্ত মতামত এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমতেরও উল্লেখ করেছেন। তবে অত্যন্ত স্বল্প পরিমানে ও সংক্ষিপ্তভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমাম গণের অভিমত তুলে ধরেছেন। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর অভিমত বর্ণনা করে ছেন এবং অন্যান্য মতামতের কিছুই বিশ্লেষণ করেননি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আয়াতে কারী-মার ফিক্‌হী আলোচনা পরিত্যাগ করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে মাসআলা ও সমাধান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে এবং পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করে এর কলেবর বৃদ্ধি করা হয়নি। কেননা, ফিক্‌হীপ্রেক্ষিতে পূর্ণ আলোচনা করা, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমাম গণের মতভেদ সহ বিস্তারিত উল্লেখ করা তাফসীর শাস্ত্রের তথা তাফসীর বিল মা'ছূর এর নীতি বহির্ভূত, এ দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম বাগাভী (র.) রিওয়ায়াত ভিত্তিক ফিক্‌হীআলোচনা করেছেন তা বলা যায়।

পক্ষান্তরে ইমাম সুয়ূতী (র.) আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে ফিক্‌হী প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত অপেক্ষা কৃত অধিক হারে উল্লেখ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী (রা.), তাবি'ঈ (র.) হতে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত সমূহের মাধ্যমে ফিক্‌হী প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রমাণ ও মতামত ব্যক্ত করেছেন। ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম গণের অভিমত ও সামান্যভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। একই মাসআলার প্রমাণ স্বরূপ তিনি অনেক সংখ্যক রিওয়ায়াত তুলে ধরেছেন। কিন্তু ইমাম বাগাভী (র.) এরূপ করেননি,বরং একটি বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ অথবা মাসআলার সমাধান নির্ণয়ে তিনি শুধুমাত্র একটি রিওয়ায়াতের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে স্বল্প ভাষায় ব্যাপক ফিক্‌হী আলোচনা করা হলেও ইমাম সুয়ূতী (র.) আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে ব্যাপক রিওয়ায়াত গ্রহণ পূর্বক প্রত্যেকটি ফিক্‌হীআলোচনা করেছেন এবং বিশেষত,শাফি'ঈ মাযহাবের অনুকূলের হাদীছ সমূহ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতামতকে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থ হতে অধিক হারে আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাসআলা ও সমাধান (ফিক্হী প্রেক্ষিতে) এর তুলনার উদাহরণ

মাসআলা ও সমাধান সম্পর্কে উভয় গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তুলনাগত ভাবে কিছুটা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

ক. পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়ঃ- আল-কুরআনের পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাপক নির্দেশিকা রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وقضى ربك ان لاتعبدوا الاایاه وبالوالدين احسانا - اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا -[1]

- আর আপনার রব ফয়সালা করেছেন যে, তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার প্রতি ইহসান করবে। যদি তোমার কাছে তাদের একজন অথবা উভয়ে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়, তবে তখন তোমরা তাদেরকে (কষ্ট দিয়ে) 'উফ্' বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের জন্য দয়ার্দ্র নম্র বাহু প্রসারিত কর এবং বল, হে আমার রব ! আপনি তাদের উভয়ের (পিতামাতার) উপর দয়া করুন, যেমনিভাবে তারা শৈশবে আমাকে (দয়ার্দ্রচিত্তে) প্রতিপালন করেছেন।

এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) প্রথমে অর্থগত তাফসীর উল্লেখ করেছেন। যেমন, وقضى ربك এর তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রা.) এর উক্তি 'আমারা রাব্বুকা' অর্থাৎ আপনার রব নির্দেশ দিয়েছেন, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, 'আওসা রাব্বুকা' অর্থৎ আপনার রব উপদেশ দিয়েছেন।[2] ان لاتعبدوا الاایاه وبالوالدين احسانا এর তাফসীরে বলা হয়, অর্থাৎ তিনি পিতামাতার সাথে সদাচরণের এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ

(১) সূরা আল-ইসরা', আয়াত, ২৩।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ., পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন । اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما (এর শুধুমাত্র কিরাআত সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে) فلا تقل لهما اف উফ্ফ- হল, তুচ্ছ বস্তু হিসেবে কোন বস্তুকে উঠানো, ولاتنهرهما এবং তোমরা তাদেরকে ধমক দিও না। وقل لهما قولا كريما ইব্নুল মুসায়্যাব এর মতে, এর অর্থ হল, আর তোমরা তাদের সাথে সুন্দর, মোলায়েম, সহজভাবে কথা বল, যেমনিভাবে পাপী দাস স্বীয় কঠোর স্বভাবের মনিবের সাথে কথা বলে।

মুজাহিদ (র.) বলেন, তাদের নাম ধরে তোমরা কখনও ডেকো না এবং তাদের উপনামও উচচারণ কর না। বরং , তাদেরকে সম্মানজনক ভাবে আব্বা ও আম্মা বলে আহ্বান কর। এ আয়াতে কারীমার দ্বারা ঐ দিকটিরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন বৃদ্ধাবস্থায় তোমার নিকট উপনীত হয়, তারা প্রশ্রাব করবেন, তখন তাঁদেরকে কোনরূপ অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখবে না এবং যখন তাদের থেকে পায়খানা ও প্রশ্রাব পরিচছন্ন করবে তখনও কোনরূপ কটূক্তি তাঁদের সাথে করবে না অথচ তাঁরা শৈশবে তোমাকে এ সব অপবিত্রতা হতে পরিচছন্ন করেছেন ।

واخفض لهما جناح الذل অর্থাৎ তোমাদের পার্শ্বদেশকে উভয়ের প্রয়োজনে বিছিয়ে দাও এবং তাদের জন্য নম্র হও। 'উরওয়াহ ইব্ন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর তাফসীর হল, তুমি তোমার নিজকে পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে এমনভাবে নম্র কর, যাতে তাঁদের মধ্যকার ভালবাসা লাভে কোনবস্তু অন্তরায় না থাকে। 'من الرحمة' অর্থাৎ দয়া থেকে।' وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا এর দ্বারা শুধুমাত্র মুসলিম হলে পিতামাতার জন্য এ দু'আ করার অবকাশ রয়েছে, এ কথাও প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে ধারাবাহিক সনদ ভিত্তিক ইমাম বাগাভী (র.) একটি হাদীছও উল্লেখ করেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তির নাকে মাটি লাগুক (এখানে দুঃসময়ে পতিত হওয়া উদ্দেশ্য) যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে,অথচসে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করল না, সে ব্যক্তির নাকে মাটি লাগুক যে ব্যক্তির নিকট রমযান মাস আগমন করেছে , অথচ তার ক্ষমা করা হল না; সে ব্যক্তির নাকে মাটি লাগুক যে ব্যক্তি তার

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ., পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

পিতামাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে, কিন্তু, তাদের খিদমত করে সে জান্নাতবাসী হতে পারেনি।

এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) অনেক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হল,

ইব্নুল- মুন্যির (র.) মুজাহিদ (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف -তোমাদের নিকট পিতামাতার একজন অথবা উভয়ে যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়, তখন তুমি তাদেরকে উফ্ফ বলোনা - অর্থাৎ তুমি তাঁদের থেকে প্রশ্রাব-পায়খানা পরিচ্ছন্ন করার সময়ে বিরক্তি প্রকাশক উফ্ফ বলো না,যেহেতু শৈশবে তাঁরা উভয়ে তোমার থেকে প্রশ্রাব-পায়খানা ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করেছেন।[২]

ইব্ন মারদাওয়ায়হ বর্ণনা করেছেন, হযরত 'আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন লোক তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোককে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করল। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার সাথের এ লোকটি কে ? লোকটি বলল, তিনি আমার পিতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁর সামনে দিয়ে হাঁটবে না, তাঁর সামনে বসবে না, তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি করবে না, তাঁকে কখনও গালি দিবে না।

وقل لهما قولا كريما এর তাফসীর ইব্নু আবী হাতিম কর্তৃক যুহায়র ইব্ন মুহাম্মাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা যখন তোমাকে ডাকবেন, তখন তোমরা বিনীতভাবে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দাও। লাব্বায়কুমা, সা'দায়কুমা অর্থাৎ, আপনাদের জন্য আমি উপস্থিত রয়েছি এবং আপনাদের সৌভাগ্য কামনায় আমি উপস্থিত রয়েছি, এ বলে তাঁদেরকে প্রতিউত্তর দিবে।[৩]

---

(১) আদ-দুররুল-মানছূর, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭০।

(২) আদ-দুররুল-মানছূর, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭১।

(৩) প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্নু আবী হাতিম (র.) সা'ঈদ ইব্ন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة -তুমি তাঁদের উভয়ের উদ্দেশ্যে রহমতের বাহু সম্প্রসারন কর - এর তাফসীর হল, তুমি তোমার পিতামাতার জন্য এমন নম্র হও যেন রূঢ় প্রকৃতির মনিবের নিকট সাধারণ দাস নম্র হয়ে থাকে।

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا- এর তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন , ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে, আবূ মুররাহ হতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা একটি ঘরে ছিলেন, আর তাঁর মাতা আরেকটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। তারপর তিনি স্বীয় মাতার ঘরের দরজার নিকট এসে বলতে লাগলেন, السلام عليك يا امتاه ورحمة الله بركاته (হে আমার আম্মা, আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত বর্ষিত হোক), তখন তাঁর মাতাও ঘরের মধ্য হতে উত্তর দিলেন, وعليك يابني (তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক, হে আমার ছেলে। তখন আবূ হুরায়রা (রা.) পুনরায় বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি ঐরূপভাবে দয়া প্রদর্শন করুন, যেমনিভাবে আপনি শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।[১]

এখানে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বাগাভী (র.) রিওয়ায়াত কম উল্লেখ করেছেন পক্ষান্তরে ইমাম সুয়ূতী (র.) অধিক রিওয়ায়াত গ্রহণের পাশাপাশি রিওয়ায়াতের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

খ. যবেহ্ করার নিয়ম প্রসঙ্গ ঃ- আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادكوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون [২] আল্লাহর নাম নিয়ে যে প্রাণী যবেহ করা হয়নি, তোমরা তা হতে ভক্ষন কর না। নিশ্চয়ই শয়তানগুলো তাদের অনুসারীদের নিকট কিছু গোপন কথা বলে, যাতে তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে পারে। আর তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

---

(১) আদ-দুররুল-মানছূর, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭১।

(২)সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বাগাভী (র.) এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে কারীমায়মৃত প্রাণীর আহার নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান রয়েছে।

'আতা (র.) বলেন, এ আয়াতে কারীমা ঐসব যবেহকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে,যারা প্রাণীকে তাদের মূর্তির নামে বধ করত।

কোন মুসলিম যদি যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম না নেয়, তাহলে এ প্রাণী আহার করা প্রসঙ্গে ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ হতে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন,

একদলের মতে, এরূপ প্রাণী আহার করা হারাম, চাই কেউ ইচছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচচারণ না করুক অথবা আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যাক। এ অভিমতটি হল, ইব্ন সীরীন এবং ছা'লাবী (র.) এর। উল্লিখিত আয়াতে কারীমার অর্থ দ্বারা তারা এ প্রমাণ গ্রহণ করেন ।[১]

অন্যান্য অনেকের মতে, কেউ ইচছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচচারণ না করুক অথবা আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যাক এরূপ প্রাণী আহার করা বৈধ। এ অভিমতটি ইবন 'আব্বাস (রা.) , ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ (র.) এর থেকে পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, যে প্রাণীকে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়, আয়াতে কারীমায় সে প্রাণী ভক্ষন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কিছুসংখ্যক লোক এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এমন কিছু লোক আছে, যাদের চালচলনে কুফুরী ভাব বিদ্যমান। তাদের পক্ষ হতে আমাদের নিকট কিছু মাংসও আমাদের নিকট পেশ করা হয়, অথচ আমরা অবহিত নই, তারা কি আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করেছে, নাকি অন্য কারো নাম নিয়েছে । তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নাও, তারপর আহার কর। এ হাদীছের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নাম উচচারণ করা যদি বৈধ হওয়ার শর্ত হিসেবে ধার্য হত, তাহলে আল্লাহর নাম নেয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষনকারী লোককে সে প্রাণী আহার করা থেকে বারণ করা হত এবং তা মূল যবেহ শুদ্ধ হওয়ারও অন্তরায় হিসেবে গণ্য হত।

(১)বাগাভী, মা'আলিমুত্ তানযীল, ২য় খ. পৃ. ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আরেকটি অভিমত হল, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে কোন প্রাণী যবেহ করলে, তা ভক্ষন করা অবৈধ , আর অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণে ভুলে গেলে তা ভক্ষন করা বৈধ হিসেবে পরিগণিত হবে। ইমাম আহমাদ (র.) এর মাযহাবের মুষ্টিমেয় কিছু লোক এ অভিমত পোষন করেন এছাড়া ছাওরী (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মাযহাবও এটাই।

এ অংশে ইমাম বাগাভী (র.) প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। বরং পরবর্তী অংশের তাফসীর করেছেন," وان الشياطين يوحون الى اولياءهم ليجادكوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون - শয়তানরা তাদের মুশরিক বন্ধুদেরকে কুমন্ত্রণা প্রদান করে যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এখানে ঐ ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যখন মুশরিকদের কয়েকজন এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিন, কোন বকরী যদি এমনিতে মরে যায়, তাহলে এটাকে কে হত্যা করল ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করেছেন (মৃত্যু দিয়েছেন)। তখন তারা বলল, আপনি কি মনে করেন, যে প্রাণীকে আপনি অথবা আপনার সাহাবীগণের কেহ যবেহ করে তা বৈধ ? আর আল্লাহ যে প্রাণীকে হত্যা করেন, তা অবৈধ ? - তখন তাদের জবাবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, وان اطعتموهم মৃত প্রাণীকে ভক্ষন করার ব্যাপারে তোমরা যদি তাদের (মুশরিকদের) অনুসরন কর, انكم لمشركون তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। যুজাজ (র.) বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, এমন বস্তুকে কোন লোক যদি হালাল করে নেয়, তাহলে সে মুশরিকে পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে, এর তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন,

ইব্ন জারীর আত-তাবারী, আবুশ-শায়খ, তাবারানী, ইব্ন মারদাওয়ায়হ প্রমুখ (র.) ধারাবাহিক সনদে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

---

(১)বাগাভী, মা'আলিমুত্ তানযীল, ২য় খ. পৃ. ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ... ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ... যখন অবতীর্ণ হল, তখন পারস্যের কিছুলোক কুরায়শদিগের নিকট কিছু লোক পাঠিয়ে দিল যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তর্ক শুরু করল যে, আপনি ছুরি দ্বারা যে যবেহ্ করেন, তা হালাল, আর এ নিয়ম ছাড়া স্বর্ণ নির্মিত ছুরি দ্বারা অন্যরা প্রাণীবধ করলেও তা হারাম হবে, এটি কেমন কথা ? তাদের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, নিশ্চয়ই শয়তান তার অনুসারী বন্ধুদের নিকট গোপন কথা পাঠায় --- ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে শয়তান দ্বারা পারস্যের সে লোকদেরকে এবং অনুসারী বন্ধু দ্বারা কুরায়শদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এরপর দ্বিতীয় রিওয়ায়াতে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, 'আব্দ ইব্ন হামীদ, ইব্ন আবী হাতিম, আবূশ্-শায়খ, প্রমুখ (র.) বর্ণনা করেছেন, আবূ মালিক (রা.) মাসআলার সমাধানে বলেন, যে ব্যক্তি যবেহ কালে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তার যবেহ কৃত প্রাণী ভক্ষন করা বৈধ। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, এর কি কোন প্রমাণ রয়েছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ওয়ালা তা'কুলূ মিম্মা লাম ইউযকারিস্মুল্লাহি 'আলায়হি - এ আয়াতে কারীমায় কুরায়শদের অনুসরনে মূর্তির উদ্দেশ্যে যবেহ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা অগ্নি উপাসকের যবেহকৃত প্রাণী ভক্ষনও হারাম করা হয়েছে। -

তৃতীয় রিওয়ায়াতে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন,সা'ঈদ ইবন মানসূর, 'আবদুর-রায্যাক, 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবনুল-মুনযির প্রমুখ (র.) হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতেবর্ণনা করেছেন , তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি প্রাণী যবেহ কালে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং তারপর তা হতে ভক্ষন করে। শয়তানের উদ্দেশ্যে সে যেন এ প্রাণীকে ফেলে না রাখে। তবে এ হুকুমটি শুধুমাত্র মু'মিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কেননা মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর নাম বিদ্যমান রয়েছে।[১]

গ. গান-বাজনা শ্রবণ প্রসঙ্গ ঃ- গান বাজনা শ্রবণ সংক্রান্ত বিষয়েও মা'আলিমুত-তানযীল ও আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে ফিক্হী প্রেক্ষিতে তুলনামূলক ভাবে প্রভেদপূর্ণ রিওয়ায়াত পরিদৃষ্ট হয়। যেমন,

(১) আদ-দুররুল-মানছূর, ৩য় খ., পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم [১] অর্থাৎ মানুষের মাঝে এমন লোকও রয়েছে, যে অসার কথা কেনা-বেচা করে যাতে আল্লাহর পথ হতে অজ্ঞতাবশতঃ পথভ্রষ্ট করতে পারে - এআয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন,

আমাদেরকে আবূ-সা'ঈদ আশ্‌শুরায়হী (র.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ ইসহাক আছ্‌ছা'লাবী (র.)হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি ধারাবাহিক সনদে উল্লেখ করেছেন, প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لايحل تعليم المغنيات ولا بيعهن واثمنهن حرام অর্থাৎ গান শিক্ষা দেয়া এবং এর ক্রয়-বিক্রয় করা হালাল নয় এবং এর মূল্য গ্রহণও হারাম।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.), হাসান আল-বাসরী (র.) , ইক্‌রামা (র.), সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) প্রমুখ হতে বর্ণিত, তাঁদের সকলের মতে, আয়াতে কারীমায় لهو الحديث এর দ্বারা গান বুঝানো হয়েছে । এ ব্যাপারে উল্লিখিত আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হয়েছে। ليشترى لهوالحديث এখানে লি ইয়াশতারি এর অর্থ ইয়াস্‌তাবদিল , হস্তান্তর করা বা ইয়াখতার , পছন্দ করা,' লাহওয়াল হাদীছ' এর অর্থ গান, বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন প্রকার সুর-ঝংকার,তাহলে পুরো আয়াতে কারীমার অর্থ আল-কুরআনের বিপরীতে গানবাদ্য পছন্দ করা।আবুস-সাবা বলেন, আমি একদা হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) কে এ আয়াতে কারীমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই ' লাহওয়াল হাদীছ' -এর দ্বারা গানকে বুঝানো হয়েছে। তিনি এ বাক্যটি তিনবার উচচারণ করলেন। ইবরাহীম নাখ'ঈ (র.) বলেন, গান অন্তরের মধ্যে নিফাকের (কপটতার) সৃষ্টি করে। আবার বলা হয় গান যিনার প্রতি উৎসাহী করে তোলে। ইব্‌ন জুরায়জ বলেন, لهو الحديث দ্বারা তবলাকে বুঝানো হয়েছে। দিহাক (র.) এর মতে এটি শির্‌ক কাজ বিশেষ। কাতাদাহ (র.) এর মতে এর দ্বারা খেলাধূলাকে বুঝানো হয়েছে। [২]

---

(১) সূরা লুকমান, আয়াত, ৬।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ., পৃ. ৪৮৯-৪৯০।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীর সম্পর্কে ইমাম সূয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, আল-ফারইয়াবী (র.), ইবন জারীর (র.), ইব্ন মারদুওয়্যায় (র.) প্রমুখ হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, এখানে ' লাহওয়াল হাদীছ' দ্বারা باطل الحديث বুঝায়, যার অর্থ অনর্থক কথা, যা গান অথবা গানের অনুরূপ কিছু , এসব আল্লাহর স্মরণ হতে দূরে সরিয়ে দেয় । গান আল-কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহ তা'আলার যিকর হতে ফিরিয়ে রাখে । এ আয়াতে কারীমাটি কুরায়শ গোত্রের একজন[১] লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করেছিল (কুরায়শদেরকে গান শুনানোর জন্য এবং কুরআন শুনা থেকে বিরত রাখার জন্য)।

ইমাম বায়হাকী (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ 'উছমান (র.) হতে বর্ণিত, ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ এক দা বলেছেন, ওহে উমায়্যা বংশধর ! তোমরা গান শ্রবণ করা হতে নিজেদেরকে বিরত রাখ, কেননা তা লজ্জা কমিয়ে দেয়, কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা দেয়,মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেয় এবং তা মদের মত নেশায় বিভোর করে, তোমরা যদি গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাক, তাহলে তা মহিলাদেরকে শিখিয়ে দেখ, নিশ্চয়ই তারা তখন যিনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। ইব্নু আবি'দ্-দুন্য়া এবং ইমাম বায়হাকী (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, নাফি' (র.) বলেন, আমি একদা হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) এর সাথে পথ চলছিলাম, তিনি তখন বাদ্যের আওয়াজ শুনতে পেলেন, তারপর তিনি তাঁর দু' আঙ্গুলকে দু'কানে রাখলেন। এভাবে তিনি পথ চলতে লাগলেন। তারপর একসময় বললেন, ওহে নাফি' ! তুমি কি কিছু শুনতে পাচছ ? আমি বললাম, না। তখন তিনি আঙ্গুল দ্বয়কে কান হতে বের করলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে এরূপ করতে আমি দেখেছি।

বায়হাকী (র.) শু'আবুল-ঈমানে উল্লেখ করেছেন, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্নমাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, আয়াতে কারীমায় 'লাহওয়াল-হাদীছ' দ্বারা এমন লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে ব্যাক্তি দিনে ও রাতে গান শুনার জন্য কোন বাঁদী ক্রয় করে ।[২]

এভাবে ইমাম বাগাভী (র.) একইসাথে অনেক রিওয়ায়াতকে মিশ্রিত করেছেন, পক্ষান্তরে ইমাম সুয়ূতী (র.) পৃথক কয়েকটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন ।

(১) এ লোকের নাম নযর ইবনু হারিছ, ইব্ন, ৬২৩ খৃ.।

(২) সুয়ূতী, আদ্-দুররুল- মানছূর, ৫ম খ., পৃ. ১৫৮- ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

শাব্দিক বিশ্লেষণ

ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় মা'আলিমুত-তানযীল পুস্তকে শব্দ ও ভাষা সম্পর্কে প্রচুর বিশ্লেষণ করেছেন। আয়াতে কারীমার বহুবিদ শব্দবিন্যাস ও ভাষাগত বিশ্লেষণ তিনি উল্লেখ করেছেন। যে সকল শব্দ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, এগুলোর **শব্দমূল** উল্লেখ করেছেন এবং যে সকল অর্থে শব্দের ব্যবহার হয়, সে গুলোর উল্লেখও করেছেন । শব্দের মূল অবস্থা ও আরব বাসীদের ব্যবহার সম্পর্কে প্রমাণ ও উদ্ধৃতি সহ তিনি আলোচনা করেছেন। কোন শব্দের কয়েকটি অর্থ উল্লেখপূর্বক তিনি আয়াতে কারীমায় প্রযোজ্য অর্থও প্রকাশ করেছেন। এসকল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্ববর্তীকালের মতামত ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত চিহ্নিত করেছেন। বহুক্ষেত্রে কবিতা উল্লেখের মাধ্যমে প্রাচীন আরবের প্রচলিত অর্থ নিরূপণ করেছেন।

শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইমাম সুয়ূতী (র.) খুবই কম উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন । রিওয়ায়াত ভিত্তিক কিছুসংখ্যক শাব্দিক বর্ণনা আদ-দুররুল- মানছূর গ্রন্থে রয়েছে । প্রাচীন মতামতও ইমাম বাগাভী (র.) এর তুলনায় এ ক্ষেত্রে অপ্রতুল। তবে, কাব্যিক উদ্ধৃতি ইমাম সুয়ূতী (র.) অধিক গ্রহণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থে শব্দের ব্যবহারকে সুস্পষ্ট করেছেন। আদ-দুররুল- মানছূর গ্রন্থে প্রথমে পৃথক ভাবে **আয়াত** উল্লেখ করা হয়নি এবং তাফসীর কৃত শব্দেরও প্রভেদ নির্ণয় করা হয়নি । শুধুমাত্র রিওয়ায়াতের মধ্যে বর্ণিত উদ্ধৃতি অনুযায়ী **অংশবিশেষ** উল্লেখ করা হয়েছে । এর ফলে প্রায় সমার্থবোধক বর্ণনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এছাড়া একটি শব্দের অর্থকে বুঝাতে কয়েকটি পংক্তি কবিতাও কোন কোন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে । এর দ্বারা কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূল শব্দটির অর্থ নিরূপণের ব্যবস্থা কিছুটা ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু ইমাম বাগাভী (র) এরূপ করেননি

এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হল :-

Dhaka University Institutional Repository

শাব্দিক বিশ্লেষণ সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

ইমাম বাগাভী (র.) শাব্দিক বিশ্লেষণে বহুবিদ মতামতের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, 'ذالك الكتاب' এর তাফসীরে তিনি উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এ সেই কিতাব আলকুরআন। আবার বলা হয়, এখানে যমীর (সর্বনাম) উহ্য রয়েছে। তা হল, هذا এই । অর্থাৎ এই সেই কিতাব আল-কুরআন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আল্লাহতা'আলা ওয়া'আদা করেছেন যে, তিনি তাঁর উপর এমন একটি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করবেন, যা পানিতে মুছে ফেলা যাবে না এবং তাতে পরিত্যাজ্য বা সর্বকালে প্রযোজ্য নয় এমন কোন বিধান থাকবে না ।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ' وقال الذين اتبعوا لوان لناكرة فنتبرء منهم كماتبرؤامنا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم '[1] এবং যারা (খারাপ পথের) অনুসরন করেছে, তারা বলবে, আমাদের জন্য যদি সুযোগ হত, তাহলে এদের থেকে আমরা বিমুক্ত থাকতাম, যেমনিভাবে তারা আমাদের থেকে বিমুখ হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ তাদের কাজসমূহকে পরিতাপ রূপে তাদেরকে দেখাবেন। এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, ইত্তাবি'উ অর্থাৎ অনুসরণ কর। 'কার্‌রাতান' অর্থ পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের সুযোগ । 'ফানাতাবাররাউ মিনহুম' এর মধ্যকার হুম সর্বনাম দ্বারা পৃথিবীতে যাদেরকে অনুসরণ করা হত, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কামা তাবাররাউ মিন্না, অর্থাৎ আজ যেমনিভাবে তারা আমাদের কোন কাজে আসেনি। কাযালিকা অর্থাৎ এমনিভাবে আল্লাহ তাদেরকে 'আযাব অবলোকন করান। ইউরিহিমুল্লাহ অর্থাৎ তারা কেমনভাবে একে অন্যকে এড়িয়ে চলছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তা দেখিয়ে দেন। হাসারাত অর্থাৎ নাদামাত বা পরিতাপ রূপে। - এ আয়াত সম্পর্কে এতটুকু বিশ্লেষণের পর ইমাম বাগাভী (র.) তাফসীর স্বরূপ কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইউরিহিমুল্লাহ এর তাফসীরে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন, তারা কোন্ কোন্ পাপ কাজ পৃথিবীতে করেছে, এসব দেখার

(১) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

পর তারা আফসোস করবে যে, তারা কেন পৃথিবীতে এসব পাপের কাজ করেছে । আবার বলা হয়, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবলোকন করাবেন যে, তারা পৃথিবীতে কোন্ কোন্ পুণ্যের কাজ তাচ্ছিল্যভরে পরিহার করেছে। তখন তারা এসব প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত লজ্জিত হবে। তারা আল্লাহর সাথে বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে শরীক করেছে। তারা মনে করত এসব মূর্তিকে পূজা করলে, এসব তাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌছিয়ে দিবে। যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, তাদের উপাসনার মূর্তি সমূহও জাহান্নামের ইন্ধন হচেছ, তখন তারা তাদের ভ্রান্ত আকাংখার জন্য অত্যন্ত আফসোস করবে এবং লজ্জাবোধ করবে।[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে বিভিন্ন উক্তিরও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, يوم نطوى السماء كطى السجل [২] -আমি যেদিন আকাশকে লিখা কাগজের মত ভাঁজ করে ফেলব -এর তাফসীরে সুদ্দী (র.) এর মতামত উল্লেখ পূর্বক বলেন, তাঁর মতে আস্সিজ্জিল্ল, একজন ফিরিশতার নাম, যিনি বান্দাদের 'আমল সমূহ লিপিবদ্ধ করেন। ইবন 'আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) ও অধিকাংশ তাফসীর বিশারদের মতে আস্সিজ্জিল্ল হল, এমনপুস্তিকা যা লিপিবদ্ধ করা হয়, আয়াতে কারীমার মূল অর্থ হল, আকাশকে এমন ভাঁজ করা হবে, যেমনিভাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করার পর খাতাকে ভাঁজ করে রাখা হয়। আস্সিজ্জিল্ল শব্দটি আল-মুসাজালাহ হতে উদ্গত। এর দ্বারা আল-মুকাতাবাহ অর্থাৎ লিপিকা বুঝানো হয়। আত্-তায়ই হল, আদ্-দারজ বা ভাঁজ করা যা আন্-নাশর বা প্রশস্ত-এর বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

স্বল্পকিছু শব্দপ্রয়োগে ইমাম বাগাভী (র.) কখনও কখনও তাফসীর করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم [৩] - তারপর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু-এর তাফসীরে তিনি উল্লেখ করেছেন, ফাতাবা 'আলায়কুম- তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে, তোমরা তা

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ১৩৭।

(২) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত, ১০৪।

(৩) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেছ সুতরাং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হল, ইন্নাহু হুওয়াত-তাউওয়াবু- অর্থাৎ তাওবা গ্রহণকারী। আর-রাহীম তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত দয়াময়।[১]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ان الذين كفروا سواء عليهم এর তাফসীরে ইমাম সুয়ূতী (র.) ধারাবাহিক সনদভিত্তিক উল্লেখ করেছেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আশা করতেন, সকল মানুষ যাতে ঈমান আনয়ন করে এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে বলেছেন, সাওয়াউন 'আলায়হিম অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে একই রকম, যার ব্যাপারে আল্লাহ সুপথের ফয়সালা করেছেন, শুধুমাত্র সেই সুপথ লাভ করবে এবং যার ব্যাপারে পথভ্রষ্টতা নির্ধারণ করেছেন, সে সুপথ লাভে সক্ষম হবে না।[২]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود[৩] - এখানে আল-খায়তুল আবইয়াদ এর অর্থ, নবী করীম বিশ্লেষণ করেছেন, তা হল দাওউন্নাহার বা দিবসের রশ্মি এবং আল-খায়তুল আসওয়াদ হল, যুলুমাতুল্লায়ল বা রাতের আঁধার।[৪]

আল-কুরআনের পবিত্র বাণী, واذقال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا[৫] এখানকার হাযা বালাদান আমিনা- এর তাফসীরে ধারাবাহিক সনদে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম (আ.) পবিত্র মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন আর আমি মদীনা শরীফকে হারাম ঘোষণা করছি। এই দু' উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানের কোন প্রাণীকে শিকার করা যাবেনা, এমনকি কোন শিকারীকেও দেখিয়ে দেয়া যাবেনা এবং এর মধ্যবর্তী গাছ কর্তন করা নিষিদ্ধ।[৬]

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৭৪।

(২) সুয়ূতী, আদ্-দুররুল-মানছূর,১ম খ, পৃ,২৮।

(৩) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ১৮৭।

(৪) সুয়ূতী, আদ্-দুররুল-মানছূর, ১ম, পৃ. ১৯৭।

(৫) সূরা ইবরাহীম , আয়াত, ৩৬।

(৬) সুয়ূতী, আদ্-দুররুল-মানছূর, ১ম খ, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার উদ্ধৃতি

মা'আলিমুত-তানযীল ও আদ-দুররুল-মানছূর উভয় গ্রন্থে শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কবিতার উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম বাগাভী (র.) অপেক্ষাকৃত কম উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন, তিনি স্বল্প পরিমাণে শাব্দিক বিশ্লেষণ করায় কবিতার উল্লেখও কম করেছেন। প্রাচীন কবিতার দু-একটি পংক্তি তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করেছেন । এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী কালের রিওয়ায়াতও কোন কোন স্থানে উল্লেখ করেছেন। আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর এর মধ্যে কবিতার উদ্ধৃতি ব্যাপক ভাবে পাওয়াযায়। কিন্তু ইমাম বাগাভী (র.) এ বিষয়ে কম আলোচনা করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী (র.) অপেক্ষাকৃত অধিকহারে কবিতার উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন এবং শাব্দিক বিশ্লেষণও অধিক করেছেন। এ ছাড়া তিনি বহু স্থানে একাধিক শ্লোক উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের ব্যাপক আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাচীন কবিতার পাশাপাশি তিনি পরবর্তী কালের কিছু কবিতার মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করেছেন । এর ফলে তাঁর ব্যাখ্যানীতি এ ক্ষেত্রে ইমাম বাগাভী (র.) হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে। আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে একটি শব্দের বিশ্লেষণে কোথাও কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করার কারণে অতিরিক্ত উদ্ধৃতির বহিপ্রকাশও ঘটেছে। তবে এর মাধ্যমে তিনি কাব্যিক ব্যাখ্যার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলা যায়। কেননা, সাহাবীগণের (রা.) যুগেও শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কবিতার ব্যাপক উদ্ধৃতি গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পর আলোচনাও করতেন । অন্যান্য আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর গ্রন্থেও কবিতার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। যেমন, ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ব্যাপক হারে কবিতার উল্লেখ করেছেন । ইমাম সুয়ূতী (র.) তদ্রূপ অধিক উদ্ধৃতি গ্রহণ করেননি, বরং তিনি মধ্যম হারে কাব্যিক উদ্ধৃতির সমাহার করেছেন । তুলনামূলক ভাবে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে কাব্যিক উদ্ধৃতি খুবই কম পরিলক্ষিত হয় এবং আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে যথাযথ উদ্ধৃতি রয়েছে ।

কবিতার উদ্ধৃতি সংক্রান্ত তুলনা সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার উদ্ধৃতি সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

ইমাম সুয়ূতী (র.) রিওয়ায়াত ভিত্তিক বহু কবিতা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ধারাবাহিকভাবে কিছু উপস্থাপন করছি ঃ-

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী; يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج[1]

" তারা আপনার নিকট নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে-- বলুন, তা মানুষ ও হাজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। " — হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) এর নিকট তাঁর শিষ্য নাফি' আয়াতের 'মাওয়াকিতুন্নাস' এর তাফসীর জানতে চাইলে, তিনি বললেন, মাসিক গণনা, দীনের বিভিন্ন বিধান পালনের সময় এবং লোকদের বিভিন্ন লেনদেনে ব্যবহৃত সময়সীমা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে । তখন নাফি' পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এ পরিভাষাটি কি 'আরব বাসীদের নিকট পূর্বেও ছিল ? হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বললেন, হাঁ,অবশ্যই ছিল। তুমি কি এ শ্লোকটি পড়নি ?

والشمس تجرى على وقت مسخرة # اذاقضت سفرا استقبلت سفرا ـ

সূর্য তার নির্দিষ্ট পরিভ্রমণ স্থলে নির্ধারিত নিয়মে চলমান,
একটি ভ্রমণ হলে পূর্ণ, অপর ভ্রমণের প্রতি সে ধাবমান।[2]

এখানে 'ওয়াক্ত' দ্বারা নির্ধারিত সময়কে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, "فلما افلت"

'ফালাম্মা আফালাত' [3] এর তাফসীরের ব্যাপারে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) জিজ্ঞাসিত হন, তখন তিনি বলেন এর ব্যাখ্যা হল সূর্য যখন আকাশের মধ্যস্থল হতে ঢলে পড়ে, তখনকার অবস্থা। তখন তিনি 'আরবের প্রচলিত কবিতায় এর ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.)[4] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত মুবারকের পর শোকাতুর অবস্থায় বলেছিলেন,

---

(১) সূরা আল-বাকারা,আয়াত ১৮৯।

(২)সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর , ১ম খ. পৃ. ২০৩।

(৩) সূরা আল-আন'আম, আয়াত, ৭৬ ।

(৪) তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ সাহাবী (রা.) ছিলেন। তিনি ৬৭৩ / ৫৩ সনে ইনতিকাল করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

فتغير القمر المنير لفقده # والشمس قد كسفت وكادت تأفل ـ

উজ্জ্বল চাঁদ স্নিগ্ধতা হারিয়ে তাঁর বিরহে ম্লান হয়েছে ,

সূর্যে গ্রহণ লেগেছে, তা খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে।[১]

এখানে 'তাআফ্ফালা' শব্দটি ঢলে বা খসে পড়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [২] حنيفا

'হানীফা' এর অর্থ সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) জিজ্ঞাসিত হন, তখন তিনি বলেন, এর অর্থ একনিষ্ঠ তখন তাঁকে নাফি' (র.) জিজ্ঞাসা করেন, এ পরিভাষাটি কি আরবের কবিতায় পাওয়া যায় ? হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বললেন, হাঁ, পাওয়া যায়। তুমি কি হযরত হামযা (রা.) এর কবিতা শুননি ? তিনি বলেছেন,

حمدت الله حين هدى فؤادى # الى الاسلام والدين الحنيف ـ

আল্লাহর প্রশংসা করি, যখন আমার প্রাণকে তিনি সুপথ দেখিয়েছেন

ইসলামের এবং একনিষ্ঠ দীনের দিকে তিনিই আমাকে এনেছেন।[৩]

এখানে 'হানীফ' দ্বারা একনিষ্ঠ বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [৪] قد افلح المؤمنون বিশ্বাসীগণ সফলতা লাভ করেছেন। - এর তাফসীরে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)বলেন, 'আফলাহা' এর অর্থ তারা বিজয়ী হয়েছে, সৌভাগ্য লাভ করেছে। এর ব্যবহার তিনি প্রাচীন 'আরবী কবিতায় থাকার প্রমাণ স্বরূপ লাবীদ ইব্ন রাবী'আ[৫] এর শ্লোক উল্লেখ করেন,

فاعقلى ان كنت ما تعقلى # ولقد افلح من كان له عقل ـ

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর , ৩য় খ. পৃ. ২৬।

(২) সূরা নাহল , আয়াত, ১২৩।

(৩) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর , ৩য় খ. পৃ. ২৬।

(৪) সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত, ১ ।

(৫) হযরত লাবীদ ইবন রাবী'আ (রা.) একজন বিশিষ্ঠ সাহাবী, জাহিলী যুগের সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকাব্যের একটির সার্থক প্রণেতা। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কবিতা চর্চা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে আল-কুরআনকে মুখস্ত করেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন।৪১হি. সনে / ৬৬১ খৃ. তিনি ইন্তেকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যদি জ্ঞান সম্পন্না হও, বুঝে নাও তুমি ভবে

যার রয়েছে জ্ঞান, সে-ই সফলকাম হবে ।[১]

এখানে 'আফলাহা' অর্থ সফলকাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, "ফালা'আল্লাকা বাখি'উন্নাফ্সাকা--[২]" আপনিতো তারা ঈমান আনয়ন না করার কারণে নিজকে হয়ত নিঃশেষ করে ফেলবেন। আয়াতাংশের 'বাখি'উন্নাফ্স' এর অর্থ সম্পর্কে রঈসুল-মুফাস্সিরীন হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ 'কাতিলুন্নাফস্' বা প্রাণহন্তা। এ শব্দের ব্যবহার 'আরবী কবিতায় বিদ্যমান। যেমন, হযরত লাবীদ ইব্ন রাবী'আ (রা.) এর কবিতা,

لعلك يوما ان فقدت مزارها # على بعده يوما لنفسك باخع

তুমি হয়ত নিজে, যে দিবসে তার ভ্রমণস্থল হারিয়ে ফেললে ,

তবে, তার বিরহের ফলেই সে দিন নিজকে হত্যাকারী হলে।[৩]

এখানে ' লি নাফসিকা বাখি'উন' অর্থ তোমার নিজকে হত্যাকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম বাগাভী (র.) ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ কিছু উক্তিও তাফসীরে আনয়ন করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

وسواء عليهم االنذرتهم ام لم تنذرهم [৪]

" যারা অস্বীকার করে, আপনি তাদের ভীতি প্রদর্শণ করুন অথবা ভীতি প্রদর্শণ না করুন, তাদের জন্য সমান তারা কখনও ঈমান আনয়ন করবে না।" -এর তাফসীরে তিনি আবূ তালিব আল-কুরায়শী [৫] এর অভিমতস্বরূপ কবিতাংশ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর , ৫ম খ. পৃ. ১।

(২) সূরা আল কাহ্ফ আয়াত, ৬ ।

(৩) সুয়ূতী, আদ-দুররুল-মানছূর , ৪র্থ খ. পৃ. ৩১১।

(৪) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ৬।

(৫) আবূ তালিব কুরায়শ বংশের অন্যতম নেতা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় চাচা, 'আলী (রা.) এর পিতা ছিলেন। ইসলামের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন ,তবে ঈমান আনার ঘোষণা প্রদানে সমর্থ হননি। ৬২০ খৃ. হিজরতের ৩ বছর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

ولقد علمت بان دين محمد # من خيراديان البرية دينا

لولا الملامة اوحذار مسبة # لوجدتنى سمحا بذاك مبينا

আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দীন

পৃথিবীর সকল দীনের মধ্যে একমাত্র সর্বোত্তম দীন,

যদি পিছনে আমার না থাকত নিন্দা ও গালির ভয়,

তুমি পেতে মোরে, প্রকাশ্যভাবে তা গ্রহণে মর্যাদাময়।[১]

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد [২]

"আর লোকদের মাঝে এমন(মু'মিন) রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণে স্বীয় জীবনকে বিক্রি করে, আর আল্লাহ হলেন বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত স্নেহশীল।"

এ আয়াতটি হযরত খুবায়ব ইব্ন 'আদি আল- আনসারী [৩] (রা.) এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তিনি তাঁর শাহাদাতের প্রাক্কালে যে কবিতা পাঠ করেছিলেন, তার থেকে কিয়দাংশ বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, فلست ابالى حين اقتل مسلما # على اى شق كان فى الله مصرعى

وذلك فى ذات الاله وان يشاء # يبارك على اوصال شلو ممزع

আমি পরোয়া করি না, মুসলিম হিসেবে আমি নিহত হচ্ছি যখন

আমার শরীরের অঙ্গ-পতন আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘটছে যখন

আর এতো একমাত্র মা'বূদের সত্তার উদ্দেশ্যে, যদি ইচ্ছা করেন

তিনি আমার কর্তিত অঙ্গসমূহে আরো বরকত দান করবেন।[৪]

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ. পৃ. ৪৮।

(২) সূরা আল-বাকারা, আয়াত, ২০৭।

(৩) হযরত খুবায়ব (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অত্যন্ত অনুরক্ত সাহাবী ছিলেন। ইসলামের খেদমতে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। মদীনা শরীফের আনসারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। অত্যন্ত কঠোর নির্যাতনেও তিনি অটল - অবিচলভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধান পালন করেছেন এবং সর্বশেষে দায়িত্ব পালন রত অবস্থায় কাফিরদের চক্রান্তের শিকার হয়ে ৪ হি. সনে শূলবিদ্ধ অবস্থায় শাহাদাত লাভ করেন, এরই প্রাক্কালে তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। (৪) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ. পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل[১]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। "-এর তাফসীরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত[২] (রা.) -এর কবিতা হতে উল্লেখ করেছেন,

محمد هو المستغرق لجمع المحامد # لان الحمد لايستوجه الاالكامل.

الم تران الله ارسل عبده # برهانه الله اعلى وامجد

وسق من اسمه ليجله # فذوالعرش محمود وهذا محمّد

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযুক্ত,

কেননা, পূর্ণতা ব্যতীত প্রশংসা হয় না যথাযথ।

তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে প্রেরণ করেছেন,

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সম্মানিতরূপে আল্লাহই প্রমাণ দিয়েছেন।

তাঁর (পবিত্র) নামেই তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ উদ্ভাসিত,

তাই , আরশের অধিপতি মাহমূদ (প্রশংসা প্রাপ্ত) আর এই তিনি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)।[৩]

ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটেও ইমাম বাগাভী (র.) কিছু প্রসিদ্ধ শ্লোক এবং সংশ্লিষ্ট যথাযথ রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন, আহযাবের যুদ্ধের[৪] সময়কালীন ঘটনা সম্পর্কে

---

(১) সূরা আল-ইমরান, আয়াত, ১৪৪।

(২) হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ । তিনি কবিতা দ্বারাও তরবারীর চেয়ে ব্যাপকভাবে ইসলামের শত্রুদেরকে জর্জরিত করেছেন এবং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ কাজে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন। মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.) এর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি পৃথক মিম্বর স্থাপন করেন, যাতে জিহাদের ময়দান ছাড়াও সাহাবীগণ (রা.) কে ইসলামের পথে উৎসাহ ব্যঞ্জক কবিতা তিনি আবৃত্তি করে শুনাতে পারেন। ৫৪ হি. সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

(৩) সূরা আল 'ইমরান, আয়াত, ৩৫৮।

(৪) আহযাব অর্থ দলসমূহ। আরবের ইসলাম বিরোধী কাফির, মুশরিক ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে ৫ম হিজরী সনে মদীনা শরীফ আক্রমন করে। এ কারণে তা আহযাবের যুদ্ধ নামে পরিচিত । যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণ(রা.) কে নিয়ে গভীর পরিখা খননের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন,তাই এ যুদ্ধ পরিখার যুদ্ধ হিসেবেও প্রসিদ্ধ। আল্লাহর সাহায্য থাকায়, সম্মিলিত শত্রুদল কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম হয়নি বরং ভয়াবহ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে তারা পালিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, [১] يايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের উপর প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর--" -এর তাফসীরে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতের সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র শ্লোক উল্লেখ করেছেন। খন্দক (আহযাব)-এর যুদ্ধের সময়ে পরিখা খননে সাহাবীগণের (রা.) অক্লান্ত পরিশ্রম ও ক্ষুধার কষ্ট প্রত্যক্ষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اللهم ان العيش عيش الاخرة # فاغفرالانصار والمهاجرة ـ

হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই প্রকৃত জীবনতো পরকালের জীবন

তাই, আপনি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন । - এ পবিত্র শ্লোক শুনে সাহাবীগণ (রা.) ও কবিতার মাধ্যমে বললেন,

نحن الذين بايعوا محمدا # على الجهاد مابقينا ابدا

আমরা এমন, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বায়'আত করেছি গ্রহণ,

বেঁচে থাকি মোরা যতক্ষন, জিহাদের ব্যাপারে প্রস্তুত রয়েছি সর্বক্ষণ।[২]

এ প্রসঙ্গে এ যুদ্ধের প্রস্তুতি মূলক পরিখা খনন সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াত ও পবিত্র শ্লোক ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন। তা হল,পরিখা খনন কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবী গণের (রা.) সাথে মাটি বহন করছিলেন। তাঁর পবিত্র শরীর মুবারক বিশেষত, পেট মুবারক ধুলিমিশ্রিত হয়। এমতাবস্থায় তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

والله لولاالله ما اهتدينا # ولاتصدقنا ولاصلينا -

فانزلن سكينة علينا # وثبت اقدامنا ان لاقينا -

ان الاني قد بغوا علينا # اذاراد وا فتنة ابينا -

আল্লাহর শপথ ! আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা সুপথ পেতাম না,

দান করতে ও সালাত আদায়ে আমরা সক্ষম হতাম না।

---

(১) সূরা আল-আহযাব, আয়াত , ৯।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ., পৃ. ৫১০।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং, হে আল্লাহ! আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন,

এবং শত্রুর সাক্ষাতে আমাদের পা'গুলো কে দৃঢ় রাখুন।

শত্রুপক্ষই আমাদের উপর চড়াও হয়েছে নিশ্চয়ই,

যখনই তারা ফিতনা চেয়েছে, আমরা বিমুখ হয়েছি তখনই ।[১]

ইমাম বাগাভী (র.) কবিতা দ্বারাও শাব্দিক তাফসীর করার প্রচেষ্টা করছেন। যেমন, সূরা আল-বাকারার প্রথমাংশে, "আল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল-গায়ব"- যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়ন করেন- এখানে 'আল-গায়ব' এর তাফসীরে আবূ সুফইয়ান [২] (রা.) এর একটি শ্লোক তিনি উল্লেখ করেন,

وبالغيب امنا وقدكان قومنا # يصلون للاوثان قبل محمد

আমরা এনেছি ঈমান অদৃশ্যের উপর, আমাদের জাতি ছিল এক কালে,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (প্রতি ঈমানের) আগে, মূর্তিপূজায় ব্যস্ত সকলে।[৩]

শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে কবিতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, আল-কুরআনের আয়াতাংশ, 'আনদাদা' এর তাফসীরে, ইবন 'আব্বাস (রা.) উপমা এবং অংশীদার অর্থ উল্লেখ করেন এবং লবীদ (রা.) এর কবিতাও এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

احمد الله فلاندله # بيده الخير ماشاء فعل

আল্লাহর প্রশংসা আমি করি, তাঁর নেই কোন অংশীদার,

তাঁর হাতেই মঙ্গল নিহিত, তিনি করেন যা ইচছা তাঁর।[৪] -কবিতাটিতে 'নিদ্দ' শব্দটি 'আনদাদ' এর একবচনের রূপ, এর অর্থ অংশীদার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ., পৃ. ৫১১।

(২) আবূ সুফইয়ান ইবন হারিছ আল-হাশেমী, তিনি কুরায়শ বংশীয় কবি ছিলেন। ৮ম হিজরী সনে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর থেকে ইসলামের সেবায় একনিষ্ঠভাবে আত্মনিবেদন করেন এবং বহু যুদ্ধে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন । ২৮ হি. সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

(৩) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ২৫।

(৪) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী জাতির ঘটনা

ইমাম বাগাভী (র.) ও ইমাম সুয়ূতী (র.) উভয়ে স্ব স্ব তাফসীর গ্রন্থে পূর্ববর্তী জাতির বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন । রিওয়ায়াত ভিত্তিক পূর্ববর্তী জাতির ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সঠিক তথ্যাদি উপস্থাপনের প্রতি উভয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং বহুলাংশে সফলতাও লাভ করেছেন। পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে হযরত আদম (আ.) এর বংশধর হতে শুরু করে পরবর্তী জাতি সমূহের ঘটনা আল-কুরআনের যে সকল স্থানে বিবৃত হয়েছে, উভয়ে সে সকল স্থানে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর করেছেন। তবে, মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে এসব বিষয়ে অধিক রিওয়ায়াত আনয়ন করা হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (র.) একই ঘটনার অনূকূলে প্রাপ্ত সকল রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম বাগাভী (র.) একটি ঘটনার তাফসীরে শুধুমাত্র একটি রিওয়ায়াতই আনয়ন করেছেন । তাই এক্ষেত্রেও মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হয়েছে । এছাড়া আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থের ঘটনাবলী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা সম্বলিত এবং বহু আলোচনার পুনরাবৃত্তি থাকায়, ব্যাপক তাফসীর পরিদৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থের প্রাচীন ঘটনা মূলক রিওয়ায়াত সমূহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে । প্রাচীন সকল ঘটনার ব্যাপক আলোচনা ইমাম বাগাভী (র.) না করলেও ইমাম সুয়ূতী (র.) প্রায় সকল ঘটনারই সবিস্তারে আলোচনা করেছেন ।

উভয় গ্রন্থে পূর্ববর্তী জাতির উল্লেখ থাকলেও এসব প্রভেদ প্রধানত সহজে পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, ইমাম সুয়ূতী (র.) একই রিওয়ায়াতের অনুকূলে প্রাপ্ত তাফসীরকে পুনরায় উল্লেখ করার কারণে তাঁর পুস্তকের আকৃতিও বড় হয়েছে এবং মতামতও অধিক হারে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ইমাম বাগাভী (র.) এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ও ভিন্নরূপ হিসেবে পরিগণিত।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী জাতির ঘটনা সম্পর্কিত তুলনার উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ولقد علمتم الذين اعتدوا فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين - [১] অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমরা অবহিত হয়েছ, তাদের ব্যাপারে, যারা তোমাদের মধ্য হতে শনিবারের সীমা লঙ্ঘন করেছে , তারপর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা অভিশপ্ত বানরে পরিণত হও। এর তাফসীরে আল্লামা বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, তারা সীমা লংঘন করেছিল। আস-সাবৃত এর অর্থ হল , — আল-কিত'উ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করা, এটি শনিবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাঁর কিছু সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, তাই সেদিনকে এ নামে অভিহিত করা হয়।

এ দের ঘটনা হল, তারা ছিল, হযরত দাউদ (আ.) এর সময়কার 'আয়লাহ' নামক এলাকার লোক। শনিবার দিন তাদের মাছ ধরাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দেন। শনিবার আসলে কোন মাছ গভীর সাগরে অবশিষ্ঠ না থেকে সবগুলো নির্দিষ্ট স্থানে নদী-নালাতে একত্রিত হত। নিকটবর্তী সব এলাকা মাছে পরিপূর্ণ হয়ে যেত, এমনকি মাছের আধিক্যের কারণে, নদী-নালার পানি দেখা যেত না । তারপর যখন শনিবার দিন অতিবাহিত হত, তখন আবার মাছগুলো আপন গন্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তন করত এবং সেখানে কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لايسبتون لاتأتيهم - [২] অর্থাৎ, স্মরণ কর শনিবার উদযাপনের দিন তাদের নিকট তাদের মাছসমূহ পথ ধরে আগমন করত, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করত না, সেদিন তাদের নিকট এগুলো আগমন করত না ।

এরপর তাদের নিকট পাপিষ্ঠ শয়তান আগমন করল এবং তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল, শনিবার দিন মাছ ধরতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে । তাহলে, একটি কৌশল অবলম্বন কর। তার কুমন্ত্রণায় কিছুলোক মাছ ধরার দৃঢ় ইচ্ছা করল। তারা সমুদ্রের পার্শ্বে কিছু কৃত্রিম নদী খনন করল এবং সমুদ্রের সাথে সংযোগ করে দিল। জুম'আর সন্ধ্যাকালে তারা এসব নদীর মুখ

---

(১) সূরা আল- বাকারা, আয়াত, ৬৫ ।(২) সূরা আল- আ'রাফ, আয়াত, ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

খুলে দিল এবং ঢেউয়ের সাথে সাথে মাছসমূহ এসবে প্রবেশ করতে লাগল, কিন্তু পানির স্বল্পতার কারণে মাছগুলো আর সেখান হতে বের হয়ে যেতে পারল না । তারপর যখন রবিবার দিন আগমন করল, তখন তারা সে মাছগুলোকে ধরতে লাগল। আবার এরকমও বলা হয় যে তারা শনিবার দিন মাছগুলোকে বিভিন্নভাবে হাঁকিয়ে নালা সমূহের দিকে নিয়ে আসত, সেদিন সেগুলোকে তারা ধরত না বরং আটকিয়ে রাখত। তারপর রবিবার দিন তারা সে মাছগুলোকে ধরত। তাছাড়া বর্ণনামতে, তারা সেখানে জুম'আর দিনে বহু জাল পেতে রাখত এবং জালে আটকানো মাছগুলোকে তারা রবিবারে ধরত। তারা নির্দেশকে অমান্য করে এভাবে দীর্ঘদিন মাছ ধরল, তাদের উপর তখন সাজা অবতীর্ণ হয়নি। তাই তারা অনবরত তাদের এ পাপ কার্য চালিয়ে যেতে লাগল। তারা এ মাছগুলো ধরে খেত, লবনাক্ত করে শুকিয়ে রাখত এবং ক্রয়-বিক্রয় করত। এমনিভাবে তাদের অর্থ-সম্পদও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

পরবর্তীতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে এ পাপকর্মটি সীমিত রইল না , বরং গ্রামের অনেকে এ পাপকার্যে লিপ্ত হল। এ জনপদে প্রায় সত্তর হাজার লোক বসবাস করত। তারা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। প্রথম শ্রেণী, নিজেরা মাছ ধরা হতে বিরত থেকে অন্যান্যদেরকেও এ কাজ করতে নিষেধ করত। দ্বিতীয় শ্রেণী, নিজেরা মাছ ধরা হতে বিরত থাকল, কিন্তু অন্যান্যদেরকে নিষেধ করল না। আর তৃতীয় শ্রেণী, সরাসরিভাবে পাপকার্যে অংশগ্রহণ করল। নিষেধকারীগণ সংখ্যায় ছিলেন, বার হাজার। পাপীরা যখন নিষেধকারীদের উপদেশকে উপেক্ষা করল, তখন তারা বলল, আল্লাহর শপথ ! আমরা তোমাদেরকে একই গ্রামে আমাদের সাথে বসবাস করতে দেব না। তারপর তারা গ্রামটিতে প্রাচীর দিয়ে দু'ভাগ করে নিল এবং এভাবে বিচ্ছিন্নাবস্থায় তারা দু'বছর অতিবাহিত করল। তাদের উদ্যত অবস্থার কারণে হযরত দাউদ (আ.) তাদের প্রতি অভিশাপ দিলেন, আল্লাহ তা'আলাও তাদের অবিরাম অবাধ্যচরণের কারণে তাদের উপর ক্রোধান্বিত হলেন।

তারপর একদিন নিষেধ কারীগণ তাদের আবাসস্থল হতে বের হয়ে লক্ষ্য করল, অবাধ্য সম্প্রদায়দের কেউ বাইরে আগমন করছেনা এবং তাদের গৃহদ্বারও খোলা হয়নি। তারপর উঁকি

(১) *বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৮০।*

Dhaka University Institutional Repository

মেরেদেখা গেল যে, অবাধ্য সম্প্রদায়ের সকলে বানরে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তাদের লেজসমূহকে তারা নাড়াচাড়া করছে।

কাতাদাহ (র.) বলেন, তাদের মধ্যকার যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শুকরে পরিণত হল। তারা এ ভয়াবহ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত করে, এ লাঞ্ছনাকর অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হল।[১]

এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র.) বর্ণনা করেছেন, ইবনু জারীর আত-তাবারী(র.) হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, 'ওয়ালাকাদ 'আলিম্তুম'-[২] অর্থাৎ তোমরা অবহিত হয়েছ। এটা তাদেরকে পাপ হতে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ভয় প্রদর্শন স্বরূপ বলা হয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা ভয় কর যাতে তোমাদেরকে সে অবস্থা আক্রান্ত না করে , যা শনিবারের ঘটনায় অবাধ্যদেরকে আক্রান্ত করেছিল। তারা আমার (অর্থাৎ আল্লাহর) অবাধ্য হয়েছিল এবং শনিবারের ব্যাপারে মাছ ধরার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছিল। فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين [৩] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপের কারণে তাদেরকে বানর রূপে বিকৃত করে দেন। এ অবস্থায় তারা তিনদিনের অধিক সময় বাঁচতে পারেনি। তখন তারা কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ এবং বংশবিস্তার করতে পারেনি। ইবনু আবী হাতিম রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যারা শনিবারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিল, শুধুমাত্র তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর তারা ধ্বংস হয়ে যায়। এ রূপান্তরিত অবস্থায় তারা বংশবিস্তার করতে পারেনি।

ইবনুল-মুনযির অন্য বর্ণনায় ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বানর ও শুকর তাদেরই বংশধর, যাদেরকে বিকৃত আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

'আব্দ ইবন হুমায়দ এবং ইবন্ জারীর আত-তাবারী (র.) এর রিওয়ায়াত, কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদের জন্য মাছ হালাল ছিল। তবে শনিবার দিন তাদের জন্য মাছ শিকারকে হারাম করে দেয়া হয় , যাতে তাদের মধ্যে অনুগতদেরকে চেনা যায়।[৪] আবার

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ৮০।

(২) সূরা আল- বাকারা, আয়াত, ৬৪।

(৩) সূরা আল- বাকারা, আয়াত, ৬৪। (৪) সুয়ূতী, আদ্-দুররুল-মানছূর, ১ম খ, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

কারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্যকারী, তাদেরকে চেনা যায়। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেগুলো হল,

প্রথমশ্রেণী, নিজেরা মাছ ধরা হতে বিরত থেকে অন্যান্যদেরকেও এ কাজ করতে নিষেধ করেছিল । দ্বিতীয়শ্রেণী, আল্লাহ তা'আলার নিষেধকৃত কর্মসমূহ হতে নিজেরা বিরত ছিল তবে অন্যান্যদেরকে পাপকার্য হতে নিষেধ করেনি এবং তৃতীয়শ্রেণী, সরাসরি পাপকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং তা অব্যাহত রাখে। তারা চূড়ান্তভাবে যখন পাপকার্যে লিপ্ত থাকল এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিশেষভাবে যে কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ ছিল, সে কাজে তারা লিপ্ত হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কূনূ কিরাদাতান খাসিঈন " অর্থাৎ তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও - এর পরপরই এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সকলেই লেজযুক্ত বানরে পরিণত হল।

ইবনু আবী হাতিম (র.) হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, আয়াতে কারীমায় খাসিঈন এর অর্থ ذليلين অর্থাৎ লাঞ্ছিত। ইবনুল মুনযির (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) এর মতে আয়াতে কারীমায় 'খাসিঈন' এর অর্থ অপদস্থ, ক্ষুদ্রতর, লাঞ্ছিত । ইবনু জারীর (র.) , মুজাহিদ (র.) হতেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু জারীর (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এ আয়াতে কারীমায় فجعلناها দ্বারা جعلنا تلك العقبة অর্থাৎ আমি ঐ শাস্তি নির্ধারণ করেছি, তা হল তাদের আকৃতি পরিবর্তন করেছি, তাদের পরবর্তীদেরও সতর্ক করা হয়েছে এবং এ ঘটনাতে মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে।[১]

এ বর্ণনার আলোকে উভয় তাফসীরের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ প্রতিভাত হয়। মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে দীর্ঘ একটি রিওয়ায়াত এবং আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে বহু সংখ্যক সংক্ষিপ্ত রিওয়ায়াত রয়েছে। উভয়ের বর্ণনার মধ্যেও কিছু পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন, সুয়ূতী (র.) এক রিওয়ায়াতে জানা যায়, তাদের বংশধরও বানরে পরিণত হয়েছে। ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের কোন বংশধরের আবির্ভাব ঘটেনি।

(১) সুয়ূতী, আদ্-দুররুল-মানছূর, ১ম খ, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী যুগের ঘটনা

ইমাম সুয়ূতী (র.) ইসলামী যুগের ঘটনাবলী সংক্রান্ত ব্যাপক রিওয়ায়াত ও সাদৃশ্যপূর্ণ অনেক ঘটনার উল্লেখ পূর্বক তাফসীর করেছেন। একই ঘটনার বর্ননা প্রদানকালে নানা সূত্রে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত সমূহ বারংবার উল্লেখ করেছেন। অনেক সংখ্যক সাহাবী (রা.) হতে বর্ণিত ভাষাগত কিঞ্চিত প্রভেদপূর্ণ রিওয়ায়াতও অধিক হারে উল্লেখ করায়, আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গেও অধিক তাফসীর পরিদৃষ্ট হয়।

ইমাম সুয়ূতী (র.) সাহাবীগণ (রা.) হতে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতকে এ ব্যাপারে গ্রহণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে সাহাবী গণের (র.) বর্ননা বিহীন সরাসরি তাবি'ঈগণ (র.) হতে কোন রিওয়ায়াতকে তিনি গ্রহণ করেননি। তথাপিও বর্ননা সুত্রের বিভিন্নতার কারণে এবং নানাভাবে ঘটনার আদ্যোপান্ত উল্লেখের কারণে একই বিষয়ের পূনরাবৃত্তিও পাওয়া যায়। তাই এ গ্রন্থে ইসলামী যুগের ঘটনা সংক্রান্ত রিওয়ায়াতের ব্যাপকতা পরিদৃষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে, ইমাম বাগাভী (র.) ইসলামী যুগের ঘটনা সংক্রান্ত তাফসীরে রিওয়ায়াতকে সংক্ষিপ্তাকারে আনয়ন করেছেন এবং ঘটনাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শুধুমাত্র একটি রিওয়ায়াতই উল্লেখ করেছেন, সাদৃশ্যপূর্ণ কোন রিওয়ায়াতকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়নি। মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে বর্ণনাকারী সাহাবী (রা.) এর নাম ও বর্নিত আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবী (রা.) এর উল্লেখ বিহীন তাবি'ঈ (র.) এর কোন রিওয়ায়াতকে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেননি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রিওয়ায়াত আনয়ন করায় এ গ্রন্থে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায় না। এর ফলে ঘটনার ব্যাপক বিবরণ অনুসন্ধানের অবকাশ থাকে।

আদ-দুররুল মানছূর এর তুলনায় মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে ইসলামী যুগ সংক্রান্ত রিওয়ায়াত অপেক্ষাকৃত কম এবং সংক্ষিপ্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী যুগের ঘটনা সম্পর্কে তুলনামূলক কিছু উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, ادعوهم لابائهم هوا قسط عند الله[১] অর্থাৎ, তাদেরকে তোমরা ডাক তাদের পিতৃপরিচয়ে আল্লাহর নিকটে এটি অধিক ন্যায় সঙ্গত- এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন,

ادعوهم لابائهم অর্থাৎ যারা তাদেরকে প্রতিপালন করেছে তাদের নামে ডাক।

هوا قسط অর্থাৎ অত্যধিক ন্যায়-নীতি সম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে ধারাবাহিক সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, আমরা আল-কুরআনের নির্দেশ অবতরণের পূর্ব অবধি যায়দকে[২] যায়দ ইবন মুহাম্মাদ বলে ডাকতাম।

فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم فى الدين , তোমরা যদি তাদের পিতার পরিচয় না জান, তাহলে তারা তোমাদেরই দ্বীনী ভাই - অর্থাৎ তারা তোমাদের ভাই।

ومواليكم - অর্থাৎ তোমাদের বন্ধু, وليس عليكم جناح فيما اخطئتم به অর্থাৎ এ ব্যাপারে তোমাদের কোন ভুল হলে তাতে তোমাদের কোন পাপ নাই, নিষেধ হওয়ার পূর্বে তোমরা যে আহ্বান করেছ, তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তারা তাদের পিতা নয়।

ولكن ما تعمدت قلوبكم -অর্থাৎ, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে তা অপরাধ হবে । এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের অন্তরসমূহ নিষেধ অমান্য করে যদি পূর্বের আহ্বানই বহাল রাখে, তাহলে তা পাপের কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।

وكان الله غفورا رحيما অর্থাৎ আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ইমাম বাগাভী (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ 'উছমান বলেন, হযরত সা'দ (রা.), (যিনি আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন) তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি এবং আবূ বাকরাহ (রা.) তাইফের

---

(১) সূরা আল-আহযাব, আয়াত, ৫।

(২) তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এঁর গোলাম ছিলেন। তিনি তাকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এঁর সান্নিধ্যার্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন পরবর্তীতে তাঁর পিতা ও পরিজনের নিকট গমন করাও স্বেচ্ছায় পরিহার করেন এবং অনেকে তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আপন পুত্র হিসেবে জানতেন। মু'তার যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন কালে তিনি ৮ম হি. ৫৫ বছর বয়সে শাহীদ হন।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গে কিছু লোকের সাথে অবস্থান গ্রহণ করছিলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেখানে গমন করলেন এবং তাঁরা তাঁর নিকট শুনলেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও তার পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা হিসেবে ডাকে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায়।

ইচ্ছাকৃতভাবে পিতৃপরিচয় পরিহার করার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে এখানে ইঙ্গিত রয়েছে[১]।

পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে অনেকগুলো রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন,

ইবন আবী শায়বাহ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনুর মুনযির, ইবনু আবী হাতিম, বায়হাকী, প্রমুখ (র.) উল্লেখ করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, যায়দ ইবন হারিছাহ (রা.) কে আমরা যায়দ ইবন মুহাম্মাদ বলে ডাকতাম, এমনকি সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন,

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি হলে যায়দ ইবন শারাহীল।

এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আবদুর রাযযাক, ইবনুল মুনযির, ইবন আবী হাতিম, তাবরানী, প্রমুখ (র.) হযরত আইশা (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ হুযায়ফা ইবন 'উতবাহ ইবন রাবি'আহ (রা.) , যিনি বদরের যুদ্ধে[২] উপস্থিত ছিলেন, তিনি সালিম নামক লোককে পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে স্বীয় ভ্রাতুষ্কণ্যাকে বিয়ে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেমনিভবে যায়দ (রা.) কে পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তিনিও তেমনিভাবে সালিমকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি সন্তানের মতই তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং সম্পদ প্রদান করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

---

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ., পৃ. ৫০৭।

(১) বদরের যুদ্ধ ইসলামের সর্বপ্রথম বড় যুদ্ধ,৮২য় হি. সনের ১৭ ই রমযান মদীনা শরীফের তিন মাইল দূরবর্তী বদর প্রান্তরে। মক্কা থেকে আগত কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৩১৩ জন স্বল্প সমরাস্ত্রধারী সাহাবী (রা.) কে নিয়ে ১০০০ সসস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করেন। এতে আল্লাহর বিশেষ সাহায্যে শত্রুপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ৭০ জন নেতৃস্থানীয় কাফির নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয় এবং বাকীরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এতে উপস্থিত সাহাবীগণ (রা.) বিশেষভাবে মর্যাদান্বিত।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর থেকে যারা প্রকৃত পিতার পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না বরং লালন-পালনকারী পিতার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তারা মুক্তকৃত দাসের মত হলেন আবার দীনি ভ্রাতা রূপেও পরিচিত হলেন।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি রিওয়ায়াত গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে অপেক্ষকৃত দীর্ঘ রিওয়ায়াতটি হল, ইবন মারদাওয়ায় (র.), ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, যায়দ ইবন হারিছাহ (রা.) তাঁর মামাগণের নিকট বনী মা'আনে অবস্থান করতেন। একদিন তিনি ডাকাতের কবলে পড়লেন, ডাকাতরা তাঁকে ধরে এনে 'উকায মেলায়[১] দাসরূপে বিক্রি করার অভিপ্রায়ে, নিয়ে এল। এ সময় হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুওয়াইলিদ মেলার দিকে আসছিলেন। তাঁকে তাঁর ফুফী খাদীজা (রা.)[২] বলেছিলেন, 'আরবীয় অল্প বয়স্ক কোন দাস পেলে, যাতে তাঁর জন্য ক্রয় করেন। তিনি মেলায় যায়দ (রা.) কে দেখে তাকে কেনার জন্য খাদীজা (রা.) কে বললেন এবং খাদীজা (রা.) তাকে ক্রয় করেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাদীজা (রা.) কে বিয়ে করলেন,[৩] তখনও যায়দ (রা.) খাদীজা (রা.) এর নিকট ছিলেন।

---

(১) 'উকায মেলা, ইসলাম পূর্ব 'আরবের অন্যতম একটি মেলা। কা'বা শরীফের নিকটে বছরে একবার এ মেলার আয়োজন করা হত। এতে প্রাচীন 'আরব কবি গণকেও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে বিশেষভাবে সম্মআনিত করা হত।

(২) হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীনি। তিনি 'আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদূষী ও ধনী মহিলা। জাহিলী যুগেও তাঁর সমমর্যাদার মহিলা কোথাও ছিল না। তিনি সাগ্রহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা -এর গর্ভে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত সন্তান গণের একজন ব্যতীত সকলেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন হযরত কাসিম (রা.), হযরত যায়নাব (রা.), হযরত রুকায়্যা (রা.), হযরত উম্মু কুলসুম (রা.), হযরত ফাতিমাতুয-যুহরা (রা.) (তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হুসায়ন (রা.) এর মাতা, তাঁদের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বংশ ধারা চলে আসছে) এবং হযরত 'আবদুল্লাহ (আবূ তাহির রা.)। শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীম (রা.) পরবর্তীতে মদীনা শরীফে হযরত মারিয়া (রা.) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণ শৈশবেই ইনতেকাল করেন। হযরত খাদীজা (রা.) নবুয়তের দশম বছর ৬২০ খৃ. ইনতেকাল করেন এবং মক্কা শরীফে সমাহিত হন।

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হযরত খাদীজা (রা.) এর বিয়ে হয়, ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে। তখন নবী করীম এর ২৫ বছর এবং খাদীজা (রা.) এর ৪০ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন, তাঁর জীবিতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আর কোন স্ত্রী ছিলেন না। তিনি সর্বোতভাবে নবী করীম কে সাহায্য করেছেন। সকল ধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উৎসর্গ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বহু হাদীছে তাঁর প্রশংসা পাওয়া যায়। তিনি উম্মুল মু'মিনীন গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যায়দ (রা.) এর আচরণ খুব পছন্দ করলেন এবং যায়দকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য খাদীজা (রা.) কে বললেন। খাদীজা (রা.) যায়দ (রা.) কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে দান করে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করতে থাকেন। এভাবে একসময় যায়দ (রা.) যুবকে পরিণত হন। একদিন তিনি নবী করীম এর চাচা আবূ তালিবের ব্যবসায়ের উটের বহরের সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর আদি বাসস্থানের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমের কালে তাঁর চাচা তাঁকে চিনে ফেলেন এবং এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ তুমি কে?

যায়দ (রা.) জবাবে বললেন, ঃ মক্কাবাসী লোকের দাস।

তাঁর চাচা বললেন, ঃ তুমি কি তাঁদেরই বংশজাত ?

যায়দ (রা.) বললেন, ঃ না।

এরপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ তুমি কি স্বাধীন, না পরাধীন ?

তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি পরাধীন।

চাচা বললেন, ঃ তুমি কার দাস ?

যায়দ (রা.) বললেন, ঃ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদিল মুত্তালিব এর।

তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ তুমি কি 'আরবীয়, নাকি অনারব ?

তিনি বললেন, ঃ আমি আরবীয়।

চাচা আবার বললেন, ঃ তোমার বংশগত পরিচয় কি ?

উত্তর দিলেন, ঃ আমি কা'ব বংশীয়।

তিনি বললেন, ঃ কোন কা'ব ?

যায়দ (রা.) উত্তর দিলেন, ঃ বনী 'আবদূদ-এর।

চাচা বললেন, ঃ তুমি কার ছেলে ?

যায়দ (রা.) বললেন, ঃ হারিছাহ ইবন শুরাহীল-এর ছেলে।[১]

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছূর, ৫ম খ., পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

চাচা আবার বললেন, ঃ তুমি শৈশবে কোথায় প্রতিপালিত হয়েছ ?

তিনি বললেন, ঃ মামাগণের নিকট।

পুনরায় চাচা জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ তোমার মামাগণ কোন বংশীয় ?

যায়দ (রা.) বললেন, ঃ তায় বংশীয়।

চাচা বললেন, ঃ আচ্ছা, তোমার মাতার নাম কি ?

তিনি উত্তর দিলেন, ঃ সা'দী।

এরপর যায়দ (রা.) এর চাচা তাঁকে জাপটে ধরলেন এবং বললেন, তুমি আমার ভাই হারিছার ছেলে? তিনি তখন ভাই হারিছাকে দ্রুত আসতে ডাকলেন এবং বললেন, ঃ ওহে হারিছা ! তোমার ছেলে যায়দ এসেছে , দেখে যাও। হারিছা এসে যায়দ (রা.) কে দেখেই চিনে ফেললেন এবং কথাবার্তা শুনে বললেন, ঃ যায়দ! তোমার মনিব তোমার সাথে কেমন আচরণ করেন ?

যায়দ (রা.) বললেন, ঃ আমার মনিব আমাকে তাঁর পরিজন ও সন্তানগণ হতেও বেশী ভালবাসেন, তাঁর থেকে আমি শুধু মমতাই পেয়ে থাকি, আমার নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম করি।

তারপর যায়দ (রা.) এর সাথে তাঁর পিতা, চাচা ও ভাই মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করলেন। তারপর হারিছা বললেন, ঃ

"হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আপনারা আল্লাহর হেরেমের অধিবাসী এবং এ পবিত্র স্থানের প্রতিবেশী। আপনারা এখানে দাসমুক্ত করেন এবং বন্দীদেরকে খাদ্য খাওয়ান, আমার ছেলেটি আপনার দাস, আপনি আমাদের প্রতি মমতা করুন! তার মুক্তিপণের ব্যাপারে দয়া করুন! আপনি সম্প্রদায়ের নেতার সন্তান, আপনি যা চান আগামীকাল তাই আমরা আপনার জন্য নিয়ে আসব। "

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঃ "আমি আপনাদেরকে ঐটি (মুক্তিপণ) এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করব কি ? " সকলে বললেন, ঃ সে টি কি ?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঃ " যায়দের পছন্দ, সে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, কোন মুক্তিপণ ছাড়াই আপনারা তাকে গ্রহণ করবেন, আর যদি সে আমাকে পছন্দ করে, তাহলে আপনারা তাকে থাকতে দেবেন।"

তারা বললেন, ঃ "আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন , আপনি আসলেই আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

উপর দয়া করলেন।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরপর যায়দ (রা.) কে ডাকলেন এবং বললেন, ঃ "যায়দ ! তুমি কি তাঁদেরকে চেন ? "

যায়দ (রা.) বললেন, ঃ হাঁ। এই ইনি আমার পিতা, ইনি আমার চাচা, আর ইনি আমার ভাই।

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঃ " তুমি যদি তাঁদের সাথে যেতে চাও তাহলে যেতে পার, আর যদি আমার কাছে থাকতে চাও, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই জান আমি কে ?"

যায়দ (রা.) এবার বললেন, ঃ "আপনার উপর আর কাউকেও আমি কখনও প্রাধান্য দেব না। আপনি আমার নিকট আমার পিতার এবং চাচার স্থানেই রয়েছেন। "

তখন তাঁর পিতা ও চাচা বললেন,ঃ যায়দ! মুক্ত জীবনের উপর দাসত্বকেই কি তুমি প্রাধান্য দিচ্ছ?

যায়দ (রা.) বললেন, ঃ " আমি এই লোক (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কে কখনই পরিত্যাগ করতে পারব না। "

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন, যায়দ (রা.) তাঁর প্রতি কি ধরনের ভালবাসা রাখেন, তখন তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঃ "আপনারা সাক্ষী থাকুন ! আমি যায়দকে মুক্ত করে দিলাম, আর সে আমারই সন্তানতুল্য, আমার সম্পদের উত্তরাধিকার পাবে।"

এ কথা শুনে এবং যায়দ (রা.) এর মর্যাদা দেখে পিতা ও চাচার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, যায়দ (রা.) আগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। এরপর এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁকে তাঁর প্রকৃত পিতার পরিচয়ে সম্বোধন করা হত।

এভাবে ইমাম সুয়ূতী (র.) তুলনামূলকভাবে অধিক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছুর, ৫ম খ., পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাঈলী রিওয়ায়াত[১]

ইমাম বাগাভী (র.) মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে কিছুসংখ্যক ইসরাঈলী রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রায়শ তিনি পূর্ববর্তী যুগের ঘটনা ও জাতিসমূহের কিঞ্চিত বর্ণনা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। কা'ব আল-আহবার[২] ও ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ[৩]-এর রিওয়ায়াতে এরূপ ব্যাখ্যা তিনি উল্লেখ করেছেন । তবে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত খুবই কম। এ গুটিকয়েক ব্যাখ্যা পরবর্তী কালে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ গুলোর সমালোচনা করা হলেও তিনি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত সমূহের মাধ্যমে আল-কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীছের অনূকূলের ব্যাখ্যাসমূহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যার ফলে এ গ্রন্থটি বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়নি এবং এর গ্রহণযোগ্যতাও বিনষ্ট হয়নি।

পক্ষান্তরে ইমাম সুয়ূতী (র.) স্বীয় গ্রন্থে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত অপেক্ষাকৃত অধিক হারে গ্রহণ করেছেন। তিনিও কালবী এর সনদে এবং কা'ব আল-আহবার-এর রিওয়ায়াতে এরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তুলনামূলকভাবে আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে এ বিষয়ে ইমাম বাগাভী (র.) হতে কিছুটা ভিন্ন নীতি পরিলক্ষিত হয়। কেননা, ইমাম বাগাভী (র.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত বর্জন করেছেন কিন্তু ইমাম সুয়ূতী (র.) পূর্ববর্তীকালের প্রায় ঘটনাতে এরূপ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক রিওয়ায়াতও তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে একই ঘটনার বর্ণনায় একাধিক রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়নি । যদ্দরূন, ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের সংখ্যা আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে অধিক রয়েছে। তবে, ইমাম সুয়ূতী (র.) পূর্ণ নিরীক্ষণের ভিত্তিতেই এরূপ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন এবং একটি রিওয়ায়াত হতে অন্যটিতে কিছুটা প্রভেদ থাকায় রিওয়ায়াতকে তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলঃ-

---

(১) বনী ইসরাঈল এর বিভিন্ন ঘটনা থেকে গৃহীত রিওয়ায়াত হিসেবে তা ইসরাঈলী রিওয়ায়াত নামে খ্যাত হয়। এ সব রিওয়ায়াত পূর্ববর্তীগণ গ্রহণ করেছেন তবে, এগুলোতে বিশেষ কোন গুরুত্বারোপ করা হয়নি।

(২) আবূ ইসহাক কা'ব ইবন মানি' ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি পাদ্রী ছিলেন। (মৃ. ৩২ হি.)

(৩) আবূ 'আবদিল্লাহ ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (র.) । প্রসিদ্ধ তাবি'। (জ. ৩৪ হি., মৃ. ১১০ হি.)

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাঈলী রিওয়ায়াত সম্পর্কিত তুলনার উদাহরন

সূরা মারইয়াম এর ৫৭ নং আয়াত, ورفعناه مكانا عليا - আর আমি তাকে উচ্চস্থানে উত্তোলন করেছি- এর তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন ,

কা'ব ও অন্যান্যগণ থেকে বর্ণিত, হযরত ইদরীস (আ.) এর উর্ধ্বাকাশে উত্তোলনের কারণ হল, একদা তিনি স্বীয় কোন প্রয়োজনে সূর্যের আলোতে হাঁটছিলেন, তখন তিনি সূর্যরশ্মির প্রবল উত্তাপ অনুভব করলেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন,

"হে আমার প্রতিপালক ! মাত্র একদিন হাঁটাতেই সূর্যের এমন ভীষণ উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। তাহলে যে ফিরিশতা সূর্যকে নিয়ে প্রতিদিন পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করেন, তার কেমন অবস্থা হয় ? হে আল্লাহ ! আপনি দয়া করে তার থেকে ওজন ও উত্তাপ কমিয়ে দিন। "

আল্লাহ তা'আলা ইদরীস (আ.) এর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারপর থেকে সে ফিরিশতা সূর্যের হালকা ওজন ও কম উত্তাপ অনুভব করলেন। এতে ফিরিশতা খুব আশ্চর্যবোধ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট এর কারণ সম্পর্কে জানতে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা ইদরীস (আ.) এর প্রার্থনার কথা জানালেন। তখন ফিরিশতা পুনরায় প্রার্থনা করলেন, যাতে ইদরীস (আ.) এর সাথে তাকে সাক্ষাত ও বন্ধুত্ব করিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সে প্রার্থনাও কবুল করলেন।

তারপর একদা তিনি হযরত ইদরীস (আ.) এর নিকট গমন করলেন। সাক্ষাতের এক পর্যায়ে ফিরিশতার উদ্দেশ্যে হযরত ইদরীস (আ.) বললেন, আমি শুনেছি আপনার সাথে মৃত্যুর ফিরিশতার অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে। অনুগ্রহ পূর্বক তাঁর নিকট আমার ব্যাপারে সুপারিশ করুন, তিনি যাতে আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করেন যাতে দীর্ঘদিন যাবত আল্লাহর 'ইবাদাত ও শুকরিয়া আমি করতে পারি। তখন ফিরিশতা তাঁকে বললেন, মৃত্যুর সময় এসে পড়লে কোন প্রাণকেই কিছুমাত্র বিলম্বের সুযোগ দেয়া হয় না। তবে আপনার অনুরোধ মৃত্যুর ফিরিশতাকে আমি জানাব এবং আপনাকে সাথে নিয়ে যাব।

তারপর হযরত ইদরীস (আ.) কে বন্ধু ফিরিশতা আকাশের দিকে উঠালেন এবং সূর্যোদয়ের নিকট রাখলেন। এরপর তিনি মৃত্যুর ফিরিশতার নিকট আগমন করে তাঁকে হযরত

Dhaka University Institutional Repository

ইদরীস (আ.) এর আকাংখার কথা জানালেন। জবাবে তিনি জানালেন, এখনই তার মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, তাই এ সময়েই তাকে মৃত্যু প্রদান করলেন এবং সেখানে তার লাশ থাকল।

এছাড়া ইমাম বাগাভী (র.) আরো একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, সেটি ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইদরীস (আ.) প্রতিদিন যে পরিমানে 'আমল করতেন, তা তৎকালীন সময়ের অন্যন্য সকল মানুষের 'আমলের সমপরিমাণ হত। এতে ফেরেশতাগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং মালাকুল মাউত (হযরত আযরাঈল আ.) তাঁর ব্যাপারে বিশেষ মমতা পোষণ করতে লাগলেন। পরবর্তীতে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট ইদরীস (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা অনুমতি প্রদান করলে সে ফেরেশতা একজন মানুষের আকৃতি ধারণপূর্বক তাঁকে দেখতে গেলেন। ইদরীস (আ.) একাধারে সাওম পালন করতেন। সেদিনও তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময়ে তিনি মানবাকৃতির ফেরেশতাকে তাঁর সাথে ইফতার করতে বললেন কিন্তু ফেরেশতা ইফতার করলেন না। এভাবে, তিনদিন তিনি তাঁকে ইফতারের আহ্বান জানালেন। কিন্তু ফেরেশতা ইফতার না করায়, ইদরীস (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ আপনার পরিচয় কি?

তিনি বললেন, ঃ আমি মালাকুল মাওত।

ইদরীস (আ.) বললেন, ঃ আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। আপনি কি এখন আমার প্রাণ হরণ করতে পারবেন?

ফেরেশতা বললেন, ঃ নির্ধারিত সময়েই প্রাণ হরণ করার নিয়ম। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া এখন প্রাণ হরণ করা অসম্ভব। - এরপর তিনি আল্লাহর নিকট এ ব্যাপারে প্রার্থনা করলে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করলেন , তাই ফেরেশতা তাঁর প্রাণ হরণ করলেন। তারপর আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় তাঁর প্রাণ দেয়া হল। তারপর ফেরেশতা ইদরীস (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ এতে আপনার কি লাভ হল?

ইদরীস (আ.) বললেন, ঃ আমি এর মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য ভাল ভাবে প্রস্তুতি নিতে চেয়েছি।

এরপর ইদরীস (আ.) বললেন, আমার আরো একটি আশা রয়েছে। তা হল, জাহান্নাম, জান্নাত দেখতে যাওয়া। ফেরেশতা আল্লাহর নিকট এ ব্যাপারে প্রার্থনা জানালে, আল্লাহ সে প্রার্থনা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করলেন । তারপর ইদরীস (আ.) প্রথমে জাহান্নাম দেখলেন, তারপর জান্নাতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরও তিনি বের হচ্ছেন না দেখে, ফেরেশতা তাঁকে ডাকতে লাগলেন। ইদরীস (আ.) জান্নাতের একটি গাছকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ঃ আমি এখান থেকে বের হব না। ফেরেশতা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালে, আল্লাহ দু'জন বিচারক ফেরেশতা পাঠালেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ আপনি জান্নাত হতে কেন বের হচ্ছেন না? ইদরীস (আ.) বললেন, ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যু আস্বাদনকারী, আমি মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছি। প্রত্যেক মু'মিনকে আল্লাহ জান্নাত প্রবেশ করাবেন, আমাকে তিনিই প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ বলেছেন, তোমাদেরকে তা (জান্নাত) থেকে বের করা হবেনা । তাহলে, কেন আমাকে বের হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে? এরপর আল্লাহ ফেরেশতাকে জানিয়ে দিলেন যে, ইদরীস আমার অনুমতিতে জান্নাতে প্রবেশ করেছে আর আমার অনুমতিক্রমে সে জান্নাতে থাকবে। এরপর থেকে তিনি সেখানে জীবিতাবস্থায় থাকছেন। তাঁকে এভাবে উচচস্থানে উত্তোলিত করা হয়েছে।[১]

ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে ১১ টি রিওয়ায়াত উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হাকিম (র.) সামুরাহ (রা.) হতে, দ্বিতীয়টি, ইবনু আবী হাতিম (র.) 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে, সংক্ষিপ্তাকারে রিওয়ায়াত করেছেন। তৃতীয় রিওয়ায়াতটি ইবনু আবী হাতিম (র.) ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে বাগাভী (র.) এর প্রথম রিওয়ায়াতের সংক্ষিপ্তরূপ বিদ্যমান, তবে শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে, ইদরীস (আ.) মালাকুল মাওত এর সাথে উর্ধ্ব গমন করার সময়ে ফেরেশতার দু' ডানার মাঝে মৃত্যুলাভ করেন। তারপর তাঁকে আসমানেই রাখা হয়। চতুর্থ রিওয়ায়াতটি ইবনু আবী শায়বা এবং ইবন আবী হাতিম (র.) ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদা কা'ব (রা.) কে ইদরীস (আ.)এর উর্ধ্ব- স্থান (মাকানান 'আলিয়্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইদরীস (আ.) একজন তাকওয়া সম্পন্ন বান্দা ছিলেন। তাঁর 'আমল তৎকালীন যুগে সকলের চেয়ে অধিক পুণ্যময় ছিল। তাঁর সমপরিমাণ সৎ কাজ আর কারো থেকে পাওয়া যেত না। তাঁর 'আমলসমূহ যে

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ৩য় খ. পৃ. ১৯৯-২০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ফেরেশতা আকাশে পৌছাতেন, তিনি বিশেষভাবে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং আল্লাহর নিকট তাঁকে ইদরীস (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি প্রদানের প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। তারপর ইদরীস (আ.) এর নিকট ফেরেশতা পরিচয় দিলেন এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করলেন। ইদরীস (আ.) ফেরেশতাকে বললেন, তিনি যাতে মালাকুল মাওত এর নিকট তাঁর মৃত্যুকে বিলম্বিত করার সুপারিশ করেন, এর ফলে দীর্ঘ সময় যাবত তিনি আল্লাহর 'ইবাদাত ও শুকরিয়া করার সুযোগ পাবেন। ফেরেশতা জানালেন, নির্ধারিত সময় এলে মৃত্যু বিলম্বিত হয় না। ইদরীস (আ.) বললেন, এটি আমিও অবহিত। তবে, আমার পছন্দ যে, মৃত্যু কিছু বিলম্বিত হোক। তারপর ফেরেশতা ইদরীস (আ.) কে তাঁর দু' ডানার মাঝে নিয়ে আকাশে এসে পড়লেন এবং মৃত্যুর ফেরেশতাকে বললেন, ইনি হলেন, ইদরীস (আ.), আল্লাহর নবী, তাকওয়া (অন্তরে আল্লাহ ভীতি) সম্পন্ন, তাঁর 'আমল এত বেশী, যে পরিমাণ আর কারো কাছ থেকে পাওয়া যায় না। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, অনুমতি পেয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি আপনার নিকট মৃত্যু সময় বিলম্ব করার অনুরোধ জানান। ফেরেশতা বললেন, এ লোকের নাম ইদরীস হলে, মৃত্যুর তালিকা অনুযায়ী এ মুহূর্তেই তাঁর মৃত্যু সময় নির্ধারিত। তারপর তখনই সে স্থানেই তাঁর মৃত্যু প্রদান করলেন। পঞ্চম রিওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্ত , তা ইবন আবী হাতিম ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে, ইদরীস (আ.) ষষ্ঠ আকাশে মৃত্যুলাভ করেন। ষষ্ঠ রিওয়ায়াতটি (তিরমিযী (র.) আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন) সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম রিওয়ায়াতটি ইবনু মারদাওয়ায় (র.) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে উল্লেখ করেছেন। তাও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম রিওয়ায়াতটি, ইবন আবী হাতিম (র.) ইবন মাস'উদ (রা.) হতে কিঞ্চিত শাব্দিক বিশ্লেষণ সহ উল্লেখ করেছেন। নবম রিওয়ায়াতটি, ইবনুল মুনযির (র.) 'উমর (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। তাও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। দশম রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন, ইবন আবী হাতিম (র.), দাউদ ইবন আবী হিনদ এর সূত্রে কোন একজন বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেছেন, মালাকুল মাওত ছিলেন ইদরীস (আ.) এর বন্ধু। একদিন ইদরীস (আ.) মালাকুল মাওতকে বললেন, আমি মৃত্যু স্বাদ কেমন অনুভব করতে চাই, তাই আপনি

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে মৃত্যু দান করুন। তারপর মালাকুল মাওত আল্লাহর নিকট এ ব্যাপারে প্রার্থনা জানালেন, আল্লাহ তাকে মৃত্যুদান করতে বললেন। মৃত্যু দেয়ার পর তাঁর প্রাণকে পুণরায় প্রদান করতে না পেরে ফেরেশতা পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ তাঁর প্রাণকে ফিরিয়ে দিলেন । এরপর ইদরীস (আ.) বন্ধু ফেরেশতাকে বললেন, তিনি যাতে তাঁকে জান্নাত প্রদর্শন করান। ফেরেশতা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ এ প্রার্থনাও গ্রহণ করলেন। এরপর ফেরেশতা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। তারপর দীর্ঘ সময় যাবত তিনি বের না হওয়ায় ফেরেশতা তাঁকে বের হতে ডাকলেন। কিন্তু ইদরীস (আ.) বললেন, না আমি জান্নাত থেকে বের হব না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার পক্ষ হতে একবার মৃত্যু প্রদান ব্যতীত দু'বার আমি কাউকে মৃত্যু প্রদান করিনা। একথা শুনে ফেরেশতা আল্লাহর নিকট এ ব্যাপারে প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, ورفعناه مكانا عليا আমি তাকে উচচস্থানে উত্তোলন করেছি। সর্বশেষে ১১ তম রিওয়ায়াতটি ইবনু আবী হাতিম (র.), সুদ্দী (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, ইদরীস (আ.) পৃথিবীতে অত্যধিক 'আমল করতেন, এমনকি তৎকালীন সকল লোকের 'আমলের অর্ধেক হত তাঁর 'আমল। একজন ফেরেশতা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন, যাতে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারেন। আল্লাহ অনুমতি দিলেন। তারপর ইদরীস (আ.) এর সাথে আলাপকালে ফেরেশতাকে বললেন, আমার মৃত্যু হওয়ার আর কত সময় বাকী আছে? ফেরেশতা বললেন, এ সংবাদ আল্লাহর নিকট রয়েছে। ইদরীস (আ.) তাঁকে আকাশে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন, যাতে তিনি আল্লাহর 'ইবাদাতে একান্তভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন। ফেরেশতা তাঁকে স্বীয় দু'ডানার মাঝে বসালেন এবং এভাবে ষষ্ঠ আকাশে পৌছলেন। এসময় মৃত্যু দানে নিয়োজিত ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত হলে বহনকারী ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন দিকে যাওয়ার ইচছা করেন? তিনি বললেন, আমি ইদরীস (আ.) এর প্রাণ হরণ করতে এসেছি। তখন ফেরেশতা দেখলেন, তাঁর দু'ডানার মাঝে ইদরীস (আ.) মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তারপর তাঁকে সপ্ত আকাশেই রেখে দিলেন।

বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহের আলোকে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, তুলনা মূলকভাবে ইমাম বাগাভী ও ইমাম সুয়ূতী (র.) উভয়েই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম বাগাভী (র.) পুনরাবৃত্তি ব্যতীত কম রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে, ইমাম সুয়ূতী (র.) অধিকসংখ্যক রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ রিওয়ায়াত আনয়ন করেছেন।

(১) সুয়ূতী, *আদদুররুল মানছুর*, ৪র্থ খ, পৃ. ২৭৪-২৭৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের সামঞ্জস্যতা

মা'আলিমুত-তানযীল ও আদ-দুররুল-মানছূর গ্রন্থের বিভিন্নদিক প্রায় একই রকম পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থের প্রণেতাদ্বয় এসব ক্ষেত্রে একই নীতি অবলম্বন করেছেন। উভয়েই প্রথমে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করেছেন এবং শেষাংশে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেছেন। যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তাকারে রচনা করার প্রতি উভয়েই সচেষ্ট ছিলেন । উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীকালের রিওয়ায়াত উভয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে উভয়ে একই রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, এরূপ বহু স্থান পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে একই সাহাবী (রা.) হতে একই আয়াতে কারীমায় একই ধরনের তাফসীর করা হয়েছে। আবার শাব্দিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রেও কবিতার উদ্ধৃতিও উভয় গ্রন্থে একইভাবে গ্রহণ করা হয়েছে । আয়াতে কারীমার তাফসীরে উভয়ে প্রথমে রিওয়ায়াতকে গ্রহণ করেছেন, এরপর শাব্দিক ব্যাখ্যা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাফসীরে উভয়ে একই সাহাবী (রা.) হতে উল্লেখ করেছেন, এমন স্থানও পাওয়া যায়। তবে আল-কুরআনের মাধ্যমে তাফসীরের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয় না ।

ইমাম বাগাভী (র.) কিরাআতের ক্ষেত্রে অনেক মত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইমাম সুয়ূতী (র.) অপেক্ষাকৃত কম মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবুও কিরাআতের ক্ষেত্রেও উভয়ের রিওয়ায়াতগত সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। আয়াতে কারীমার শানে নুযূলকে প্রথমাংশে উভয়ে উল্লেখ করেছেন । উভয় গ্রন্থে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত পাওয়া যায়, তবে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও কোন কোন ঘটনার মূল ভাষ্য দু'গ্রন্থে একই রকম ।. সর্বোপরি বলা যায়, উভয় তাফসীর গ্রন্থে কয়েকটি দিকে সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়। তবে একই রকম ভাষা ও বর্ণনা শুধুমাত্র হাতেগোণা কয়েকটি স্থানে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে আত-তাফসীর বিল-মা'ছূর এর নীতি উভয়ে যথাযথ বজায় রেখে গ্রন্থদ্বয় সুসম্পন্ন করার দিকটিও সুস্পষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের সামঞ্জস্যতা সম্পর্কিত আলোচনার উদাহরণ

একই রকম রিওয়ায়াত দ্বারা ইমাম বাগাভী (র.) ও ইমাম সুয়ূতী (র.) উভয়ে তাফসীর করেছেন, এমন বহু স্থান মা'আলিমুত-তানযীল ও আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি স্থান নিম্নে উল্লেখ করা হল,

ইমাম বাগাভী (র.) সূরা আল-বাকারা এর তাফসীর এর শেষ ভাগে সূরাটির ফযীলত সম্পর্কে ধারাবাহিক বর্ণনা সূত্র ভিত্তিক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইসমা'ঈল ইবন আবদিল-কাহির হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি ধারাবাহিকভাবে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মি'রাজ রজনীতে সিদরাতুল - মুনতাহা নামক স্থানে পৌছলেন, কোন সৃষ্টি এর উর্ধ্বে আরোহণে সক্ষম নয়। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট স্বর্নের একটি বিছানার উদ্ভব ঘটল এবং তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত , সূরা আল-বাকারার শেষ অংশ দান করা হল, এবং জানিয়ে দেয়া হল যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন করা ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১]

এমনিভাবে ইমাম সুয়ূতী (র.) ও এ হাদীছকে হুবহু রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মতনে সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, ইমাম মুসলিম (র.) ইবন মাস'উদ (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজে সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তাঁকে তিনটি জিনিস দান করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সূরা আল-বাকারার শেষাংশ এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি, সে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে পরিগণিত হবে।[২]

---

(১) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ১ম খ., পৃ. ২৫৬।

(২) সুয়ূতী, আদ-দুররুল- মানছূর, ১ম খ., পৃ. ৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আত-তাওবার প্রথমে বিসমিল্লাহ এর উল্লেখ না থাকা সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র.) রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা হযরত 'উছমান (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল-কুরআনকে সংকলনের সময়ে আপনি কেন সূরা আল-আনফাল ও সূরা আত-তাওবার পার্থক্য নির্ণয় করেননি এবং প্রথমে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করেননি? তখন 'উছমান (রা.) উত্তর দিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন ওহী অবতীর্ণ হত, তখন তিনি ওহী লিখক সাহাবীগণের কাউকে সম্বোধন করে বলতেন, এ আয়াতে কারীমাগুলোকে অমুক সূরার সাথে একত্রিত কর,যে সূরাতে এই এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। সূরা আল-আনফাল হল মদীনা শরীফে অবতারিত প্রথম সূরা এবং সূরা আত-তাওবা হল আল-কুরআনের সর্বশেষ অবতারিত অংশ সমৃদ্ধ সূরা। সূরা আল-আনফাল এর সাথে সূরা আত-তাওবার ঘটনার সাদৃশ্যতা রয়েছে। আমি মনে করেছি, উভয় সূরা একই সূরা। এ বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে আর কোন নির্দেশনা না পাওয়ায়, আল-কুরআন সংকলনের সময়েও পূর্বের অবস্থায় তা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সূরা আত-তাওবার প্রথমে بسم الله الرحمن الرحيم সংযোজিত হয়নি।[১]

ইমাম বাগাভী (র.) ও এ রিওয়ায়াতটি হুবহু উল্লেখ করেছেন।[২]

এমনিভাবে উভয় গ্রন্থে সাদৃশ্যপূর্ণ বহু রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। ইমাম বাগাভী (র.) এর রিওয়ায়াতকে প্রায় অনরূপভাবে ইমাম সুয়ূতী (র.) গ্রহণ করেছেন। তবে উপস্থাপনা ও বর্ণনাগত কিছুটা প্রভেদ পাওয়া যায়। মূলত, বাগাভী (র.) সংক্ষিপ্তাকারে এবং ইমাম সুয়ূতী (র.) বিস্তারিতভাবে ও ব্যাপক রিওয়ায়াত আনয়ন করায় স্বল্প পরিমাণে সদৃশ বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থই রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর সম্বলিত হওয়ায়, রিওয়ায়াতের সাদৃশ্য হওয়াটা স্বাভাবিক। সর্বোপরি, এ সাদৃশ্যতাও উভয় গ্রন্থে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত বিদ্যমান থাকারই পরিচায়ক।

---

(১) সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছুর, ৩য় খ., পৃ. ২০৭ ।

(২) বাগাভী, মা'আলিমুত-তানযীল, ২য় খ., পৃ. ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল-কুরআন একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ পবিত্র বিধান সম্পর্কে যত চর্চা ও সাধনা করা যায়, ততই উত্তম জ্ঞান আহরণ করা যায়। তাফসীর শাস্ত্র আল-কুরআনের ব্যখ্যা সমৃদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এ বিষয়ে অনেকেই পড়াশুনা করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। কিন্তু এর উপস্থাপনা ও পদ্ধতিগত তথ্যাদির জ্ঞান সীমিত রয়ে গেছে। আমাদের দেশেও এ বিষয়টির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এ গবেষণা সন্দর্ভে পর্যালোচনার দ্বারা তাফসীর সাহিত্যের পরিচয়, প্রকার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া দু'জন সুপসিদ্ধ 'আলিমকে বেছে নিয়ে, তাঁদের তাফসীর গ্রন্থ মূল্যায়ন ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ 'আলিমগণের মতামত উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীতে এ দু'টি তাফসীরের বর্ণনা পদ্ধতি ও বর্ণিত বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাতে এ গুলোর গুণাগুণ ও গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

আল-কুরআনকে বুঝতে হলে তাফসীর জানা প্রয়োজন। তাফসীর শাস্ত্রের মাধ্যমে আল-কুরআনের আনুসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সহজে নির্ভুল পন্থায় জানা যায়। যদ্দরুন, এ শাস্ত্রটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দীনী সাহিত্য রূপে পরিগণিত। তাফসীর শাস্ত্রের গ্রন্থ শুধুমাত্র আরবী ভাষায় রচিত হয়নি, বরং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এ সাহিত্যের অনূদিত ও মৌলিক গ্রন্থ বিদ্যমান। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়ও এ সাহিত্যের অনেক ব্যাখ্যা ও ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তবে তা সীমিত ও স্বল্প।

তাফসীর ভালভাবে জানলে, আল-কুরআনের নিগুঢ়তত্ত্ব জানা হয় এবং তদানুসারে বাস্তব জীবনে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ইহ-পরকালীন জীবনে সহজভাবে সফলতার দ্বার উন্মোচন হয়। আল-কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও এর শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এরূপ কাজের

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদাও অত্যধিক। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী, خيركم من تعلم القران وعلمه - তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে আল-কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক মুসলিমেরই আল-কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা অপরিহার্য। আল-কুরআনকে নিজে বুঝা এবং অন্যান্যদেরকেও আল-কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করা কর্তব্য। আল-কুরআনের তাফসীর একটি ব্যাপক বিষয়। আল-কুরআনের জ্ঞান তাফসীর শাস্ত্রে সবিশেষ বিবৃত হয়েছে।

তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করার ফলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীযুগের প্রাচীন তাফসীরকারকগণ আল-কুরআনকে সম্যকভাবে বুঝার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আল-কুরআনের তথ্য ও তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে প্রকাশ করার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যেমন, ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী (র. মৃ,৩১০ হি.) ৩০ খন্ডে জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন গ্রন্থ, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল হাক্ক ইবন গালিব ইবন 'আতিয়্যাহ আল-আনদুলূসী (র. মৃ. ৫৪৬ হি.) ১০ খন্ডে আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল 'আযীয গ্রন্থ, 'ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা' ইসমা'ঈল ইবন 'আমর ইবন কাছীর আদ-দামিশকী (র, মৃ. ৭৯০ হি.) বড় ৪ খন্ডে তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম গ্রন্থ, রচনা করেছেন। শুধুমাত্র তাফসীরকারকগণের নাম ও তাঁদের গ্রন্থের নাম লিখা হলেও একটি সুন্দর গ্রন্থ তৈরী হতে পারে। এতদসত্ত্বেও এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহর কালাম আল-কুরআন এর ব্যাখ্যার আরো অবকাশ রয়েছে। সে কারণেই তাফসীর অতীতে যেমন লিখিত হয়েছে, বর্তমানেও নানাভাষায় লিখিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর চর্চা অব্যাহত থাকবে।

আমার এ গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাফসীর গুলোর তুলনামূলক বিচারও প্রয়োজন। তাফসীর একটি জটিল বিষয়। অভিজ্ঞ 'উলামায়ে কিরাম হিজরী ১ম শতাব্দী থেকেই এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাদের সুচিন্তিত অভিমতগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। তবে, তাঁদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট মতভেদও লক্ষ্য করা যায়। 'আরবী ভাষার ব্যাপকতা ও

(১)বুখারী, জামি', ২য় খ., পৃ. ৭৫২ এবং তিরমিযী, আল-জামি', ২য় খ, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মর্মার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে তাফসীরকারদের সব আয়াতে মতৈক্য বোধ হয় সম্ভব হয়নি। এ দিকটি পূর্ণভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। দু'টি প্রসিদ্ধ তাফসীরের অতি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু তুলনা সন্দর্ভটিতে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কাংখিত সফলতা অর্জিত হয়ত হয়নি। তবে উত্তরসূরী গবেষকদের জন্য একটি দিশা হিসেবে গণ্য হলেও আমার এ পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে হয়ত বলা যাবে।

আল্লাহ তা'আলার রহমতের উপর নির্ভর করে আমি এ জটিল শাস্ত্রটির কিছু তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। এই ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টার ফল অতি নগণ্য। তবুও আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম সম্পর্কে কিছুটা চর্চা করার তাওফীক দান করায় তাঁর রহমতপূর্ণ দরবারে অশেষ শোকর আদায় করি। ভবিষ্যতে এ আলোময় পথে আরো অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি অগ্রসর হবেন এবং আমাদের বাংলাদেশেও বাংলা ভাষায় তাফসীরের ব্যাপক গবেষণা হবে, এ প্রত্যাশা করি।

মহামহিম আল্লাহ এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং ভুল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে দিন। আমীন! ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিহী মুহাম্মাদ ও ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আহিব্বাইহী আজমা'ঈন, ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুরআনুল কারীম

গ্রন্থকার	*গ্রন্থ*	*প্রকাশনা, হিজরী সন / খৃষ্টাব্দ*
আবূ 'আবদিল্লাহ আল-বুখারী,	আল-জামি' আস-সাহীহ	দিল্লী , ভারত। তা, বি,
মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী,	আস-সাহীহ	কুতুবখানা রহীমিয়্যা,ভারত তা, বি,
আবূ ঈসা মুহাম্মাদ আত-তিরমিযী,	আস-সুনান	কুতুবখানা রশীদিয়্যা, দিল্লী। তা,বি,
আবূ দাউদ সুলায়মান,	আস-সুনান	কুতুবখানা রহীমিয়্যা, ভারত। তা, বি,
আহমাদ আল-নাসাঈ,	আস-সুনান	মাকতুবাতি থানবী, ভারত। তা, বি,
মুহাম্মাদ ইবন মাজাহ,	আস-সুনান	কুতুবখানা রশীদিয়্যা, দিল্লী। তা,বি,
আবুল হাজ্জাজ,	তাফসীরু মুজাহিদ	মাজমা'উল বাহূছ আল-ইসলামিয়্যা, ১৯২১ খৃ.।
ইমাম আবূ হানীফা নো'মান	মুসনাদুল ইমামিল আ'যাম	মাতবা'উ আসাহ্হিল মাতাবি' , লক্ষ্ণৌ, ১৮৬৭ খৃ. ।
ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী,	কিতাবুল আসল	ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, ১৩৮৮ হি.।
ইমাম মালিক ইবনুল আনাস	আল-মুওয়াত্তা	দিল্লী , ভারত। তা, বি,
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল ইদরীস আশ-শাফি'ঈ	আল-মুসনাদ	দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৯৮০ খৃ. ।
ইমাম আহমাদ ইবনুল হামবাল	কিতাবুয-যুহ্দ	দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৯৭৮ খৃ.।
মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী,	জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন	আল-মাতবা'আতুল কুবরা আল আমিরিয়্যা, বূলাক, মিসর ১৯৭৮ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	প্রকাশনা, হিজরী সন / খৃষ্টাব্দ
মুহয়িদ্দীন 'আবদুল কাদীর আল-জিলানী,	কিতাবুল গুনিয়্যাহ	দারুল-কুতুবিল 'আরাবিয়্যা আল-কুবরা, মিসর। তা,বি, ।
আবূ হামিদ আল-গাযালী	ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন	দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা,বি,
আবুল মানসূর আল-মাতূরিদী,	মাদারিকুত-তানযীল,	কায়রো, মিসর। তা,বি, ।
'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী আল-খাযিন	লুবাবুত্-তা'বীল ফী মা'আনিত তানযীল	দারুল মা'রিফা বৈরূত, লেবানন । তা, বি, ।
ফাখরুদ্দীন আর-রাযী,	আত-তাফসীরুল কাবীর	দারু ইহ্ইয়াইত-তুরাছিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, বৈরূত।
বদরুদ্দীন মাহমূদ আল-আয়নী	'উমদাতুল-কারী	দারু ইহইয়াইত-তুরাছিল 'আরাবী, বৈরূত। তা,বি, ।
আল-নাওয়াবী	শরহু মুসলিম	কুতুবখানা রহীমিয়্যা, ভারত।
শাহ ওয়ালী উল্লাহ আদদিহলাবী,	হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ	দারুল মা'রিফা বৈরূত, লেবানন । তা, বি, ।
ঐ	আল-ফাওযুল কাবীর	দিল্লী, ভারত। তা, বি, ।
ইসমা'ঈল আল-হাক্কী	তাফসীরু রূহুল বায়ান	আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৩৩০ হি.।
আবুল বরাকাত আহমাদ আন-নাসাফী,	আল-আকালীল 'আলা মাদারিকিত-তানযীল	আকলিলুল মাতাবি',হারাইজ । তা,বি, ।
আবুল ফারাজ 'আবদুর রহমান আল-জাওযী	যাদুল- মাসীর ফী 'ইলমিত-তাফসীর	আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, বারকিয়া, মিসর। তা, বি, ।
ইবন খাল্লিকান	ওয়াফইয়াতুল-আ'ইয়ান ফী আনবাইয-যামান	মিসর, ১৩১০ হি.।
বূস মা'লূফ ,	আল-মুনজাদ	বৈরূত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৩ খৃ.।
আয-যাহাবী,	তাবাকাতুল-হুফ্ফায	দারু ইহইয়াইত-তুরাছিল-'আরাবী, বৈরূত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার	*গ্রন্থ*	*প্রকাশনা, হিজরী সন / খৃষ্টাব্দ*
ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী	আল-ফাওয়াইদুল মুশাওওয়াক ইলা 'উলূমিল কুরআন	মাকতাবাতুল মুতানাব্বী, কায়রো, মিসর। তা, বি, ।
বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ যারকাশী	আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন	দারুল-মা'রিফা,লেবানন ১৯৭২ খৃ. ।
মুহাম্মাদ আল-যুরকানী	মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন	দারু ইহইয়াত-তুরাছিল আরাবী, বৈরূত । তা, বি, ।
মুহাম্মাদ আল-খাতীব	মিশকাতুল মাসাবীহ	কুতুবখানা রশীদিয়্যা, দিল্লী ১৩৪৪হি.।
ইমাম বাগাভী	মা'আলিমুত-তানযীল	ইদারাতু তা'লীফাত , মুলতান। তা,বি, ।
ইবনুল আছীর	উসদুল গাবাহ	১ম সংস্করণ, মিসর ১২৭০ হি. ।
মুল্লা 'আলী আল-কারী	আল-মিরকাত	মাজলিশ ইশা'আতিল মা'আরিফ, মুলতান। তা, বি, ।
শাহ 'আবদুল 'আযীয আল-মুহাদ্দিছ আদ-দিহলাভী	বুসতানুল- মুহাদ্দিছীন	সা'ঈদ কোম্পানী, করাচী, তা, বি, ।
ইবনুল' ইমাদ	শাযারাতুয-যাহব ফী আখবারি মান যাহব	দারুল-মাসীরাহ, বৈরূত। তা, বি, ।
উস্তায আহমাদ শারকানী, ইকবাল	মাকতাবাতু -জালালিদ্দীন আস-সুয়্যূতী	রাবাত, মরোক্কো। ১৯৭৭খৃ.।
ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন আয-যাহাবী	আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন	দারুল কুতুবিল হাদীছিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, মিসর, ১৯৭৬ খৃ. ।
ড. গোলাম আহমাদ হারীরী	তারীখে তাফসীর ওয়া মুফাসসিরীন	তাজ কোম্পানী, ১ম সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৮৬ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	প্রকাশনা, হিজরী সন / খৃষ্টাব্দ
জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী	তাদরীবুর-রাবী ফী শরহি তাকরীবুন-নাওয়াবী সম্পাদনা,আবদুল ওয়াহহাব আবদুল-লাতীফ	মানছূরাতুল-মাক তাবাতিল 'ইলমিয়্যাহ, আল-মাদীনা আল-মুনাওওয়ারা, ২য় সংস্করণ, তা,বি.।
জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী	আদ্-দুররুল মানছূর	তেহ্রান, ইরান, ১৯৬১ ।
"	হুসনুল মুহাদিরাহ ফী তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরাহ সম্পাদনা, আবুল ফযল ইবরাহীম	কায়রো, ১৩৭৮/১৯৮৮
"	আল-খাসাইসুল-কুবরা, কিফায়াতুত-তালিবিল-লাবীব ফী খাসাইসিল হাবীব সম্পাদনা, মুহাম্মাদ খলীল হিরাস	দারুল-কুতুবিল- হাদীছাহ, কায়রো, তা. বি, ।
"	আত্-তানফীস ওয়াল মিন্যাহ ফী আন্না আবাওয়াই রাসূলিল্লাহি ফিল-জান্নাহ	ভারত, ১৯৬১ খৃ. ।
	আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন	লেবানন, ১৯৮৭ খৃ. ।
"	তাবাকাতুল মুফাসসিরীন	কায়রো, ১৪০৩/১৯৮৩
"	বুগ্য়াতুল উ'আত ফী তাবাকাতিল-লুঘাবিয়ীন ওয়ান্নুহাত	দারুল ফিকর, বৈরূত, তা, বি, ।
সুবকী,	তাবাকাতুশ-শাফিইয়্যাতিল কুবরা সম্পাদনা, ডঃ মাহমূদ আত-তানাদী	কায়রো, ১৯৬৩ খৃ. ।
ইবনুল মানযূর	লিসানুল 'আরব	দারুল মা'আরিফ, বৈরূত
জুবরান মাস'উদ,	আর-রাইদ	বৈরূত, ১৯৯০ খৃ. ।
আশ-শামস আস-সাখাবী,	আদ-দাওউল-লামি' লি আহলিল কারনিত-তাসি'	কায়রো, মিসর। ১৩৫৩-৫৫।
নাজমুদ্দীন আল-গুযযী,	আল-কাওয়াকিবুস-সাইরাহ —বি ই'ইয়ানিল-মিআতিল- 'আশিরাহ	আর-মাতবা'আতুর-আমিরিকীনাহ, বৈরূত ১৯৪৫।
শামস ইবন তূলূন	মুফাকাহাতুল — খিলান — ফী হাওয়াদিসিয-যামান	কায়রো, মিসর ১৯৬২।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	প্রকাশনা, হিজরী সন / খৃষ্টাব্দ
ইবনু কাছীর,	আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ	বৈরূত, ১৯৬৬ খৃ. ।
ইয়াকুত আল-হামূভী,	মু'জামুল- উদাবা	বৈরূত, ১৯৮৪ খৃ. ।
"	মু'জামুল বুলদান	বৈরূত, ১৩৭৪/১৯৫৫
ইবন খালদূন,	মুকাদ্দিমা ইবন খালদূন	মিসর, ১৩২২ হি. ।
ইবন তায়মিয়া,	মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া সম্পাদনা, শায়খ ইবন কাসিম	রিয়াদ, ১৩৮২ হি. ।
সম্পাদনা পরিষদ,	ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী	মানশূরাতু মুনাযযামাহ আল-ইসলামিয়্যা লিত-তারবিয়্যাতি ওয়াল 'উলূমি ওয়াচ-ছিকাফাহ,ঈসীসকো, ১৪১৬/ ১৯৯৫ ।
আলাউদ্দীন আল-আযহারী,	আরবী - বাংলা অভিধান	ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ. ।
আবদুল হাই ইবনুল 'ইমাদ আল-হামবালী	শাযারাতুয-যাহব ফী আখবারি মান যাহাব	কায়রো, ১৩৫০ খৃ. ।
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ ৫ম খ.	ই. ফা. ঢাকা, ১৪০৯ / ১৯৮৮
"	" ১২শ খ.	" ১৪১৩ / ১৯৯২
"	" ২৪ তম খ.	" ১৪১৯ / ১৯৯৮
"	" (সংক্ষিপ্ত, ১ম)	" ১৪০৭/ ১৯৮৭
"	" " ২য়	" ১৪০৮/ ১৯৮৮
মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	ই. ফা. ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৮০খৃ. ।
সম্পাদনা পরিষদ,	দাইরায়ে মা'আরিফ ইসলামিয়া (উর্দূ) ৪র্থ খ.	লাহোর , ১৩৮৯ / ১৯৬৯
"	" ৬ষ্ঠ খ.	" ১৩৮৯ / ১৯৬২
"	" ১১শ খ.	" ১৩৯৫ / ১৯৭৫
ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বাকির আল-হুজ্জাতী,	আল-মু'জামুল ওয়াসীত	মিসর, ১৯৮০ খৃ. ।
আ. ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	ঢাকা, ১৯৮৫ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	প্রকাশনা, হিজরী সন / খৃষ্টাব্দ
ইবনু হাজার আলআসকালানী	ফাতহুল বারী	দারুল-মা'রিফা , বৈরূত। তা,বি,
,,	তাহযীবুত-তাহযীব	'আবদুত-তাওয়্যাব একাডেমী, মুলতান। তা,বি,
,,	তাকরীবুত-তাহযীব	দেওবন্দ, ভারত ১৯৮৮ খৃ.।
কিরমানী	ইরশাদুস-সারী	বৈরূত,লেবানন, তা,বি,
সাইয়্যেদ 'আমীমুল ইহসান	কাওয়াইদুল- ফিক্‌হ	মাতবা'উল মাদরাসাতিল 'আলিয়া, ঢাকা ১৯৬১ খৃ.।
আশ-শাওকানী	আর-বাদরুত-তালি' ফী মাহাসিনি মিম বা'দিল-কারনিস-সাবি'	মাতবা'আতুস-সা'আদাহ, কায়রো, ১৩৪৮ হি.।
আহমাদ মুস্তাফা আল-মারাগী	তাফসীরুল মারাগী	দারুল -ফিকর, ৩য় সংস্করণ, বৈরূত ১৯৭৪ খৃ.।
মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী	তাফসীরু আয়াতিল আহকাম	মাকতাবাতুল গাযালী, ২য় সংস্করণ,দামেস্ক,সিরিয়া১৯৭৭ খৃ.।
,,	সাফাওয়াতুত-তাফাসীর	দারুল-কুরআনিল – কারীম, বৈরূত, লেবানন ১৯৮০ খৃ.।
আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরি	আয়সারুত-তাফাসীর -লি কালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর	আদ দি'আয়াহ ওয়াল ই'লান, ২য় সংস্করণ, জেদ্দা ১৯৮৭ খৃ.।
মুহাম্মাদ শফি'	মা'আরিফুল কুরআন	ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী ১৯৭৯ খৃ.।
ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তা'ফিজুর রহমান	তা'লীকু তা'বীলাত আহলিস-সুন্নাহ লি ইমামিল- মাতূরিদী	ই. ফা. ঢাকা, ১৯৮২ খৃ.।
বুতরুস আল-বুসতানী	দাইরাতুল মা'আরিফ ১ম খ.	দারুল-মা'রিফা , বৈরূত। তা,বি,।
Authors	First Encyclopaedia of Islam	Nether Lands 1987.
Authors	Encyclopedea of Religion.	Macmillan Publishing Company, New york 1987.